জীনিয়াসেস অব সায়েন্স



অধ্যাপক
সুনির্মল রায়

জীনিয়াসেস অব সায়েন্স

বিজ্ঞান মনীষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান

Dictionary of Scientists

জীনিয়াসেস অব সায়েন্স

অধ্যাপক সুনির্মল রায়

শিবপুর বি. ই. কলেজের গণিতের অধ্যাপক, দু'বার
জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত, শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য
আশুতোষ পুরস্কার প্রাপ্ত ও আন্তর্জাতিক
সম্মানপ্রাপ্ত।

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৫৭সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ১৯৮৭

প্রকাশক ঃ
সি. ভট্টাচার্য
ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং [প্রাঃ] লিমিটেড
৫৭সি, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
নিতাই সামন্ত
পদ্মপ প্রিন্টার্স
১৫, অনাথ দেব লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

সহযোগিতায় ঃ
সৌমী রায়

প্রচ্ছদ ঃ
দেবাশীষ পাল

মূল্য ঃ ২০·০০

ভূমিকা

সামান্য কিছু বিজ্ঞানী এবং তাঁদের আবিষ্কার সম্পর্কিত তথ্যাবলী নিয়ে বাংলা ও ইংরাজীতে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বই লেখা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের সকল অসাধারণ বিজ্ঞানী এবং তাঁদের আবিষ্কার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা শুধু বাংলা ভাষা কেন, আমার জানা কোন ভাষাতেই করা হয় নি। সেদিক থেকে এই বইয়ের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা নিশ্চয় পাঠকদের বুঝিয়ে বলতে হবে না।

এ বইখানাকে 'বিজ্ঞানীদের ডিকশনারী'ও আখ্যা দেওয়া যায়। এর কারণ হল, যে কোন অসাধারণ বিজ্ঞানীর কথা জানা যাবে এ গ্রন্থ থেকে। জানা যাবে তাঁদের আবিষ্কারের কথা। খুঁজে পাবার সুবিধার জন্য এদের অক্ষরমালার নির্দিষ্টক্রমে সাজানো হয়েছে।

এরপরে যদি বিজ্ঞানীদের নিয়ে কোন ডিকশনারী বেরোয় তবে এর সাহায্য নিতেই হবে।

বইখানা লিখতে আমার দীর্ঘ ছয় বৎসর সময় লেগেছে। পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগলে, কাজে লাগলে তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠবে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কথা, নোবেল প্রাইজ বিজয়ী বিজ্ঞানীদের কথা আলাদাভাবে শেষে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয় অনুসারেও একে নানা পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। নোবেল প্রাইজ বিজয়ী বিজ্ঞানীদের জন্য শ্রদ্ধেয় সমরজিৎ করের 'নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী' বইখানার সাহায্য নিয়েছি।

বইখানা লেখা শেষ হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে। তবে প্রকাশ করা হয়নি। বইখানা প্রকাশ করে বন্ধুবর পীযূষ রায় আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করে রাখলেন। নানাদিক থেকে সহায়তা করার জন্য আশীষ বর্ধন, সুব্রত কুমার দত্ত, চন্দন কর্মকার, দীপক রায়, সঞ্জয় কর, দামোদর ঘোষ, দেবাশীষ গুহ, বরুণ সাহা, স্বপন মাইতি, অর্চনা রায়, অশোক সেনশর্মা, প্রদীপ গাঙ্গুলী, দেবযানী রায়, রুমা সেনশর্মা, গায়ত্রী সরকার, অলোক সরকার, সঞ্জয় কর, তুষারকান্তি ঘোষ, প্রভ্রাংশু গুপ্ত, মৃগাঙ্ক ঘোষ, শিশির আটা, শ্রদ্ধেয় দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় অমিতাভ চৌধুরী, শ্রদ্ধেয় রমাপদ চৌধুরী, শ্রীঅশোক দাস ও আই পি পি-র ম্যানেজার অতীনবাবু—এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্যকে।

—গ্রন্থকার

॥ উৎসর্গ ॥

শ্রীসমরাজিৎ কর ও ডঃ যূথিকা দত্তকে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই গ্রন্থখানা উৎসর্গ করলাম।

এই লেখকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ—

—প্রোগ্রেসিভ সায়েন্স ব্যাঙ্ক (সংস্কার, সংশয়ের উপর)

—বিজ্ঞান কোষ (সংস্কার, সংশয় ও নানা প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের উপর লেখকের গবেষণালব্ধ প্রথম 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইউজফুল সায়েন্স')

—হাজার হাজার আবিষ্কার (প্রথম 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ডিসকভারি অ্যান্ড ইনভেনশন')

—চেতনাময় ব্রহ্মাণ্ড (সমস্ত ধারণার গোড়া ধরে নাড়া দেওয়া লেখকের গবেষণার ফলাফল)

—ভিনগ্রহে মানুষ গোয়েন্দা (প্রথম সফল বিজ্ঞানভিত্তিক গোয়েন্দা উপন্যাস)

—বিজ্ঞান-বৃক্ষ (প্রথম 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইউজফুল সায়েন্স কুইজ')

—সুনির্মল রায়ের বিজ্ঞান-গল্প (এ বইয়ের 'বুদ্ধিসীমা' গল্পটি প্রথম চলচ্চিত্রায়িত সায়েন্স ফিকশন হিসেবে 'মোহমুক্তি' নাম নিয়ে মুক্তি পাচ্ছে)

—ছড়ার ছড়ায় মজার লড়াই (প্রথম বিজ্ঞান ছড়ার বই)

—একটি আত্মহত্যার ইতিহাস (প্রথম বিজ্ঞান নাটক)

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে ঃ—

—এনসাইক্লোপিডিয়া অব সায়েন্স কুইজ (প্রথম সম্পূর্ণ 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব সায়েন্স কুইজ')

—এনসাইক্লোপিডিয়া অব সায়েন্স

—বুদ্ধি, স্মৃতি ও ব্যক্তিত্ব বাড়াবার পন্থা (বুদ্ধি, স্মৃতি ও ব্যক্তিত্ব বাড়াবার প্রথম বই)

—জ্ঞান বিজ্ঞানের নলেজ কুইজ এনসাইক্লোপিডিয়া (প্রথম সম্পূর্ণ এনসাইক্লোপিডিয়া)

—এনসাইক্লোপিডিয়া অব নলেজ

—ভারতীয় বিজ্ঞানী

সূচীপত্র

রসায়নবিদ

এইম আরগাঁদ

Aime Argand

জন্ম : ১৭৫৫, জেনেভায় মৃত্যু : ২৪শে অক্টোবর, ১৮০৩

ইনি বিখ্যাত চুল্লী যা তেলের দ্বারা জ্বলে, তার আবিষ্কর্তা। তিনি পলতেগুলিকে একটি ফাঁপা চোঙের চিমনি দিয়ে ঢাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

অ্যান্টয়িন জেরোম ব্যালার্ড

Antoine Jerome Balard

জন্ম : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮০২ মৃত্যু : ৩০শে এপ্রিল, ১৮৭৬

মন্ট পেলীয়ার-এ (Mont Pellier) শিক্ষালাভের পর তিনি সেখানেই প্রমাণ প্রদর্শকের কাজে যোগদান করেন এবং ১৮২৬ সালে সমুদ্রের জল থেকে ব্রোমিন নামে একটি মৌল আবিষ্কার করেন। এছাড়াও তিনি হাইপো-ক্লোরাস অ্যাসিড ও ১৮৩৪ সালে ক্লোরিন মনোক্সাইড আবিষ্কার করেন।

অ্যান্টয়িন ব্যমি

Antoine Baume

জন্ম : ১৭২৮ মৃত্যু : ১৫ই অক্টোবর, ১৮০৪

কলেজ দি ফার্মেসীতে তিনি রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। তিনিই হাইড্রোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন। এছাড়া আরও বহু টেকনিক্যাল পদ্ধতি, ডাইং শিল্পের উন্নতির জন্য আলোচনা করে গেছেন।

অগাস্টে লরেন্ট

Auguste Laurent

জন্ম : ১৮০৭ মৃত্যু : ১৮৫৩

দারিদ্র্য সত্ত্বেও ইনি অত্যন্ত মেধার সঙ্গে লেখাপড়া শিখে ১৮৩২ সালে অ্যানথ্রাসিন আবিষ্কার করেন এবং ১৮৩৬ সালে ন্যাপথালিন জারিত করে

থ্যালিক অ্যাসিড পেয়েছিলেন। ১৮৪১ সালে তিনি দেখান যে ফেনল ও কার্বলিক অ্যাসিড সমধর্মী। ১৮৩৭ সালে তিনি জৈব যৌগ শ্রেণীবিন্যাসের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তিনি একটি নিউক্লিয়াস সূত্র প্রবর্তন করেছিলেন এবং জৈব মূলক সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন।

অ্যান্টয়িন লরেন্ট ল্যাভয়সীয়র

Antoine Laurent Lavoyseer

জন্ম : ১৭৪৩ মৃত্যু : ১৭৯৪

তিনি উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে পড়াশোনা করে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনিই প্রথম নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিড একত্রে সংযুক্ত করে তাঁর আবিষ্কৃত গ্যাসোমিটারের সাহায্যে ওয়াটার গ্যাস প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁকে আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয়।

অ্যালব্রেচেট কোসেল

Albrechet Kossel

জন্ম : ১৮৫৩ মৃত্যু : ১৯২৭

পড়াশুনা শেষ করে ইনি হিদেলবার্গ-এ শারীরবৃত্তীয় রসায়নশাস্ত্র অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১০ সালে ঔষধশাস্ত্রে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কোষ ও প্রোটিন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তিনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

অ্যাডলফ উইলহেলম হারম্যান কোবলে

Adolf Wilhelm Hermann Koble

জন্ম : ১৮১৮ মৃত্যু : ১৮৮৪

বিভিন্ন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছে লেখাপড়া শিখে তিনি ১৮৮৪ সালে লিপিগে অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন। "সিন্থেসিস" কথাটি তিনি প্রথম ব্যবহার করেন এবং ১৮৪৮ সালে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড ও অ্যাসিটিক অ্যাসিড বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি সেকেন্ডারী ও টার্সিয়ারী অ্যালকোহল সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। জৈব ও অজৈব রসায়নের মধ্যে পার্থক্য বিলীন করতে সাহায্য করেছিলেন।

অ্যান্টয়নি আলেকজান্দ্রি ব্রুটাস বুসি

Antoine Alexandre Brutus Bussy

জন্ম ঃ ১৭৯৪ মৃত্যু ঃ ১৮৮২

রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সেই বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য তিনি মিলিটারী থেকে অপূর্ব সুযোগ হাতছাড়া করেন। ১৮৩১ সালে তিনি ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও পটাসিয়াম একত্রে উত্তপ্ত করে ম্যাগনেসিয়াম উৎপন্ন করেন। ১৮২৮ সালে তিনিধাতব বেরিলিয়াম তৈরী করেন।

অগাস্ট আরহেনিয়াস

August Arrheneus

জন্ম ঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৯ মৃত্যু ঃ ৯লা অক্টোবর, ১৯২৭

ভ্যান্ট হফের সঙ্গে কাজ করার পর স্টকহোমে তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ সালে তিনি তড়িৎ বিয়োজন সম্বন্ধীয় সূত্রটি আবিষ্কারের জন্য ১৯০৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কোন দ্রবণের সান্দ্রতা সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেছিলেন।

স্যার অ্যার্থার হার্ডেন

Sir Arthur Harden

জন্ম ঃ ম্যাঞ্চেস্টারে

শিক্ষালাভের পর তিনি প্রথমে লন্ডনের লেকচারার ও পরে লিস্টার ইনস্টিটিউটে জৈব রসায়নে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২৯ সালে এনজাইম ও অ্যালকোহলের সন্ধান প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন।

আলেকজান্ডার ক্রাম ব্রাউন

Alexander Crum Brown

জন্ম ঃ ২৬শে মার্চ, ১৮৩৮ মৃত্যু ঃ ২৮শে অক্টোবর, ১৯২২

এডিনবার্গে শিক্ষালাভের পর ১৯০৮ সাল পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা করেন। আইসোমারিজমের সূত্র আবিষ্কার করে ও সালফারের বিভিন্ন জৈব যৌগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তিনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৮৬৪ সালে তিনি আধুনিক গঠন কাঠামো তৈরী করে জৈব যৌগগুলিকে নতুন রূপ দান করেন।

আর্কিবাল্দ স্কট কুপার

Archibald Scott Couper

জন্ম: ১৮৩১, মৃত্যু: ১৮৯২

বার্লিন ও এডিনবার্গে তিনি রসায়নশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। কেকুলের মত তিনিও একটি আণবিক গঠন সম্বন্ধীয় সূত্র প্রবর্তন করেছিলেন যা দেরীতে প্রকাশিত হওয়ার জন্য জনপ্রিয়তা পায়নি।

আর্নস্ট বেকম্যান

Ernst Beckmann

জন্ম: ৪ঠা জুলাই, ১৮৫৩ মৃত্যু: ১২ই জুলাই, ১৯২৩

লিপিগে ইনি রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি কিটোনের বিভিন্ন অক্সিম থেকে অ্যাসিড অ্যামাইড ও অ্যানিলিডস্-এ স্থানান্তরকরণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, যা "বেকম্যান আণবিক স্থানান্তরকরন" পদ্ধতি নামে পরিচিত। কোন দ্রবণের হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য দুটি পদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন।

আলেকজান্ডার পার্কস

Alexander Parks

জন্ম: ১৮১৩ মৃত্যু: ১৮৯০

শিল্প রসায়নে শিক্ষালাভ করে তিনি ইলেকট্রোপ্লেটিং সংক্রান্ত যাবতীয় আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রচুর সম্মান পেয়েছিলেন। তিনি সেলুলয়েড আবিষ্কার করেও প্রচুর সম্মান পেয়েছিলেন। এমন কি তিনি ফুল খন্ডিত করতে এবং মাকড়সার জাল রচনা করতে সফল হয়েছিলেন।

ইউগেন অ্যানাটলী ডেমার্কে

Eugene Anatole Demarcay

জন্ম: ১৮৫২, প্যারিস মৃত্যু: ১৯০৪

একোল পলিটেক্নিক-এ শিক্ষালাভের পর তিনি ১৯০১ সালে ল্যান্থানাইড্স্ জাতীয় ইউরোপিয়াম অক্সাইডের একটি মৌল আবিষ্কার করেছিলেন যা ইউরোপিয়াম নামে পরিচিত। ১৮৯৬ সালে তিনি মৌলটিকে প্রকৃতি নির্ণায়ক যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং একইভাবে পরে রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন।

ইউগেন মেলসোর পেলিগট

Eugene Melchior Peligot

জন্ম : ১৮১১ মৃত্যু : ১৮৯০

তিনিই প্রথমে বন্ধ প্ল্যাটিনাম মুচিতে পটাসিয়াম ও অনার্দ্র ক্লোরাইড উত্তপ্ত করে ধাতব ইউরেনিয়াম প্রস্তুত করতে সফল হয়েছিলেন, তবে পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। অত্যন্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও তিনি দু'মাসের মধ্যে রসায়নশাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন।

ইলহার্ট মিত্‌চারলিচ

Eilhartt Mitscherlich

জন্ম : ১৭৯৪ মৃত্যু : ১৮৬৩

তিনি তাপমাত্রার পরিবর্তনে আলোক-অক্ষের বিনতি কোণের, দ্বি-অক্ষীয় কেলাসের পরিবর্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা করেছিলেন। ১৮১৯ সালে ইনি "আইসোমরফিজম্" আবিষ্কার করেছিলেন। তিনিই প্রথমে অনুঘটক সম্বন্ধে ধারণা ব্যক্ত করেন যাকে তিনি বলেছিলেন "সংস্পর্শ ক্রিয়া"।

স্যার উইলিয়ম ডি উইভলেস্‌লী অ্যাবনে :

Sir Willsam de Wivlesly Abne

জন্ম : ২৪শে জুলাই, ১৮৪৩ মৃত্যু : ৩রা ডিসেম্বর, ১৯২০

তিনি এক সময় রয়্যাল অ্যাসট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। আলোকচিত্র-বিদ্যা বিষয়ক রসায়নশাস্ত্রে তিনি গবেষণা করে রঙিন চিত্রের প্রচলনের পথ সুগম করেন। ১৮৮০ সালে তিনি ইনফ্রারেড্ সৌর বর্ণচ্ছটার মাধ্যমে ১১000A° একক দূরত্ব বিশিষ্ট আলোকচিত্র আলোকিত করার পথ আবিষ্কার করেন।

উইলিয়ম গ্রেগর

William Gregor

জন্ম : ১৭৬১ মৃত্যু : ১৮১৭

তিনি ব্রিস্টল ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভের পর কিছুদিন মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি বালি জাতীয় "ইল্‌মেনাইট" আবিষ্কার করে প্রচুর খ্যাতি পেয়েছিলেন। টাইটেনিয়াম তিনি আবিষ্কার করলেও তা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল না। সবাই তা ভুলে গিয়েছিল।

উইলিয়ম হেনরি

William Henry

জন্ম : ১৭৭৫ মৃত্যু : ১৮৩৬

প্রথমে এডিনবার্গে ঔষধশাস্ত্র পড়াশুনার পর তিনি রসায়নশাস্ত্রে মন দেন এবং ১৮০৯ সালে কোপলে মেডেল লাভ করেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, "যে পরিমাণ গ্যাস তরল পদার্থ দ্বারা শোষিত হয় তা ওর চাপের সমান এবং এই সূত্রটি তাঁর নাম অনুসারেই সর্বজনবিদিত।

উইলিয়ম হেনরি পার্কিন

William Henry Perkin

জন্ম : ১৮৬০ মৃত্যু : ১৯২৯

বিজ্ঞানে রয়্যাল কলেজে শিক্ষালাভের পর ইনি ১৯১২ সালে অক্সফোর্ডে অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন জৈব যৌগ যথা অ্যালকলিয়েডস্, টারপিন ও কপূরের সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা করে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

স্যার উইলিয়ম র‍্যামসে

Sir William Ramsay

জন্ম : ১৮৫২ মৃত্যু : ১৯১৬

ইনি ১৯০২ সালে নাইট উপাধি ও ১৯০৪ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। বর্ণালী বিশ্লেষণ করে ইউরেনিয়াম থেকে হিলিয়াম আবিষ্কার করেন এবং লর্ড র‍্যালের সঙ্গে একত্রে ১৮৯৪ সালে আর্গন আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে ট্র্যাভারের সঙ্গে তিনি নিয়ন, ক্রিপটন ও জেনন আবিষ্কার করেছিলেন।

উইলহেলম অস্টওয়াল্ড

Wilhelm Ostwald

জন্ম : ১৮৫৩ মৃত্যু : ১৯৩২

পড়াশোনা শেষ করে তিনি লিপিগে (১৮৮৭—১৯০৬) অধ্যাপনা করেছিলেন এবং ১৯০৯ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর নামে প্রচলিত

এবং আবিষ্কৃত তরলীভবন সূত্রটিতে তরলীভবন ও আণবিক পরিবাহিতার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনের ফলে উৎপন্ন অ্যামোনিয়ার অনুঘটন-ঘটিত জারন—ক্রিয়া শিল্পে প্রচুর গুরুত্ব বহন করে। তড়িৎ রসায়নে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

এডওয়ার্ড বুচ্‌রার

Edward Buchrrur

জন্ম : ২০শে মে, ১৮৬০ মৃত্যু : ২৪শে আগস্ট, ১৯১৭

কোহল সন্ধান সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি ১৯০৭ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি দেখান যে এনজাইমের উপস্থিতিতে এই বিক্রিয়াটি ঘটে।

এডওয়ার্ড গুড্‌রিচ অ্যাচেসন

Edward Goodrich Acheson

জন্ম : ৯ই মার্চ, ১৮৫৬ মৃত্যু : ৬ই জুলাই, ১৯৩১

তিনি এডিসনের অধীনে কাজ করেন। সিলিকন কার্বাইড ও গ্রাফাইট উৎপন্ন করার জন্য এক নতুন ধরনের বৈদ্যুতিক চুল্লী তৈরী করেন। তিনি গ্রাফাইটের কলয়েডীয় বিস্তার, পিচ্ছিলকারী পদার্থ, অ্যাকোয়াডাগ ইত্যাদি প্রকাশ করেছিলেন।

এডওয়ার্ড চার্লস সিরিল ব্যালি

Edward Charles Cyril Baly

জন্ম : ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১ মৃত্যু : ৩রা জানুয়ারী, ১৯৪৮

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর তিনি লিভারপুল-এ অজৈব রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি আলোকের উপস্থিতিতে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে জল কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া ও এই ধরনের অন্যান্য যৌগের মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন জৈব পদার্থ ও ছোট ছোট চিনির দানা নিষ্কাশিত হয়।

এমিল হারম্যান ফিসার

Emil Hermann Fischer

জন্ম : ১৮৫২ মৃত্যু : ১৯১৯

১৯০২ সালে তিনি রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত জৈব রসায়নবিদদের মধ্যে অন্যতম এবং ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ,

ইউরিক অ্যাসিড, ভেরোনাল, হাইড্রাডিন, পিউরিন,. রোসাপিলিন ইত্যাদির বিশ্লেষক। কেকুলের অধীনে প্রথমে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

স্যার এডওয়ার্ড ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড

Sir Edward Frankland

জন্ম : ১৮২৫ মৃত্যু : ১৮৯৯

বুনসেন ও প্লেফেয়ারের অধীনে শিক্ষালাভের পর ১৮৫১ সালে ইনি ম্যাঞ্চেস্টারে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি কোপলে মেডেল লাভ করেন। যোজ্যতা সম্বন্ধে তিনি একটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং আধুনিক গঠনমূলক সূত্র সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। ১৮৬৮ সালে তিনি সৌরমণ্ডলে হিলিয়াম আবিষ্কার করেন।

স্যার ওয়াল্টার নর্ম্যান হাওয়ার্থ

Sir Walter Norman Howarth

জন্ম : ১৮৮৩ মৃত্যু : ১৯৫০।

১৯৩৩ সালে ক্যারের সঙ্গে একত্রে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ভিটামিন 'C' আবিষ্কার করে এবং কার্বোহাইড্রেট বিশ্লেষণের জন্য। গ্যাসীয় ব্যাপন সম্বন্ধে তিনি সরাসরি গবেষণা করেছিলেন ইউরেনিয়ামের সমস্থানিকগুলি আলাদা করার জন্য। ১৯৪৭ সালে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন এবং সেই সময় বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন।

ওয়ালেস হিউম ক্যারোথার্স

Walace Hume Carothers

জন্ম : ১৮৯৬ মৃত্যু : ১৯৩৭

তিন নাইলনের আবিষ্কর্তা হিসাবে খ্যাত। প্লাস্টিক সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই জিনিসটি প্রকৃতপক্ষে সুপার পলি অ্যামাইডের সিন্থেটিক উন্নতমান।

ক্লড লুইস কেম্তে বার্থোলেট

Claude Leuis Cemte Berthollet

জন্ম : ৯ই ডিসেম্বর, ১৭৪৮ মৃত্যু : ৬ই নভেম্বর, ১৮২২

তুরিনে শিক্ষালাভের পর ইনি ল্যাভয়সীয়রের সংস্পর্শে আসেন ও প্যারিসের অ্যাকাডেমি অফ্ সায়েন্সে অধ্যাপনার কাজ পান। ১৭৯৫ সালে

তিনি অ্যামোনিয়ার বিশ্লেষণের জন্য বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং ক্লোরিনের ব্লিচিং—ক্রিয়া আবিষ্কার করে বিজ্ঞান জগতে সাড়া জাগিয়ে তোলেন।

কার্ল বস্
Karl Bosch
জন্ম—২৭শে আগস্ট, ১৮৭৪ মৃত্যু—২৭শে এপ্রিল, ১৯৪০

১৯৩১ সালে বার্জিয়াসের সঙ্গে একত্রে তিনি উচ্চ চাপে রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর গবেষণা ও উন্নতির কাজে সাফল্য অর্জন করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর প্রণালী অনুসারে জলীয় বাষ্প থেকে ৫০০°C উষ্ণতায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন করা সম্ভব হয়।

ক্লড অগাস্টে ল্যামি
Claude Auguste Lamy
জন্ম: ১৮২০ মৃত্যু—১৮৭৮

প্যারিসে শিক্ষালাভের পর ইনি লিলিতে পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৮৬২ সালে ক্রুক্স্-এর সঙ্গে একত্রে থ্যালিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন তার লবণগুলি নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইনি প্যারিসে রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনা করেন।

কার্ল ক্লস
Karl Klaus
জন্ম: ১৭৯৬ মৃত্যু—১৮৬৪

ডরপ্যাটে শিক্ষালাভ করে তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসী ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি রুথেনিয়াম আবিষ্কার করেন এবং প্ল্যাটিনামের অবশিষ্ট ধাতুগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন।

কার্ল লোইগ

Karl Lowig

জন্ম : ১৮০৩ মৃত্যু : ১৮৯০

মেলিনের অধীনে শিক্ষালাভের পর তিনি রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮২৫ সালে তিনি ব্রোমিনের সামান্য অংশ তৈরী করেছিলেন, কিন্তু তার বেশী অংশ নিয়ে সম্পূর্ণ পরীক্ষা করার আগেই তাঁর এই নতুন মৌলটি আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হয় এবং তিনি সেই মৌল আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

কার্ল গুস্তাভ মসাঁদার

Carl Gustav Mossander

জন্ম : ১৭৯৭ মৃত্যু : ১৮৫৮

তিনি বার্জিলিয়াসের সহকারী ও বন্ধু ছিলেন। ১৮৩৯, ১৮৪২ ও ১৮৪৩ সালে যথাক্রমে ল্যান্থানাম এবং ডিডাইমিয়াম আবিষ্কার করেন নিওডিমিয়াম ও প্রাসিও-ডাইমিয়াম-এর যৌগ হিসাবে।

কার্ল উইলহেম সিলি

Karl Wilhelm scheele

জন্ম : ১৭৪২ মৃত্যু : ১৭৮৬

ইনি বহু রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭৭৪ ও ১৭৭৯ সালে যথাক্রমে তিনি ক্লোরিন ও গ্লিসারিন আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড যথা ইউরিক, অক্সালিক, ল্যাক্টিক, টার্টারিক ইত্যাদি বিশ্লেষণ এবং অস্থিচূর্ণ থেকে ফসফরাস ও আলোকের ক্রিয়ায় সিলভার সল্ট উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গার্ডনার কুইন্সি কল্টন

Gardner Quincy Colton

জন্ম : ১৮১৪ মৃত্যু : ১৮৯৮

১৮৪৪ সালে তিনিই প্রথম লাফিং গ্যাস বা নাইট্রাস অক্সাইড-এর ক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি খাড়া করেন এবং দাঁত তোলার কাজে এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ১৮৬৯ সালে তিনি এই গ্যাসকে চেতনানাশক হিসাবে প্রমাণ করেন।

গোউডো বডল্যান্ডার

Goudo Bodlander

জন্ম : ১৮৫৫ মৃত্যু : ১৯০৪

রসায়নশাস্ত্রে কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর তিনি কঠিন দ্রবণ ও মিশ্র কেলাসের আলোকধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করতে থাকেন। এছাড়াও সাদৃশ্য অনুযায়ী তড়িৎ-চালক বল ও জটিল আয়ন সম্পর্কে তিনি ১৯০২ সালে গবেষণা করেছিলেন।

গিলবার্ট নিউটন লিড্উইস

Gilbert Newton Ledwis

জন্ম—১৮৭৫ মৃত্যু—১৯৪৬

তিনি পূর্ব পরিচিত একটি পারমাণবিক সূত্রের কিছুটা উন্নতি বিধান করেন যা তাঁর নামেই বর্তমানে বিদিত। যোজ্যতার অন্তর্ভুক্ত তড়িৎযোজী বন্ধন ও ফোটন সম্পর্কে একটি সূত্র তিনি প্রস্তুত করেছিলেন এবং তাপগতি-বিদ্যা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন।

গীবার

Giber

জন্ম—৭২১ মৃত্যু—৮১৩ (?)

তিনিই প্রথম নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত, ধাতুর বিশুদ্ধিকরণ, পরিস্কৃত-করণ সম্বন্ধে নীতিগত প্রস্তুত প্রণালী ব্যাখ্যা করেন। তাঁর অনেক গবেষণা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিমতের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই রসায়নশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে কতগুলি বই তাঁর নামে লেখা হলেও এখনও সন্দেহজনক বলে মনে হয়।

চার্লস ফ্রান্সিস দু ফে

Charles Franceis Du Fay

জন্ম—১৭৮৫ মৃত্যু—১৮৩৮

তিনি প্রথমে প্যারিসে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৮১৩ সালে বিস্ফোরক জাতীয় "নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড" আবিষ্কার করেন। তিনি পারমাণবিক তাপ সম্পর্কিত স্থিরানুপাত সূত্রটি ১৮১৯ সালে প্রবর্তন করেন। ১৮১৫ সালে তিনি একটি সূত্রের উল্লেখ করেন যাতে হাইড্রোজেনের যৌগগুলিকে ধাতুর পরিবর্তে প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল।

চার্লস হ্যাচেট

Charles Hatchett

জন্ম—১৭৬৫ মৃত্যু—১৮৪৭

১৮০১ সালে খনিজ আকরিক কলাম্বিয়াম থেকে তিনি "কলাম্বিয়া" আবিষ্কার করলেও ওটা পৃথক করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

প্রকৃত ধাতুটি ব্রিটিশ যাদুঘরে বহুদিন রাখা ছিল।

চার্লস ফ্রেডরিক ক্রস

Charles Friedrich Cross

জন্ম—১৮৫৫ মৃত্যু—১৯৩৫

লন্ডন, জুরিক ও ম্যাঞ্চেস্টারে শিক্ষালাভের পর ১৯১৭ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। তিনি আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কার করে কৃত্রিম সিল্ক উৎপন্ন করেছিলেন—বেভানের সঙ্গে যুগ্মভাবে।

চার্লস ফ্রিডেল

Charles Friedel

জন্ম—১৮৩২ মৃত্যু—১৮৯৯

তিনি কৃত্রিম হীরক উৎপাদন, কিটোন, অ্যালডিহাইড ও কেলাসের পাইরো ইলেকট্রিক পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। ক্রাফটের সঙ্গে একত্রে তিনি অনুরূপ যৌগের বিশ্লেষণ বিষয়ে একটি সমীকরণ প্রবর্তন করেছিলেন যা "ফ্রিডেল ক্রফট" সমীকরণ নামে পরিচিত।

জোহান উলফগাং ডোবারনীয়ার

Johann Wolfgang Doberenier

জন্ম—১৭৮০ মৃত্যু—১৮৪৯

জেনাতে ১৮১০ সালে অধ্যাপনা শুরু করার পর ১৮২৯ সালে তিনিই প্রথম "পর্যায় সূত্র" সম্পর্কে বিবৃতি প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি প্ল্যাটিনামের অনুঘটক সম্পর্কিত ক্রিয়ার দ্বারা একটি ক্ষণিক জ্বলন্ত বাতি প্রস্তুত করেছিলেন, যা তাঁর নামেই উৎসর্গীকৃত।

জিন ব্যাপটিস্ট আন্দ্রে ডুমাস

Jean Baptiste Andre Dumas

জন্ম—১৮০০, প্যারিস মৃত্যু—১৮৮৪

প্যারিসে ১৮৩২—১৮৬৮ পর্যন্ত তিনি রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনা করেন এবং জৈব রসায়ন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার পর ১৮৩৪ সালে মিথাইল অ্যালকোহল সনাক্ত করেছিলেন। জলের বিয়োজন ও বাষ্পীয় ঘনত্ব সম্বন্ধেও তিনি প্রচুর গবেষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি দেশের শিক্ষামন্ত্রীর পদ লাভ করেছিলেন।

জেমস্ মার্শ

James Marsh

জন্ম—১৭৯৪ মৃত্যু—১৮৪৬

তিনি আর্সেনিক তৈরী করার একটি বিশেষ পরীক্ষা ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছিলেন যা তাঁর নামেই পরিচিত। দস্তা ও সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় আর্সেনিক, আর্সিনে বিজারিত হয় এবং একটি উত্তপ্ত কাচনলে বিয়োজিত হয়, যা থেকে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রাব্য পাওয়া যায়।

জুলিয়াস লোথার মেয়ার

Julius Lothar Meyer

জন্ম—১৮৩০ মৃত্যু—১৮৯৫

ঔষধ ও রসায়নশাস্ত্র শিক্ষালাভ করে তিনি রসায়নেই অধ্যাপনা শুরু করেন। মেণ্ডেলীফের সঙ্গে একত্রে তিনি পর্যায়-সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং ১৮৭০ সালে দেখিয়েছিলেন যে পারমাণবিক আয়তন পারমাণবিক গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল। তিনি কতকগুলি মৌলের পর্যায়ক্রম প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন লেখচিত্রের সাহায্যে।

জোসেফ লুইস গে-লুসাক

Joseph Louis ge-Lussac

জন্ম—১৭৭৮ মৃত্যু—১৮৫০

প্যারিসে শিক্ষালাভের পর ইনি একোল পলিটেকনিকে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮০২ সালে তিনি তাপ প্রয়োগে গ্যাসের প্রসারণ সম্বন্ধে একটি সূত্র

আবিষ্কার করেন। ক্ষার সম্বন্ধে গবেষণা করে তাতে তিনি হাইড্রোজেনের উপস্থিতি প্রমাণ করেন এবং সোডিয়াম ও পটাসিয়াম পার-অক্সাইড আবিষ্কার করেন। এছাড়াও প্রুসিক অ্যাসিড, জলের বিয়োজন, কোহল সন্ধান ও ১৮০৯ সালে গ্যাসের সংযুক্ত আয়তন সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করেছিলেন এবং শেষোক্ত সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন।

জন হল গ্লাডস্টোন

John Hall Gladstone

জন্ম—১৮২৭ মৃত্যু—১৯০২

লন্ডন ও গীসেন-এ শিক্ষালাভের পর তিনি ১৮৭৪ সালে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপনা শুরু করেন রসায়নশাস্ত্র বিষয়ে। তিনি প্রতিসরণের সূত্র আবিষ্কার করে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

জন আলেকজান্ডার রিনা নিউল্যান্ড

John Alexander Reina Newland

জন্ম—১৮৩৮ মৃত্যু – ১৮৯৮

হফম্যানের অধীনে শিক্ষালাভ করে তিনি ভিক্টোরিয়া ডক্-এ রাসায়নিকদের কাজ পেয়েছিলেন। ১৮৬৪ সালে তিনি প্রথম পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী মৌলগুলি সাজান এবং "অষ্টক সূত্র" আবিষ্কার করেন। এটা পর্যায় সূত্র সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা পোষণ করতে প্রেরণা জোগায়। ১৮৮৭ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটিতে ডেভি মেডেল পেয়েছিলেন।

জোহান উইলহেলম হিট্রফ

Johann Wilhelm Hittrof

জন্ম—১৮২৪ মৃত্যু—১৯১৪

তিনি তড়িৎ বিশ্লেষণ ও লবণের প্রস্তুতি বিষয়ে প্রথম পড়াশুনায় মন দিয়েছিলেন এবং পরে তাঁর আবিষ্কৃত একটি নলের সাহায্যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ক্ষেত্রে তড়িৎ বর্ষণ ও ক্যাথোড রশ্মির উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়া সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছিলেন। তিনি তড়িৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আয়ন বিচ্যুত হওয়ার বিষয়ে একটি বইও লিখেছিলেন।

জোহান গাডোলিন

Johann Gadolin

জন্ম—১৭৬০ মৃত্যু—১৮৫২

আপসালাতে শিক্ষালাভের পর তিনি সেখানেই অধ্যাপনা শুরু করেন। খনিজ আকরিক থেকে ইট্রিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন যা পরে "গাবোলিনাইট" নামকরণ করা হয়। এইভাবে পরে তিনি বহু এই জাতীয় মৌলের অক্সাইড আবিষ্কার করেন যা ল্যান্থানাইড নামে পরিচিত।

জুটাস বারেণ ভন লিবিগ

Jutus Baren Von liebig

জন্ম—১৮০৩ মৃত্যু—১৮৭৩

জৈব রসায়ন, বিশেষ করে জৈব বিশ্লেষণে তাঁর দান অনস্বীকার্য। তিনি প্রথম খাদ্যকে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট এই তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। ১৮৩২ সালে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে মাংস থেকে ল্যাক্টিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়ে নির্গত হতে থাকে। তিনি বহু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন এবং এদের মধ্যে একটি খুব পরিচিত বাষ্প ঘন করার পাত্র আবিষ্কার। তিনি ১৮৩১ সালে ক্লোরিন, অ্যালকোহল ও কস্টিক সোডা উৎপন্ন করেছিলেন।

জিন চার্লস গেইলসার্ড দি ম্যারিগনাক

Jean Charles Gailssard de Marignac

জন্ম—১৮১৭ মৃত্যু—১৮৯৪

প্রথমে প্যারিসে ও পরে লিবিগের অধীনে গিসেনে শিক্ষালাভের পর ইনি রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি ল্যান্থা নামের পরবর্তী মৌলগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ১৮৭৮ ও ১৮৮০ সালে যথাক্রমে তিনি ইটারবিয়াম ও গারোলিনিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি কতগুলি মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে প্রাউটের সূত্রানুযায়ী পরমাণু বিভিন্ন ভরবিশিষ্ট হতে পারে।

জন কিড্

John Kidd

জন্ম—১৭৭৫ মৃত্যু—১৮৫১

অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভের পর ১৮০৩ সালে তিনি অক্সফোর্ডে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভ্য ছিলেন এবং ১৮১৯ সালে আলকাতরা থেকে ন্যাপথালীন আবিষ্কার করেছিলেন।

জর্জ ব্রেডিং

George Breding

জন্ম—১লা অক্টোবর ১৭৬৮ মৃত্যু—১৮৪৪

তিনি প্রথম বিভিন্ন উৎস থেকে সীসা নিয়ে তার সঠিক পারমাণবিক গুরুত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি কলয়ডীয় প্লাটিনামের সাহায্যে অনুঘটক সম্বন্ধীয় বিক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং এই বিষয়ে কলয়েড তৈরীর জন্য একটি নতুন পদ্ধতি "তড়িৎ বিয়োজন" প্রবর্তন করেন।

জন ডালটন

John Dalton

জন্ম—৬ই সেপ্টেম্বর ১৭৬৬ মৃত্যু—২৭শে জুলাই ১৮৪৪

নিউটনের লেখা সম্বন্ধে পড়াশুনা করে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে অবহিত হবার চেষ্টা করেন। তিনি গ্যাসীয় মৌলের পারমাণবিক সূত্র আবিষ্কার করেন। ১৮০১ সালে তিনি প্রমাণ করেন উচ্চচাপে ও নিম্ন তাপমাত্রায় সব গ্যাস তরলে পরিণত হতে পারে এবং ১৮২৩ সালে প্রথম গ্যাস তরলে পরিণত হয়।

জোহান আগাষ্ট আর্ফওয়েডসন

Johan August Arfwedson

জন্ম—১৭৯২ মৃত্যু—১৮৪১

ইনি প্রথমে ষ্টকহোম "রয়্যাল বিউর অব মাইস"-এ সম্পাদক ছিলেন। ১৮১৭ সালে বার্জেলিয়াসের ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেকরতে তিনি লিথিয়ামের কিছু যোগ আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি ধাতুগুলি আলাদা

করার কাজে অক্ষম ছিলেন যেগুলি ভল্ট সম্বন্ধীয় যন্ত্রে গোলযোগ সৃষ্টি করে।

জন ফ্রেডরিক উইলহেল্‌ম অ্যাডল্‌ফ ভন বেয়ার

John Friedrich Wilhelm Adolf Von Baeyer

জন্ম – ৩১শে অক্টোবর, ১৮৭৫, মৃত্যু—৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৭

হিদেমবার্গ-এ কেকুলে ও বুনসেনের অধীনে শিক্ষালাভের পর ১৮৭৬ সালে তিনি মিউনিকে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৮৮১ সালে নীল সম্বন্ধে গবেষণা করে খ্যাতি লাভ করেন ও ডেভি মেডেল অর্জন করেন। ১৯০৫ সালে তিনি সিন্থেটিক কেমিস্ট্রিতে, ইউরিক অ্যাসিডের যৌগের সম্বন্ধে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

জর্জ বার্গার

George Barger

জন্ম—১৮৭৮, ম্যাঞ্চেস্টার মৃত্যু—৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৯

বাবা ছিলেন ডাচ্ ও মা ছিলেন ইংরেজ। ইনি হল্যান্ড ও লন্ডনের কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভের পর গ্লাসগোতে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। হ্যাবিংটনের সাথে যুগ্মভাবে থাইরক্সিন বিশ্লেষণের কাজে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান।

জন রুডল্‌ফ গ্লবার

John Rudolf Glauber

জন্ম—১৬০৪ মৃত্যু – ১৬৬৮

তিনিই প্রথম অ্যাসিডের ক্রিয়ায় প্রস্তুত বিভিন্ন জারণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ব্যক্ত করেন এবং সোডিয়াম সালফেট যা 'গ্লবার সল্ট' নামে পরিচিত তা আবিষ্কার করেছিলেন এবং রাসায়নিক হিসাবে তিনি কতগুলি অদ্ভুত অধঃক্ষেপ লক্ষ্য করেছিলেন। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আবিষ্কার করে তিনি প্রচুর সম্মান লাভ করেছিলেন।

জনস্ জ্যাকব ব্যারন বার্জেলিয়াস

Jons Jakab Baron Berzelius

জন্ম—১৭৭৯, আগস্ট মৃত্যু—৭ই আগস্ট, ১৮৪৮

স্টকহোমে কিছুদিন ফার্মেসী ও ঔষধ বিষয়ে অধ্যাপনার পর সেখানেই নিউ মেডিক্যাল ইন্স্টিটিউট-এ রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি থোরিয়াম, সেলেনিয়াম, সিলিকন, বেরিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং আরও অনেক মৌল আবিষ্কার করেন এবং ফ্লোরিক অ্যাসিডের বিভিন্ন যৌগ সম্বন্ধে গবেষণার পর ১৮২৫ সালে "হ্যালোজেন" নামকরণ করেন। রাসায়নিক যৌগগুলির নামকরণ ও শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে তিনি প্রথম আলোকপাত করেন। রসায়নের উন্নতির জন্য তিনি একটি তড়িৎ রাসায়নিক সূত্র আবিষ্কার করেন।

স্যার জেমস্ ডিওয়ার

Sir James Dewar

জন্ম—১৮৪২ মৃত্যু—১৯২৩

রয়্যাল ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা শুরু করবার পর তিনি পদার্থের ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করে রামফোর্ড মেডেল লাভ করেন। বিজ্ঞানী অ্যাবেলের সঙ্গে তিনি বাজইট আবিষ্কার করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে প্রথম হাইড্রোজেনের প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করে তরলে পরিণত করতে সমর্থ হন।

জার্মেইন হেনরি হেস

Germein Henry Hess

জন্ম—১৮০২ মৃত্যু—১৮৫০

পিটস্বার্গে ইনি অধ্যাপনাকালে ১৮৪০ সালে একটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বলেন "কোন বিক্রিয়ায় তাপের পরিমাণ ধ্রুবক এবং বিক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল নয়" যা পরবর্তীকালে শক্তির

প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

জোহান উইলহেম্ হিট্রফ

Johann Wilhelm Hittrof

জন্ম—১৮২৪ মৃত্যু—১৯১৪

তিনি তড়িৎ-বিশ্লেষণ ও লবণের প্রস্তুতি বিষয়ে প্রথম পড়াশুনায় মন দিয়েছিলেন এবং পরে তাঁর আবিষ্কৃত একটি নলের সাহায্যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ক্ষেত্রে তড়িৎ বর্ষণ ও ক্যাথোড রশ্মির উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়া সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি তড়িৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আয়ন বিচ্যুত হওয়ার বিষয়ে একটি বইও লিখেছিলেন।

টমাস পেলহাম ডেল

Tomas Pelham Dale

জন্ম—১৮২১ লন্ডন, মৃত্যু—১৯শে এপ্রিল, ১৮৯২

তিনি গ্ল্যাডস্টোনের সঙ্গে তরলের আপেক্ষিক ও আণবিক প্রতিসরণ ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং একটি সূত্র স্থাপন করেছিলেন।

থমাস অ্যান্ডারসন

Thomas Anderson

জন্ম—১৮১৯ মৃত্যু—২রা নভেম্বর ১৮৭৪

এডিনবার্গে চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়নের পর তিনি স্টকহোমে রসায়ন নিয়ে পড়াশুনা করে গ্লাসগোতে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পিরিডিনের আবিষ্কর্তা হিসাবে তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কৃষিজ-রসায়ন বিষয় সম্বন্ধেও তিনি প্রচুর গবেষণা করেছিলেন।

থমাস ক্লার্ক

Thomas clark

জন্ম—৩১শে মার্চ, ১৮০১ মৃত্যু—২৭শে নভেম্বর, ১৮৬৭

তিনি গ্লাসগোতে কিছুদিন রসায়নের লেকচারার থাকার পর ১৮৩৩ সালে অ্যাবারডীন-এ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। জল পরিশোধন বিষয়ে তাঁর

বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং জল লঘু করার জন্য তিনিই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের ব্যবহার উদ্ভাবন করেন।

থমাস গ্রাহাম

Thomas Graham

জন্ম—১৮০৫ মৃত্যু—১৮৬৯

গ্লাসগোতে টমসনের অধীনে শিক্ষালাভের পর তিনি ১৮৩৭ সালে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি একটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন যেখানে "স্থির চাপ ও তাপমাত্রায় গ্যাসসমূহের ব্যাপন হার তাদের ঘনত্বের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক" বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি এছাড়া একটি কম্পেনসেটেড দোলক, কলয়েডসমূহের ধর্ম ও ডায়ালিসিস পদ্ধতিতে কলয়েড পৃথকীকরণ প্রভৃতি আবিষ্কার করেছিলেন।

ডিমিট্রি ইভানোভিচ মেন্ডেলীফ

Dimitri Ivanovitch Mendeylehff

জন্ম—১৮৩৪ মৃত্যু—১৮৯৭

ছোটবেলায় অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি পিটস্‌বার্গ কলেজে শিক্ষকদের ট্রেনিং-এ প্রবেশ করতে সফল হয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালে তিনি পর্যায়-সূত্র আবিষ্কার করে তা মেয়ারের সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত করেছিলেন। গ্যালিয়াম, স্ক্যান্ডিয়াম এবং জার্মেনিয়াম নামক তিনটি মৌল সম্বন্ধে পর্যায় সারণীতে তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী পরবর্তীকালে বড় সাফল্য এনে দিয়েছিল।

ড্যানিয়েল রাদারফোর্ড

Daniel Ruthurford

জন্ম—১৭৪৯ মৃত্যু—১৮১৯

১৭৮৬ সালে ইনি উদ্ভিদ-বিদ্যায় অধ্যাপনা শুরু করলেও নাইট্রোজেন আবিষ্কার করেছিলেন। এছাড়াও তিনি একটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন থার্মোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন। তিনিই প্রথম নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য নির্দেশ করতে সমর্থ হন।

থিওদোর কার্টিয়াস

Theodor Curtius

জন্ম—১৮৫৭ মৃত্যু—১৯২৮

তিনি হিদেলবার্গ-এ রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮৭ সালে হাইড্রোজেন ও অন্যান্য জৈব যৌগ আবিষ্কার করে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশ্লেষক রসায়নেও তিনি অনেক গবেষণা করেছিলেন।

নিকোলাস লেব্লাঙ্ক

Nicolas Leblanc

জন্ম—১৭৪২ মৃত্যু—১৮০৬

প্রথমে ঔষধশাস্ত্রে শিক্ষালাভের পর তিনি রসায়নশাস্ত্রের দিকেই পরে আগ্রহ দেখান। ১৭৯৮ সালে সাধারণ লবণ থেকে সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত করার জন্য একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন যা তাঁর নাম অনুসারে লেব্লাঙ্ক পদ্ধতি নামে পরিচিত।

পেরী লুইস ডুলং

Pierrie Lauis Daullong

জন্ম—১৭৮৫ মৃত্যু—১৮৩৮

তিনি প্রথমে প্যারিসে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৮১৩ সালে বিস্ফোরক জাতীয় "নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড" আবিষ্কার করেন। তিনি পারমাণবিক তাপ সম্পর্কিত স্থিরানুপাত সূত্রটি ১৮১৯ সালে প্রবর্তন করেন। ১৮১৫ সালে তিনি একটি সূত্রের উল্লেখ করেন যাতে হাইড্রোজেনের যৌগগুলিকে ধাতুর পরিবর্তে প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল।

পেন থিয়োডোর ক্লিভ

Pen Theodor Cleve

জন্ম—১৮৪০ মৃত্যু—১৯০৫

প্যারিসে শিক্ষালাভের পর তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি থুলিয়াম ও কোলমিয়াম মৌল দুটি আবিষ্কার করেন। জীববিজ্ঞানেও তিনি উৎসুক ছিলেন এবং উত্তর সমুদ্রে প্লাংকটন সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশুনা করেছিলেন।

পল কিটার্বেল

Paul Kitarbel

জন্ম—১৭৫৭ মৃত্যু—১৮১৭

বুডাতে রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে তিনি ১৭৮১ সালে মুলারের সঙ্গে একত্রে টেবুরিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরে এর প্রকৃত আবিষ্কর্তা কে তা নিয়ে বাগ-বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা উভয় বিষয়েই অধ্যাপনা করেছিলেন।

পেরী যোসেফ ম্যাকুয়ের

Pierrie Joseph Macquer

জন্ম—১৭১৮ মৃত্যু—১৭৮৪

১৭৬৬ সালে তিনি একটি রাসায়নিক অভিধান লিখেছিলেন এবং প্রথম রাসায়নিক রূপে প্ল্যাটিনাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনিই সোডিয়াম ও পটাসিয়াম আর্সেণ্ট আবিষ্কার করেছিলেন।

ফ্রেডরিক অগস্টা কেকুলে ভন স্ট্র্যাডোনীজ

Friedrich Augusta Kekule Van stradonitz

জন্ম: ১৮২৯ মৃত্যু: ১৮৯৬

তিনি যোজ্যতা ও জৈব অণু সম্বন্ধে গবেষণা করে প্রচুর সম্মান পেয়েছিলেন এবং ১৮৬৪ সালে অ্যাসিটিলিন বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি কার্বনের যোজ্যতাও আবিষ্কার করেছিলেন ১৮৬৫ সালে ব্যক্ত বেঞ্জিনের বলয় ঘটিত গঠনমূলক আকার আধুনিক জৈব রসায়নের প্রধান অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

স্যার ফ্রেডরিক অগাস্টাস অ্যাবেল

Sir Fredrick Augustus Abel

জন্ম: ২৪শে জুলাই ১৮৪৩ মৃত্যু: ৩রা ডিসেম্বর ১৯২০

১৮৫১ সালে তিনি রয়্যাল মিলিটারী অ্যাকাডেমিতে রসায়নের অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। ইস্পাত প্রস্তুত বিষয়ে তিনি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। তিনি ধোঁয়-বিহীন পাউডার তৈরীর সহজ পদার্থ আবিষ্কার করেন এবং পেট্রোলিয়ামে ফ্ল্যাস পয়েন্ট স্থির করার জন্য অ্যাবেলটেণ্টার নামে একটি পরীক্ষামূলক যন্ত্র তৈরী করেন।

ফ্রাঁজ কার্ল অ্যাচার্ড

Franz Karl Achard

জন্ম ঃ ২৮শে এপ্রিল, ১৭৫৩ মৃত্যু ঃ ২০শে এপ্রিল, ১৮২১

তিনি চিনি নিষ্কাশনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং ১৮০১ সালে সিলেসিয়াতে প্রথম চিনি তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। ১৮৭৪ সালে তিনি প্রথম প্ল্যাটিনামের যৌগ তৈরী করেন।

ফ্রেডরিক বার্জিয়াস

Friedrich Bergius

জন্ম ঃ ১১ই অক্টোবর, ১৮৮৪ মৃত্যু ঃ ৩১শে মার্চ, ১৯৪৯

ব্রেসলড্ লিপিগ ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর তিনি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে উচ্চচাপ প্রয়োগ সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন। একটি বইও লেখেন। এই পদ্ধতিতেই উচ্চ চাপ প্রয়োগে হাইড্রোজেনের ক্রিয়ায় কয়লা-গুঁড়া থেকে তেল পাওয়া যায়। ১৯৩১ সালে কার্লবসের সঙ্গে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।

ফ্রান্সিস চ্যাবানিউ

Francies Chabeneau

জন্ম ঃ ১৭৫৪ মৃত্যু ঃ ১৮৪২

মাদ্রিদে রসায়নশাস্ত্র অধ্যাপনা করার সময় তিনি প্ল্যাটিনাম আবিষ্কার করার কাজে মন দেন এবং ১৭৯৩ সালে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। প্রথম জীবনে তিনি পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্কের অধ্যাপনা করেছিলেন।

ফ্রান্সিস অগাস্টে ভিক্টর গ্রিগনার্ড

Francies Auguste Victor Grignard

জন্ম ঃ ১৮৭১ মৃত্যু ঃ ১৯৩৫

সেরবার্গ ও পায়নস্-এ শিক্ষালাভের পর তিনি প্রথমে ন্যান্সিতে ও পরে লায়ন্সে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি ইথারের শুষ্ক ও ক্ষারীয় ব্রোমইড ও আয়োডাইড দ্রবণে শুষ্ক ম্যাগনেসিয়াম দ্রবীভূত করে জৈব ম্যাগনেসিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন যা গ্রিগনাড বিক্রিয়া নামে পরিচিত। ১৯১২ সালে তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

ফ্রিজ হ্যাবার

Fritz Haber

জন্ম : ১৮৬৮ মৃত্যু : ১৯৩৪

বার্লিন ও হিদেলবার্গে শিক্ষালাভের পর তিনি প্রথমে কালশ্রুহে ও পরে বার্লিনে অধ্যাপনা শুরু করেন। ৫০০°C উষ্ণতায় ও উচ্চ চাপে তিনি অ্যামোনিয়া বিশ্লেষিত করেছিলেন, যা তাঁর নাম অনুসারে হ্যাবার পদ্ধতি নামে পরিচিত। ১৯১৮ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ফার্দিনান্দ ফ্রেডরিক হেনরি ময়সাঁ

Ferdinand Friedrich Henry ময়সান

জন্ম : ১৮৫২ মৃত্যু : ১৯০৭

১৮৮৬ সালে তিনি প্রথম ক্লোরিন আলাদা করেছিলেন। ১৮৯২ সালে তিনি তড়িৎচুল্লী আবিষ্কার করেন এবং এর সাহায্যে ধাতব কার্বাইড, সিলিকন কার্বাইড এবং কৃত্রিম হীরা প্রস্তুত করেছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি রসায়ন-শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বার্নার্ড কোর্টিস

Bernard Courtis

জন্ম: ১৭৭৭ মৃত্যু : ১৮৩৮

দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েও ১৮১১ সালে তিনি আয়োডিন আবিষ্কার করে সরকারী পুরস্কার লাভ করেছিলেন। একটি মৌল হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর এর বেগুনী বর্ণের বাষ্পের জন্য নাম দেওয়া হয় আয়োড বা আয়োডিন। একই সময়ে গেলুসাক এটা আবিষ্কার করতে প্রকৃত তথ্য নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

ভিক্টর মেয়ার

Victor Meyer

জন্ম : ১৮৫৮ মৃত্যু : ১৮৯৭

বুনসেন ও বেয়ারের অধীনে শিক্ষালাভের পর তিনি রসায়নে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি থায়োফিন ও অক্সিম আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাদের সম্বন্ধে

গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর বিধিগুলি উচ্চতাপমাত্রায় ব্রোমিন ও আয়োডিন-এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল তাঁর আবিষ্কৃত বাষ্পীয় ঘনত্ব পদ্ধতিতে।

মার্সেলিন পিরী ইউগেন বার্থেলেট

Mercelline Pierre Eugene Berthelet

জন্ম ঃ ১৯শে অক্টোবর, ১৮২৭ মৃত্যু ঃ ১৮ই মার্চ, ১৯০৭

তিনি জৈব-রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। তাপীয় রসায়নে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি বলেছিলেন যে, প্রতিটি স্বতঃস্ফূর্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া তাপীয় বিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাষ্পী-ভবনের লীনতাপ নির্ণয় করার জন্য তিনি এক ধরনের যন্ত্র তৈরী করেছিলেন। এছাড়াও মিথেন, অ্যালকোহল, ফরমিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন এবং অন্যান্য জৈব-অজৈব যৌগ সম্বন্ধেও প্রচুর অনুসন্ধান করেছিলেন।

মাইকেল ইউগেন চেভ্রেল

Michel Eugene Chevrel

জন্ম ঃ ৩১শে আগস্ট, ১৭৮৬ মৃত্যু ঃ ৯ই এপ্রিল, ১৮৮৯

তিনি রসায়নের টেকনিক্যাল দিক নিয়ে বেশী জড়িত ছিলেন। রঙ নিয়ে তিনি প্রচুর কাজ করেছিলেন। তাঁকে আধুনিক জৈব রসায়ন শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনি নকল মাখন আবিষ্কার করেছিলেন এবং তেল, চর্বি এবং সাবানের আকৃতি-প্রকৃতি নিয়েও বহু গবেষণা করেছিলেন।

মার্টিন হেনরিক ক্যালপ্রথ

Martin Henrich Kalproth

জন্ম ঃ ১৭৪৩ মৃত্যু ঃ ১৮১৭

তিনিই ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রসায়নের অধ্যাপক। উন্নত মানের পদ্ধতিতে তিনি ১৭৯৮ সালে স্ট্রনসিয়াম ও টাইটেনিয়ামের বিভিন্ন যৌগ ও বক্রামিয়াম এবং ১৭৮৯ সালে ইউরেনিয়াম ও জারকোনিয়া এবং সিরিয়াম অক্সাইড আবিষ্কার করেছিলেন।

মাইকেল ফ্যারাডে

Michale Faraday

জন্ম ঃ ১৭৯১ মৃত্যু ঃ ১৮৬৭

প্রথমে তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ ও আপেক্ষিক ধারকত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি সুনাম অর্জন করেন। তিনিই প্রথম একটি মাধ্যম নির্দেশ করতে গিয়ে "ডাই ইলেকট্রিক" কথাটি ব্যবহার করেন। ১৮৩১ সালে তিনি চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে তড়িৎ পরিবাহী পদার্থের গতির তড়িৎচালক বল উৎপন্ন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি প্রথম অ্যানোড, ক্যাথোড, অ্যানায়ন, ক্যাটায়ন, ইলেকট্রোড কথাগুলি ব্যবহার করেন।

যোসিয়া পারসন্স কুক্

Josiah Parsons Cook

জন্ম ঃ ১৮২৭ মৃত্যু ঃ ১৮৯৪

হার্ভার্ডে শিক্ষালাভের পর সেখানেই তিনি ১৮৫০—১৮৯৪ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। পারমাণবিক গুরুত্ব সম্বন্ধীয় সূত্র যা পর্যায়-সারণীতে প্রভূত সুবিধা সৃষ্টি করেছিল এবং অ্যান্টিমনির পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

যোসেফ ব্ল্যাক

Joseph Black

জন্ম ঃ ১৭২৮ মৃত্যু ঃ ৬ই ডিসেম্বর ১৭৯৯

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর তিনি ১৭৬৬ সালে এডিনবার্গে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। ১৭৫৪ সালে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর লীন তাপ সম্বন্ধীয় সূত্র আবিষ্কার করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ক্ষার সম্বন্ধেও গবেষণা করে তিনি সম্মান অর্জন করেছিলেন।

যোসেফ বায়নামি ক্যাভেনটন

Joseph Bienaime Caventon

জন্ম ঃ ১৭৯৫ মৃত্যু ঃ ১৮৭৮

১৮১৭ সালে পেলটিয়ারের সাথে ইনি প্রথম জীববিজ্ঞানে "ক্লোরোফিল" কথাটি ব্যবহার করেন। তিনি কুইনিন, স্ট্রাইকনিন ব্রুসিন ও সিনকোনিন আবিষ্কার করেন। প্যারিসে তিনি অধ্যাপনার কাজ করতেন।

যোসেফ প্রিস্টলে

Joseph Priestley

জন্ম : ১৭৩৩ মৃত্যু : ১৮০৪

তড়িৎক্ষেত্রে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হলেও তিনি পরে রসায়নের দিকে ঝোঁক দেন এবং ১৭৭২ সালে 'সোডা-ওয়াটার' প্রস্তুত করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইড, হাইক্লোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি আবিষ্কার করলেও বিশ্বাস করতেন যে, সবুজ উদ্ভিদ দ্বারা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে অক্সিজেন উৎপন্ন করা যায়।

স্যার রবার্ট জন কান

Sir Robert John Kane

জন্ম : ১৮০৯ মৃত্যু : ১৮৯০

প্রথমে ওষুধশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করে তিনি ডুবলিনে ১৮০৪ সালে দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৩৩ সালে তিনি প্রস্তাব করেন যে ইথার, অ্যালকোহল ও সৈন্ধব-লবণে উৎপন্ন ইথার একত্রিত করলে ইথাইল (C_2H_5) পাওয়া যেতে পারে এবং ডুবলিনে তা বিজ্ঞানীদের সম্মতিক্রমে সাড়ম্বরে গৃহীত হয়েছিল।

রবার্ট হেয়ার

Robert Hare

জন্ম : ১৭৮১ মৃত্যু : ১৮৫৮

পেনসিলভেনিয়াতে অধ্যাপনা করার সময় তিনি ১৮০১ সালে অক্সি-হাইড্রোজেন ব্লো-পাইপ নামে একটি নতুন ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেন যা পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের তরলের আপেক্ষিক ঘনত্ব পরিমাপ করতে সাহায্য করে।

রবার্ট বয়েল

Robert Boyle

জন্ম : ২৫শে জানুয়ারী, ১৬২৭ মৃত্যু : ৩০শে ডিসেম্বর, ১৬৯১

তাঁকে সাধারণত আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয় কারণ তিনি সূত্রের চেয়ে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিষয়ে বেশী বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রথম বিশ্লেষণ কথাটি রসায়নশাস্ত্রে ব্যবহার করেন এবং কোন মৌলের প্রকৃত সংজ্ঞা দেন। তিনি পদার্থের এক পারমাণবিক সূত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৬৬২ সালে তিনি তাপমাত্রা স্থির রেখে গ্যাসের চাপ ও আয়তন সম্পর্কে একটি সূত্র আবিষ্কার করেন যাতে দেখানো হয় যে চাপ ও আয়তন পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক।

রবার্ট উইলহেলম এবেরার্ড বুনসেন

Robert Wilhelm Eberard Bunsen

জন্ম : ৩১শে মার্চ, ১৮১১ মৃত্যু : ১৬ই আগস্ট, ১৮৯৯

তিনি সিজিয়াম ও রুবিডিয়াম আবিষ্কার করেন এবং কারচ্যফ-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে ১৮৫২ সালে 'বর্ণালী বিশ্লেষণ' আবিষ্কার করেন। এছাড়াও তিনি বুনসেন বার্নার, গ্যালভানিক ব্যাটারী, ফিল্টার পাম্প ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়ের জন্য তিনি একটি বরফ ক্যালোরিমিটার তৈরী করেছিলেন।

রিচার্ড আবেগ

Richard Abegg

জন্ম : ১৮৬৯ মৃত্যু : ১৯১০

১৯০৯ সালে তিনি ব্রেসলৌ-এ রসায়নের অধ্যাপকের কাজ পেয়েছিলেন। ১৮৯৪-১৮৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি হিমাঙ্ক ও বরফের ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবাক সম্বন্ধে কাজ করেন এবং ১৮৯৯ সালে বর্ডল্যান্ডারের সঙ্গে যোজ্যতা সম্বন্ধীয় কয়েকটি সূত্র স্থাপন করেন।

রিচার্ড কির্বান

Richard Kirban

জন্ম : ১৭৩৩ মৃত্যু : ১৮১২

ফ্রান্সে শিক্ষালাভ শেষ করে, তিনিই প্রথম বলেন যে হাইড্রোজেন ও ফ্লোরিন্টন সমগোত্রীয়। ১৭৮৩ সালে তিনি অ্যাসিড ও ক্ষারের সংযোগ ভেদ নিয়ে অনুসন্ধানকরেছিলেন এবং স্ট্রনসিয়া সম্বন্ধে প্রথম পর্যবেক্ষণ শুরু করেছিলেন। ১৭৮২ সালে তিনি কোপলে মেডেল লাভ করেন।

রুডোল্ফ ফিটিং

Rudolf Fiting

জন্ম—১৮০৪ মৃত্যু—১৯১৫

পড়াশোনা শেষ করে ইনি তুবিনজে ও পরে স্ট্র্যাসবার্গে অধ্যাপনা করেন। বিভিন্ন জৈব-যোগ যথা ল্যাক্টোন বিশ্লেষণ করে তিনি প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৮৬৪ সালে টলুইন বিশ্লেষিত ও ১৮৭২, ১৮৮৩ সালে যথাক্রমে ডাইফিনাইল ফেনানথ্রিন এবং কুমেরণ আবিষ্কার করেন।

লুইস ক্লাডি গ্যাসিকোর্ট

Louis claude Gassicourt

জন্ম—১৭০১, প্যারিস মৃত্যু—১৭৯৯

১৭৩০ সালে ইনিই রসায়নের সবচেয়ে দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন যা বাদামী, ভারী, প্রচণ্ড দুর্গন্ধযুক্ত ধূমায়মান তরল। বুনসেন-এর থেকে ক্যাকোডিল অক্সাইড আলাদা করেছিলেন। ঐ তরলটি পটাসিয়াম অ্যাসিটেট ও আর্সেনিয়াম অক্সাইডের সমপরিমাণ মিশ্রণ।

লিও হেনড্রিক বেকলান্ড

Leo Hendrik Bekland

জন্ম—১৮৬৩ মৃত্যু—২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বেকেলাইটের আবিষ্কারক হিসাবে জগৎ-বিখ্যাত এবং এক ধরনের ফটোগ্রাফিক কাগজও আবিষ্কার করেছিলেন।

লিওপোল্ড মেলিন

Leopold Melin

জন্ম—১৭৮৮ মৃত্যু—১৮৫৩

রসায়ন ও ওষুধ-শাস্ত্রে শিক্ষালাভের পর হিদেলবার্গে রসায়ন-শাস্ত্রে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮২২ সালে তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড আবিষ্কার করেছিলেন যা "মেলিন সল্ট" নামে পরিচিত। ১৮৪৮ সালে "কিটোন" ও এস্টার" প্রথম প্রচলন করেন।

ল্যাফায়েটে বেনেডিক্ট মেন্ডেল

Lafayette Benedict Mendel

জন্ম — ১৮৭২ মৃত্যু — ১৯৩৫

শিক্ষালাভ শেষ করে ইনি ইয়েল-এ রসায়ন-শাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি ভিটামিন, প্রোটিন, বৃদ্ধি ও পরিপাক সম্বন্ধে গবেষণা করে ভিটামিন 'এ' আবিস্কার করেছিলেন এবং ভিটামিন 'সি'-র কাজ আবিষ্কার করেন।

লুইস আর্থার নাইনল্যান্ড

Louis Arthur Nieneland

জন্ম—১৮৭৮ মৃত্যু—১৯৩৬

রসায়ন-শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা শেষ করে তিনি ১৯২৩ সালে ঐ বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। অ্যাসিটিলিন সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি কৃত্রিম রাবার প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং লিউসাইট আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

লারস্ ফ্রেড রিক নীলসন

Lars Fredric Nilson

জন্ম—১৮৪০ মৃত্যু—১৮৯৯

আপসালাতে শিক্ষালাভের পর ইনি সেখানেই ১৮৭৮ সালে বিশ্লেষক রসায়ন, পরে স্টকহোমে কৃষিজ রসায়নে অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি স্ক্যান্ডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন এবং এর ধর্মগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন।

স্ট্যানিসলেস ক্যান্নিজারো

Stanislas Cannizzaro

জন্ম ঃ ১০ই জুলাই, ১৮২৩ মৃত্যু ঃ ৯ই মে, ১৯১০

১৮৯১ সালে তিনি কোপ্লে মেডেল লাভ করেন। তিনিই প্রথম অ্যাভোগাড্রোর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সর্বসম্মতভাবে তা গ্রহণ করেন। জৈব রসায়নে তিনি বেনজিল অ্যালকোহল ও বেনজোয়িক অ্যাসিড উৎপন্ন করেন। তাঁর নামে প্রচলিত বিক্রিয়াটিও বিশেষ বিখ্যাত। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে জৈব ও অজৈব উভয়ই একটিমাত্র রসায়নের অন্তর্ভুক্ত।

হেনরি ডেকন

Henry Deacon

জন্ম—১৮২২ মৃত্যু—১৮৭৭

ফ্যারাডের সংস্পর্শে আসার পর তিনি ল্যাভাশশারের একটি ক্ষারীয় ব্যবসায়ে লিপ্ত হন এবং একটি পরিচিত পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যা ক্লোরিন প্রস্তুতির জন্য তাঁর নামানুসারে ব্যবহৃত। এই পদ্ধতিতে বায়ুচাপ ও একটি অনুঘটক ব্যবহার করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

স্যার হামফ্রে ডেভি

Sir Humphrey Davi

জন্ম—১৭ই ডিসেম্বর, ১৭৭৮ মৃত্যু—২৯শে মে, ১৮২৯

১৮০৭ সালে ইনি সোডা ও পটাশ সহযোগে তড়িৎ সংযোজক দ্বারা ক্ষারীয় ধাতু আলাদা করতে সমর্থ হন। তিনি ক্লোরিন ও ফ্লোরিনকে মৌল হিসাবে প্রমাণ করেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন তাপ বিকিরণের ক্ষেত্রে তারা শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। বেরিয়াম ও স্ট্রনসিয়াম আলাদা করেছিলেন।

হার্বাট ব্রেরেটন বেকার

Herbert Brereton Baker

জন্ম—২৫শে জুন, ১৮৬২ মৃত্যু—২৭শে এপ্রিল, ১৯৩৫

অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভের পর তিনি এই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কলেজে (১৯১২—৩২) অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি নাইট্রোজেনট্রাই-অক্সাইড ও টেলুরিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন। বিষাক্ত গ্যাস ও ডেসিকেটিং গ্যাস সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

হ্যামিলটন ইয়ং কাস্টনার

Hamilton young Castner

জন্ম—১৮৫৯ মৃত্যু—১৮৯৯

কলম্বিয়ায় শিক্ষালাভের পর তিনি ইংল্যান্ডে যান একজন বিশ্লেষক রসায়নবিদ হিসাবে এবং তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

হ্যানস গোল্ডস্মিত্

Hans Goldschmidt

জন্ম—১৮৬১ মৃত্যু—১৯২৩

তিনি থার্মিট পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন যেখানে জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়ামের

সাহায্যে ধাতব অক্সাইড বিজারিত করা হয় উচ্চ তাপমাত্রায়। ওয়েলডিং-র কাজে একে ব্যবহার করা হয়।

হেনরী এলিনি স্টে ক্লেয়ার ডেভিল
Henry Elienne Ste-claire Deville
জন্ম—১৮১৮ মৃত্যু—১৮৮১

প্যারিসে শিক্ষালাভের পর তিনি সেইখানেই ১৮৫৯ সালে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি যান্ত্রিক উপায়ে ধাতু উৎপাদনের বিষয়ে এবং উচ্চ তাপমাত্রায় এটির প্রস্তুতি সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। তিনিই প্রথম খাঁটি অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ১৮৪১ ও ১৮৫৯ সালে টুলুইন ও অনার্দ্র নাইট্রোজেন পেন্টাক্সাইড আবিষ্কার করেছিলেন।

হ্যারল্ড বেইলী ভিক্সান
Harald Baily Vixan
জন্ম—১৮৫২ মৃত্যু—১৯৩০

অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভের পর ইনি ম্যাঞ্চেস্টার-এ অধ্যাপনা শুরু করেন। জলের রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি বিশেষ গবেষণা করেছিলেন। তাঁর আবিষ্কার গুলি খনিজ শিল্পের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান ছিল। তিনি আবিষ্কার করেন যে অক্সিজেন ও কার্বন মনোক্সাইডের শুষ্ক মিশ্রণ তড়িতের সাহায্যে প্রক্ষিপ্ত করা যায়।

হারম্যান ফ্রাঞ্জ মরিজ কপ
Hermann Franz Moritz Kopp
জন্ম—১৮১৭ মৃত্যু—১৮৯২।

মারবার্গ ও হিদেলবার্গে শিক্ষালাভের পর তিনি রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন এবং তাঁকে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রীর একজন জনক বলা হয়। তিনি পারমাণবিক ও আণবিক আবর্তন, স্ফুটনাঙ্ক, আপেক্ষিক তাপ, স্ফটিক নির্মাণ তত্ত্ব ও নিযুক্তিকরণ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছিলেন।

হারম্যান ভন ফেলিং
Hermann Von Fehling
জন্ম—১৮১২ মৃত্যু—১৮৮৫

তিনি তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত ফেলিং দ্রবণ তৈরী করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফেনল সায়ানাইড তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন।

হ্যামস্ ফিসার
Hams Fisher
জন্ম— ১৮৮১ মৃত্যু—১৯৪৫

অধ্যয়ন শেষ করে ইনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং পরে মিউনিক ইনস্টিটিউটে ডিরেক্টর পদ লাভ করেন। তিনি ১৯৩০ সালে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ক্লোরোফিল, রক্ত, কঠিন পাথর জাতীয় বস্তুও এই জাতীয় কয়েকটি বস্তু সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী

অ্যারিস্টরকাস

Aristarchus

জন্ম – খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০ মৃত্যু—খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০

তাঁকে অর্ধগোলাকার সূর্য-ঘড়ির আবিষ্কর্তা বলা হয়ে থাকে। তিনিই প্রথম পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের পরিভ্রমণ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন কিন্তু সেই, সময় তা গ্রহণ করা হয়নি। তিনি সূর্য ও চাঁদের দূরত্ব ও আকৃতি পরিমাপ করেন এবং এক বছরের দৈর্ঘ্য হিসাবে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$দিন বলে অভিহিত করেন।

অ্যান্টনিও অ্যাবেত্তি

Antonio Abetti

জন্ম—১৯শে জুন, ১৮৪৬ মৃত্যু—২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৮

পিসাতে শিক্ষালাভ করে তিনি সেখানে পর্যবেক্ষকের কাজ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ডিরেক্টর পদ লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

স্যার উইলিয়াম ফ্রেডরিক হার্সেল

Sir William Friedrich Hershel

জন্ম—১৭৩৮ মৃত্যু—১৮২২

তিনি নতুন ধরনের একটি প্রতিফলিত টেলিস্কোপ তৈরী করেছিলেন এবং অবসর সময় কাটাতেন দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। ১৭৮১ সালে তিনি ইউরেনাস আবিষ্কার করেছিলেন এবং এই আবিষ্কারের জন্য তাঁকে প্রতি বছর ৪০০ পাউণ্ড দেওয়া হত। ১৭৮৯ সালে পর্যবেক্ষণ করে তিনি শনিগ্রহের নিকটবর্তী দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন।

স্যার উইলিয়ম রোমান হ্যামিলটন

Sir William Roman Hamilton

জন্ম—১৮০৫ মৃত্যু—১৮৬৫

১৮২৭ সালে ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন। তিনি হোডোগ্রাফ সূত্রপাত করেছিলেন এবং তার নামকরণ করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্ব

পূর্ণ গবেষণা ছিল "General Methods of Cynamics" সম্বন্ধে যা কোয়ান্টামতত্বের অনুসরণে বিশিষ্ট করা হয়েছিল।

স্যার আর্থার স্ট্যানেলি এডিংটন

Sir Arthor Stanely Eddington

জন্ম—১৮৮২ মৃত্যু—১৯৪৪

পড়াশোনা শেষ করে তিনি কেম্ব্রিজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি নক্ষত্রমণ্ডল ও তারার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা করে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি সূর্যের অতীত ও ভবিষ্যৎ এর স্থায়িত্বকাল সম্বন্ধে গণনা করেছিলেন। তাঁর তত্বের উপর নির্ভর করে যে বইগুলি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর মধ্যে "Stellar Movement and the Structure of the Universe (১৯১৪) ছিল অন্যতম।

গ্যালিলিও গ্যালিলি

Galileo Galilei

জন্ম—১৫৬৪ মৃত্যু—১৬৪২

তিনি একটি সরল দোলকের "দোলন সূত্র" আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তিনি তরল পদার্থ-বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছিলেন এবং দুটি দূরবর্তী বিন্দুর মধ্যে আলোকপ্রভা ফেলে তার থেকে আলোর বেগ পরিমাপ করতে চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়াও আবিষ্কার করেছিলেন বলবিজ্ঞান সম্পর্কে, কি পরিমাণ গতি হ্রাস পেলে কতটা শক্তি পাওয়া যায়। একটি বায়ু-থার্মোমিটার প্রবর্তন করেছিলেন।

জন কুন অ্যাডামস্

Jhon Conh Adams

জন্ম—৫ই জুন, ১৮১৯ মৃত্যু—২১ জুন, ১৮৯২।

১৮৪৩ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন এবং পরে ১৮৫৯ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যামিতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অনাবিষ্কৃত নেপচুন সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেছিলেন এবং যুগ্মভাবে তাঁকে ও গ্যালেকে এই নতুন গ্রহ আবিষ্কারের কৃতিত্বের অধিকারী হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তিনি পার্থিব চুম্বকত্বে মহাকর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দেন।

স্যার জর্জ বিদেল এয়ারি

Sir Jeorg Biddell Airy

জন্ম—২৭ জুলাই, ১৮০১ মৃত্যু—২রা জানুয়ারী, ১৮৯২

কেম্ব্রিজে পড়াশুনা করে সেখানেই গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং নতুন পর্যবেক্ষকের ডিরেক্টর পদ লাভ করেন। ১৮৩৫-১৮৮১ সাল পর্যন্ত তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করেছিলেন এবং শুক্র ও পৃথিবী সম্পর্কে অনেক খবর জানান।

জোহানস্ কেপলার

Johannes Kepler

জন্ম—১৫৭১ মৃত্যু—১৬৩০।

তিনি অঙ্কশাস্ত্রে অধ্যাপনা করলেও গণিততত্ত্ব বিষয়ে তিনটি সূত্র উল্লেখ করে-ছিলেন যা জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রস্থাপনে সাহায্য করেছিল। তাঁর বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল "Astronomia Nova"। তিনি আলোক সম্বন্ধেও গবেষণা করে-ছিলেন এবং বলেছিলেন যে চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার-ভাঁটা সংঘটিত হয়ে থাকে।

জোহান হেনরিক ম্যাডলার

Johanne Henrich Madler

জন্ম—১৭৯৪ মৃত্যু—১৮৭৪

বীয়ার ও ম্যাডলার (১৮৩০ – ১৬৩৭) একত্রে একটি স্মরণীয় চাঁদের মানচিত্র তৈরী করেছিলেন ৩¾ইঞ্চি টেলিস্কোপ ব্যবহার করে। তাঁরাই প্রথম মঙ্গল গ্রহের মানচিত্রও তৈরী করতে পেরেছিলেন। তিনিই প্রথম তারার প্রকৃত গতি ধরে নিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্র মাপতে চেষ্টা করেছিলেন।

স্যার জর্জ হাওয়ার্ড ডারউইন

Sir Jeorge Howard Darwin

জন্ম—১৮৪৫ মৃত্যু—১৯১২

ইনি চার্লস ডারউইনের ছেলে এবং ১৯১১ সালে কোপ্লে মেডেল লাভ করেন। জোয়ার-ভাঁটার ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি সূত্রটির কিছুটা উন্নতি বিধান করেছিলেন।

জনফ্ল্যামস্টীড্

Jhon Flamsteed

জন্ম—১৬৪৬ মৃত্যু—১৭১৯

তিনি প্রথম তারাগুলিকে তালিকাভুক্ত করেছিলেন। কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভের পর তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে। তাঁর পর্যবেক্ষণগুলির মধ্যে প্রথম প্রকাশিত বইটি ছিল "Historia Coclest is Britannica" (১৭২৫)। তিনি তাঁর গবেষণাগুলি শেষ করার আগে সেগুলো সম্পর্কে বই প্রকাশনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

জেমস্ এডওয়ার্ড কীলার

James Edward Keeler

জন্ম—১৮৫৭ মৃত্যু—১৯০০

উপনার তত্ত্ব ব্যবহার করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন শনি-গ্রহের বলয়গুলি ছোট ছোট খন্ড সহযোগে গঠিত। তিনি নীহারিকা সংক্রান্ত বর্ণালীর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পরিমাপ করেছিলেন এবং আলোকের (ফটোগ্রাফ) সাহায্যে ১২০,০০০ নীহারিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

জ্যাকবস্ কর্ণিলিয়াস কেপটিন

Jacobus Cornelius Kapteen

জন্ম—১৮৫১ মৃত্যু—১৯২২

তিনি দেখেছিলেন যে, সব তারা যাদের প্রকৃত গতি আবিষ্কার করা গিয়েছিল, সবগুলি বিভিন্ন অভিমুখে ঘুরে বেড়ায় এবং প্রথম আলোক ধারাটি দ্বিতীয়টির তিনগুণ দ্রুতবেগে ঘুরতে পারে। সূর্য সবচেয়ে ধীর আলোকধারা—বলে তিনি অভিহিত করেন। তিনি বিশ্বতত্ব প্রবর্তন করেছিলেন এবং তারাগুলিকে দক্ষিণ মেরুতে গীলের প্লেটে স্থাপন করেছিলেন।

জর্জ এলারি হেল

Jeorge Ellery Hale

জন্ম—১৮৬৮ মৃত্যু—১৯৩৮।

পিজ্ ও জর্জ হেল একত্রে ১৯২০ সালে প্রথম ইনটারফেরোমিটার সাহায্যে তারার

ব্যাস পরিমাপ করতে সমর্থ হন। তিনি প্রথমে হার্ভার্ড কলেজ ও পরে চিকাগোতে স্পেকট্রোহেলিয়োগ্রাফ প্রবর্তন করেছিলেন যা সৌরমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।

স্যার জন ফেড্রেরিক উইলিয়ম হার্সেল

Sir Jhon Friedrik William Herschel

জন্ম—১৭৯২ মৃত্যু—১৮৭১।

ইনি ১৮২১ সালে কোপলে মেডেল লাভ করেন এবং স্বর্গীয় আলোকতত্ত্বের তিনিই স্রষ্টা। তিনিই ধনাত্মক কথাটি প্রচলন করেছিলেন এবং ধারণক্ষম কাগজে আলোকের ক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। রসায়নশাস্ত্রেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল।

তাইকো ব্রাহে

Tycho Brahe

জন্ম—১৪ই ডিসেম্বর, ১৫৪৬ মৃত্যু—২৪শে অক্টোবর, ১৬০১।

প্রথমে তিনি ভুলবশতঃ ভেবেছিলেন যে গ্রহগুলির কেন্দ্র হল পৃথিবী এবং তাঁর প্রকৃত গবেষণা পরবর্তী বিজ্ঞানীদের উদ্বুদ্ধ করে যার উপর কেন্দ্র ক'রে কেপলার সূত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৫৭২ এ তিনি একটি নতুন তারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

নিকোলাস কোপারনিকাস

Nicolaus Copernicus

জন্ম—১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৪৭৩ মৃত্যু—২৪শে মে, ১৫৪৩।

তিনি রোমে অঙ্ক ও জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন যে সূর্য সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র। তাঁর সূত্রগুলির সাহায্যে তিনি দিন ও রাত্রি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আলোকপাত করতে সমর্থ হন। তিনি বলেছিলেন যে গ্রহগুলি বৃত্তাকারপথে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। তাঁর তত্ত্বসমূহ তাঁকে ঋতুগুলি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে এবং যে সময়ে দিন ও রাত্রির পর্যায়ক্রমিক আসা যাওয়া চলে সেই সময়টি ঠিক করতে সাহায্য করেছিল।

নেভিল মাস্কেলীন

Nevil Maskelyne

জন্ম—১৭৩২ মৃত্যু—১৮১১।

"তাঁকে Navtical Alananc"র জনক বলা হয় এবং তিনি প্রথম এক সেকেণ্ডের দশমাংশ মাপতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭৭৪ সালে একটি সরল দোলকের সাহায্যে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব তিনি পরিমাপ করেছিলেন। তিনি একটি প্রিজম সংক্রান্ত মাইক্রোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন এবং দৈর্ঘ্য মাপবার জন্য চন্দ্র-ঘটিত পদ্ধতির উল্লেখ করেছিলেন।

ফ্রেডরিক আর্গেলাণ্ডার

Friedrich Argelander

জন্ম—২২শে মার্চ, ১৭৯৯ মৃত্যু—১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৫।

কোনিসবার্গে শিক্ষালাভের পর ১৮৩৯ সালে 'বীনে' তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি সৌরমন্ডলের গতি সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছিলেন এবং ৫৭৬টি তারার প্রকৃত গতি সম্বন্ধে একটি তালিকা প্রকাশিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন নাক্ষত্রিক দীপ্তিমিতির আবিষ্কারক।

ফ্রান্সিস বেইলী

Francis Baily

জন্ম—২৮শে এপ্রিল, ১৭৭৪ মৃত্যু—৩০শে আগস্ট, ১৮৪৪।

ব্যবসায়িক জীবনের অবসানের পর ১৮২৫ সালে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র পড়া শুরু করেন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রয়্যাল অ্যাসট্রনমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রথম সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকপাত করেন এবং ক্যাভেনডিসের পদ্ধতি অনুযায়ী পৃথিবীর গড় ঘনত্ব যে ৫৬.৬৭ তার সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান।

সিমন মারিয়াস

Simon Marius

জন্ম—১৫৭০ মৃত্যু—১৬২৪।

তিনি প্রথম টেলিস্কোপ ব্যবহারকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং শুক্রগ্রহের চারটি উপগ্রহের নামকরণ করেছিলেন। তিনি ১৬০৯ সালে গ্যালিলিওর সঙ্গে ঐগুলি আবিষ্কার করেছিলেন বলে দাবী করেছিলেন। এ ছাড়া ১৬১২ সালে টেলিস্কোপের সাহায্যে অ্যানড্রোমিদা নেবুলা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

মনস্তাত্ত্বিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী

আলফ্রেড অ্যাডলার
Alferd Adler
জন্ম—৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০ মৃত্যু—২৮শে মার্চ, ১৯৩৭

তিনি মনের জটিল নিকৃষ্টতার সম্বন্ধে একটি ধারণা প্রচলন করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিস্মৃতি সম্বন্ধে এক ধরনের নতুন ধারণা পোষণ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি অধ্যাপনা করার জন্য নিউইয়র্ক চলে গিয়েছিলেন ভিয়েনা পরিত্যাগ করে।

আলেকজান্ডার ইমানুয়েল আগাসিজ
Alexander Emanuel Agassiz
জন্ম—১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৩৫ মৃত্যু—২৭শে মার্চ, ১৯১০

প্রথমে তিনি ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং আমেরিকার উপকূল অনুসন্ধান কার্যে সহকারী হিসাবে কাজ করেন। মহাসাগরীয় স্তর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধানের জন্য তিনি এক নতুন যন্ত্র তৈরী করেছিলেন। সমুদ্রের তলার প্রাণীকুল সম্বন্ধেও তিনি এক অভিনব ধারণা পোষণ করেছিলেন।

উলিসি আলদ্রাবানদি
Ulissi Aldrabandi
জন্ম—১৫২২ মৃত্যু—১৬০৫

১৫৬০ সালে বোলোগ্নাতে প্রথম তিনি প্রকৃতিবিদ্যার অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি বটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর ছিলেন। প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত বইও তিনি লিখেছিলেন।

এডওয়ার্ড ফরব
Edward Forbe
জন্ম—১৮১৫ মৃত্যু—১৮৫৪

লন্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটিতে তিনি তত্বাবধায়কের কাজ পান। পরে এডিনবার্গে প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ব্রিটিশের অঞ্চলগুলিকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন যাতে তিনটি দ্বীপ দেশান্তরিত হয়েছিল।

ক্রিশ্চিয়ন গটফ্রিড এরেনবার্গ
Christion gottfried Ehrenberg
জন্ম—১৭৯৫ মৃত্যু—১৮৭৬

লিপিগ ও কাসিনে শিক্ষালাভের পর ইনি ১৮২৭ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে

ঔষধশাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধ্বংসাবশেষের সংযোজনে তৈরী বিভিন্ন শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট গবেষণা করেন এবং দেখিয়েছিলেন বিভিন্ন প্রাণীর উপস্থিতির জন্য সমুদ্রে সামান্য আলো প্রজ্বলিত হয়ে আলোক বিতাড়িত হয়ে থাকে।

চার্লস রবার্ট ডারউইন
Charles Robert Darwin
জন্ম—১২ই ফ্রেব্রুয়ারী, ১৮০৯ মৃত্যু—১৯শে এপ্রিল ১৮৮২

প্রাকৃতিক ইতিহাস গবেষণা করে ১৮৫৯ সালে তিনি একটি বই প্রকাশ করেছিলেন যা "The origin of species by means of Natural Selection" নামে পরিচিত। এটি তাঁর আবিষ্কৃত বিখ্যাত সূত্রের পরিচয় বহন করে। তাঁর ঐ সূত্র জীবনবিজ্ঞানে অভিব্যক্তি শাখায় গৃহীত হয়েছিল। "The Descent of Man"-এ যৌন নির্ধারণ সম্বন্ধীয় সূত্রটি তিনি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর অন্যতম বইটির নাম "Zoology of the Veyage of the Beagle"।

জিন লুইস রেডোলফি আগাসিজ
Jean Louis Redolphe Agassiz
জন্ম—২০শে মে, ১৮০৭ মৃত্যু—১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩

জুরিখ, মিউনিক ও হিদেলবার্গ-এ চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশনা করার পর তিনি নিউচিটেল-এ প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। তাঁর ইকথায়োলজিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি কতগুলি বই লিখেছিলেন যাতে বিভিন্ন মাছকে কয়টি বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল। চামড়ার বিশেষত্ব অনুসারে তিনি চারটি শ্রেণীতে মাছগুলিকে বিভক্ত করেছিলেন। ডারউইন এর মতবাদের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

জর্জ লিওপোল্ড কুভিয়ার
George Leopold Cuvier
জন্ম—২৩শে আগষ্ট, ১৭৬৯ মৃত্যু—১৩ই মে, ১৮৩২

তিনি বিভিন্ন কীটকে শ্রেণীবিন্যাস করে এবং তুলনামূলক অ্যানাটমী বিষয়ে বিভিন্ন প্রাণীরাজ্যের বিশ্লেষণ করে বিস্তর সম্মান অর্জন করেছিলেন। তিনিই প্রথম জীবাংশ সম্বন্ধে তাঁর অনুরক্ততা প্রকাশ করেন এবং চেরোজাক্টিল আবিষ্কার করে তার নামকরণ করেন।

জর্জ লুইস বুফন

Jeorge Louis Buffon

জন্ম –১৭০৭ মৃত্যু—১৭৮৮

তিনি ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমী ও রয়্যাল সোসাইটির সভ্য ছিলেন। তিনি প্রথম পৃথিবীর প্রকৃত বয়স সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ভূতাত্ত্বিক অব্দের প্রকৃত কাল নিয়েও তিনি কিছুদিন অনুসন্ধান করেন।

জিন ব্যাপটিষ্ট পেরী অ্যান্টয়নি দি মনেত্ সেভালীয়ার দি ল্যামার্ক

Jean Baptict Peri Antone the monet Sevaliar the Lamark

জন্ম –১৭৪৪ মৃত্যু—১৮২৯

উদ্ভিদ বিদ্যার ক্ষেত্রে শ্রেণী বিন্যাসে তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষনা করেছিলেন। তিনি অভিব্যাক্তি সম্বন্ধে একটি তত্ব প্রবর্তন করেছিলেন এবং তাকে ইনভার্টে ব্রেট জীবাশ্ম বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তিনি 'Biology" কথাটি প্রবর্তন করেছিলেন এবং ক্রাসতেসিয়াং অ্যানিলিডা, অ্যারাকনিডা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রথম মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।

মাইকেল অ্যাডানসন্

Michael Adanson

জন্ম –৭ই এপ্রিল, ১৭২৭ মৃত্যু—৩রা আগষ্ট, ১৮০৬

ইনি উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষনা করে সেনে গল-এ (Senegal) সাধারণ ইতিহাস একটি বইতে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর নাম অনুসারে আফ্রিকা দেশের একটি বড় গাছকে "অ্যাডোনসনিয়া" নাম দেওয়া হয়েছে। ১৭৪৩ সালে এক নতুন পদ্ধতিতে উদ্ভিদ সমূহকে একাধিক অভিনব শ্রেণীতে বিভক্ত করে যান, যা " Les Familtes Nalurelles des Plamtes" নামে পরিচিত।

সিগমাঁদ ফ্রুড

Sigmund Freud

জন্ম –১৮৫৬ মৃত্যু—১৯৩৯

তাঁকে মন বিশ্লেষণের জনক বলা হয়। হিস্টিরিয়া ও অন্যান্য রোগের নির্ণায়ক পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করে প্রচুর সম্মান অর্জন করেছিলেন।

তিনি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি তত্ত্ব প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে (১৯০১ ও ১৯১৪ সালে প্রকাশিত) "Psyche-Pathalogy of Every day life" উল্লেখযোগ্য।

স্পেনসার ফুলারটন বেয়ার্ড

Spencer Fullerton Baird

জন্ম – ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮২৩ মৃত্যু—১৯ শে আগষ্ট, ১৮৮৭

ডিকেশণ কলেজে শিক্ষালাভের পর তিনি সেখানে প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং উত্তর আমেরিকার প্রাণীকুল সম্বন্ধে প্রচুর বিবরণ সংগ্রহ করেন। উত্তর অমেরিকার প্রাণীকুল সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। সেখানকার মাছ ও মাছের ভেরীগুলির তিনি ছিলেন মুখ্য সরকারী কমিশনার।

চিকিৎসক

স্যার অ্যানড্রু বালফোর
Sir Andrew Balfour

জন্ম—১৬৩০ মৃত্যু—১৬৯৪

রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন আবিস্কারের পিছনে তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। এডিনবার্গে চিকিৎসকদের রয়্যাল কলেজে তিনি সভাপতি ছিলেন। এডিনবার্গে "রয়্যাল ইনফার্মারি" নামক হাসপাতালটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

উইলিয়াম কুলেন
William Cullen

জন্ম—১৫ই এপ্রিল, ১৭১৩ মৃত্যু—৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯০

গ্লাসগোতে শিক্ষালাভের পর তিনি ১৭৫১ সালে সেখানে চিকিৎসা-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ডঃ ডারউইনের সঙ্গে তিনিও বলেন যে গ্যাস সংকোচনের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। এডিনবার্গে বক্তৃতা দেবার সময় তিনি মাতৃভাষা ব্যবহার করতেন।

স্যার উইলিয়াল ওস্লার
Sir William Osler

জন্ম—১৮৪৯ মৃত্যু—১৯১৯

প্লীহা ও হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ওষুধের বিভিন্ন তত্ব সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট উৎসুক ছিলেন এবং ঐ বিষয়ে কতগুলি বই লিখেছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তার প্রচুর সুনাম ছিল। ওষুধশাস্ত্রে তিনি কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন এবং তাঁর প্রকাশিত বিখ্যাত বইটির নাম ছিল "**Principles and Practice of medicine**" (১৮৯২)।

স্যার উইলিয়াম হার্ভে
Sir William Ha·vey

জন্ম—১৫৭৮ মৃত্যু—১৬৫৭

কেম্ব্রিজে এবং পরে গ্যালিলিও ও ফ্রাব্রিকাস এর অধীনে শিক্ষালাভ করে ইনি

চিকিৎসকদের কলেজে লেকচারার পদ লাভ করেন, সেন্ট বার্থোলো-মওতে। রক্তের প্রকৃত সংবহণ আবিস্কার করে তিনি একটি বই প্রকাশ করেছিলেন এবং প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৬২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর বইটির নাম ছিল, "Exercitatio Anatomicade Motle Cordis et Sanguinisin Animalibu"

স্যার গিলবার্ট ব্লেণ

Sir Gilbert Blane

জন্ম—২৯শে আগষ্ট, ১৭৪৯ মৃত্যু—২৬শে জুন, ১৮৩৪

তিনিই প্রবর্তন স্কার্ভি (যে রোগে শরীর দুর্বল হয় ও মাড়ি ফোলে)-র প্রতিষেধক হিসাবে চুনজল ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন এবং নাবিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। লর্ডরড্‌নিতে চিকিৎসক হিসাবে কাজ করার সময় তিনি বাণিজ্য জাহাজ সমূহের সংস্পর্শে আসেন।

জন কয়াস

John Caius

জন্ম— ৬ই অক্টোবর ১৫১০ মৃত্যু—২৯শে জুলাই, ১৫৭৩

তিনি কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভের পর চিকিৎসক হিসাবে কাজ শুরু করেন। তিনি অ্যাণাটমি নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম সম্বন্ধে কতগুলি বই লিখেছিলেন যেমন—"A Boke of Councill against the Sweat and Sweating Sickness"

জেমস্ ক্যারল

Jamess Carroll

জন্ম—১৯৫৪ মৃত্যু—১৯০৭

পীতজ্বরে আক্রান্ত আমেরিকায় সৈন্যদলকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে চিকিৎসা করেছিলেন এবং তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে মশা দ্বারা বাহিত ভাইরাস ঐ রোগের কারণ। ১৯০২ সালে তিনি প্যাথোলজিও ব্যাক্‌টিরিওলজির অধ্যাপক হিসাবে কাজ করতে থাকেন।

জিন মার্টিন সারকট

Jeam Martin Charcot

জন্ম—২৯শে নভেম্বর, ১৮২৫ মৃত্যু—১৬ই আগষ্ট, ১৮৯৩

প্যারিসে শিক্ষালাভের পর তিনি অ্যানাটমিতে অধ্যাপনা শুরু করেন। হিস্টিরিয়া

সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেছিলেন এবং সবরকম স্নায়ুবিক বৈকল্যতা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। নিউমোনিয়া, টিউবার—কিউলোসিস, সেরিব্রো-স্পাইন্যাল ফ্লুইড সম্বন্ধেও তিনি প্রচুর গবেষণা করেছিলেন।

জিন ফ্রান্সিস কোয়েনটেড

Jean Francies Coindet

জন্ম—১৭৭৪ মৃত্যু—১৮৩৪

এডিনবার্গে শিক্ষালাভের পর তিনি জেনেভাতে চিকিৎসক হিসাবে কাজ শুরু করেন এবং গয়টার রোগের ক্ষেত্রে আয়োডিনের ব্যবহার প্রচলনের জন্য তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল।

জন ডেভি

John Devy

জন্ম—১৭৯০ মৃত্যু—১৮৬৮

এডিনবার্গে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং ১৮১১ সালে কার্বনিল ক্লোরাইডের উপর অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রবাহিত করে ইউরিয়া প্রস্তুতির বিশ্লেষণ জাতীয় পদ্ধতি আবিস্কার করেন ও ইউরিয়া প্রস্তুত করেন। তিনি জানতেন না যে রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা ইউরিয়া প্রস্তুত করা যায়।

টমাস অ্যাডিসন

Thomas Addition

জন্ম--এপ্রিল ১৭৯৩ মৃত্যু—২৯শে জুন, ১৮৬০

এডিনবার্গে ডাক্তারি পড়া শুরু করে লণ্ডনে প্র্যাকটিশ শুরু করেন এবং গী-র (Guy) হাসপাতালে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হন। অ্যানিমিয়া সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি দুইভাগে তাদের বিভক্ত করেন যা ঐ অপকারী অ্যানিমিয়া ও অ্যাডিসনের রোগ নামে পরিচিত।

স্যার টমাস ক্লিফোর্ড অ্যালবার্ট

Sir Thomas Clefford Ailbutt

জন্ম—২০শে জুলাই, ১৮৩৬ মৃত্যু—২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫

কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভের পর তিনি লন্ডন ও প্যারিসে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ৩০ বছর প্র্যাকটিশের পর তিনি কেম্ব্রিজে চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক

পদ লাভ করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি ১ ফুট লম্বা ডাক্তারী থার্মোমিটার আবিস্কার করেন। তিনি টিটেনাস ও হাইড্রোফবিয়া সম্পর্কেও যথেষ্ট গবেষণা করেছিলেন এবং হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

পেরি ব্রিটোনিয়া

Pierrie Bretonneau

জন্ম—৩রা এপ্রিল, ১৭৭১ মৃত্যু—১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬২

তিনিই প্রথম ডিপথেরিয়া রোগটির নামকরণ করেন এবং ল্যাঙ্গীয়াল ডিপথেরিয়াতে কন্ঠনালীর শ্বাসরোধ হয় বলে বর্ণনা করেন, টাইফয়েড জ্বরের সম্বন্ধেও তিনি স্মরণীয় মন্তব্য করেছিলেন। ১৮৫৫ সালে তিনি রোগের জীবাণুতত্ত্ব বিবৃত করেছিলেন।

ফ্রেডরিক গ্রান্ট ব্যান্টিং

Sir Friedrich Grant Banting

জন্ম—১৪ নভেম্বর, ১৮৯১ মৃত্যু—২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১

১৯২৩ সালে তিনি তোরেন্ডোতে ওষুধ গবেষণার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ছিলেন এবং ঐ বছরেই নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি ইনস্যুলিন আবিস্কার করেছিলেন যা ডায়াবেটিস্ রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

ফিলিপাস অরিওলাস প্যারাসেলসাস

Philippus Aureolus Paracelsus

জন্ম—১৪৯৩ মৃত্যু—১৫৪১

বাসলেতে প্রথম তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি ওষুধে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের প্রচলন করেন। তিনিই প্রথম 'অ্যাল-কোহল' কথাটি এবং 'জিঙ্ক' ধাতুটির কথা উল্লেখ করেন। মানবিকতত্ত্বের বিরোধিতা করে তিনি বলেন রোগ-প্রতিকার সাধারণতঃ আপেক্ষিক পক্ষ সমর্থনকারী আপেক্ষিক প্রতিকার।

জোসেফ লিস্টার

Joseph Lister

জন্ম—১৮২৭ মৃত্যু—১৯১২

লিস্টারকে আধুনিক শল্যবিদ্যার জনক বলা হয়ে থাকে। শিক্ষালাভ শেষ

করে তিনি লণ্ডণের কিংস কলেজে শল্যবিদ্যার অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন অ্যান্টিসেপটিক সম্বন্ধে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি আধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের "অ্যাপ্লানাটিক ফোসাই" তত্ব আবিস্কার করেছিলেন এবং লোহিত রক্ত কণিকার আকৃতি নির্ণয় করেছিলেন।

রর্বাট ব্যারেনি

Robert Barany

জন্ম—২২শে এপ্রিল, ১৮৬৭ মৃত্যু—৮ই এপ্রিল, ১৯৩৬

কান ও গলার রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন এবং ১৯১৪ সালে ঐ রোগ নির্ণয়ের নতুন পদ্ধতি আবিস্কার করার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সেরিবেলাম সম্বন্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন।

রিচার্ড ব্রাইট

Richard Bright

জন্ম—২৮শে সেপ্টেম্বর ১৭৮৯ মৃত্যু—১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৫৮

গীর হাসপাতালে তিনি সহকারী হয়ে কাজ করতেন এবং তিনিই প্রথম কিড্‌নী ও উদরী রোগের মধ্যে সম্পর্ক আবিস্কার করেন। কিড্‌নী ঘটিত রোগ "নেফ্রাইটিস" সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট গবেষণা করেছিলেন।

গণিতজ্ঞ

অ্যাপোলোনিয়াস

Apollonius

জন্ম—খ্রীস্টপূর্ব ২৬০ মৃত্যু—খ্রীস্টপূর্ব ২০০

তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত জ্যামিতজ্ঞ। কনিক সেকশান সম্বন্ধে তিনি একটি বিখ্যাত বই লিখেছিলেন যা আমাদের পরিচিত তথ্যভাণ্ডার সংক্ষিপ্তই করেনি, যার সাহায্যে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার বিরাট বড় রূপ ধারণ করেছিল। উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত ও পরাবৃত্ত এই শব্দগুলির সাথে তিনিই আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন।

আবুল ওয়াফা

Abul Wafa

জন্ম—৯৪০ মৃত্যু—৯৯৮

ত্রিকোণোমিতির প্রথম লেখক (আবিষ্কর্তা)-দের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ত্রিকোণোমিতি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধর্মের অবিষ্কারের জন্য তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। স্পর্শক সম্পর্কে তিনি তালিকা তৈরী করেও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

আলহাজেন

Alhazen

জন্ম—৯৬৭, বসরা মৃত্যু—১০৩৮, কায়রো

ইনি আলোক সম্বন্ধে গবেষণা করার পর কটি বই ল্যাটিন ভাষায় লিখেছিলেন এবং 'আলো' চোখ থেকে বস্তুতে এসে পড়ে—এই তথ্যের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি গোলাকৃতি ও অধিবৃত্তীয় আয়না তৈরী করেছিলেন। জীবনের কিছুটা সময় তাঁর মধ্যে পাগলামির লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

আঁন্দ্রে মেরী অ্যামপীয়র

Andre Marie Ampere

জন্ম—২২শে জানুয়ারী, ১৬৭৫ মৃত্যু—১০ই জুন, ১৮৩৬

ইনি ছোটবেলায় খুব দুঃখকষ্টের সঙ্গে দিনযাপন করে নিজের চেষ্টায়

বড় হয়েছিলেন। তিনি প্যারিসে পলিটেক্‌নিক স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক এবং ফ্রান্সের একটি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের তড়িৎ—গতিবিদ্যার জনক, তাই তড়িৎ একক হিসাবে তাঁর নাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আর্কিটাস

Archytus

জন্ম—খীস্টপূর্ব ৪২৮ মৃত্যু—খ্রীস্টপূর্ব ৩৪৭

ইনি কপিকল আবিষ্কার করেছিলেন। মনে করা হয় তিনিই প্রথম অঙ্কে বিশ্লেষক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি প্রথম সমান্তর প্রগতি, গুণোত্তর ও অনোন্যক প্রগতির মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নির্দেশ করেন।

স্যার আইজাক নিউটন

Sir Isaac Newton

জন্ম—১৬৪২ মৃত্যু—১৭২৭

১৬৮৪ সালে তিনি মহাকর্ষ বিষয়ক গতিতত্ত্বের বেশ কিছু অংশ শেষ করে ফেলেছিলেন যা সৌরমণ্ডলে প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং এই প্রসঙ্গেই কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্রের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা গিয়েছিল যে চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে আকর্ষণ ওদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তাণুপাতিক। তিনি অঙ্কের ক্ষেত্রে দ্বিপদ উপপাদ্য ও অসীম চলন বিদ্যা আবিষ্কার করেছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছিলেন। তাঁকে অনেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে থাকেন।

অ্যাড্রেন মেরী লেজেন্দ্র

Adren Marie Legendre

জন্ম—১৭৫২ মৃত্যু—১৮৩৩

তিনি ডানকার্ক ও বোলোনের মাঝখানে এক ডিগ্রী অক্ষাংশ মেপে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। দ্বিঘাত-অনোন্যকতা, উপবৃত্ত ও সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং তিনি জ্যামিতি সম্বন্ধে একটি পাঠ্য বই প্রকাশ করেছিলেন। সর্বনিম্ন বর্গ সম্বন্ধেও তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল।

কার্ল অ্যাডল্ফ আগার্ধ
Karl Adolf Agardh
জন্ম—২৩শে জানুয়ারী, ১৭৮৫ মৃত্যু—২৮শে জানুয়ারী, ১৮৫৯
তিনি প্রথমে অঙ্কের অধ্যাপনার কাজ করলেও পরে উদ্ভিদবিদ্যা ও গ্রামীণ অর্থনীতির অধ্যাপক পদে কাজ করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানচর্চা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে তিনি ধর্মাধ্যক্ষে পরিণত হন। ১৮২৪ সালে একটি বই লিখে তাতে তিনি ৪৯টি দ্বি-পরমাণু সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লেখেন।

কার্ল ফ্রেডরিক্‌গস
Karl Fredrichgauss
জন্ম—১৭৭৭ মৃত্যু—১৮৫৫
১৮০৭ সালে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ্‌দের মধ্যে অন্যতমরূপে গণ্য হন। তিনি একটি বিখ্যাত উপপাদ্য আবিষ্কার করেছিলেন যা তাঁর নামেই প্রচলিত। ওয়েবারের সঙ্গে তিনি একত্রে তড়িৎ চুম্বকীয় টেলিগ্রাফ তৈরী করেছিলেন যার সাহায্যে সোয়া এক মাইল দূরত্ব পর্যন্ত খবর পাঠানো যেত। তাঁর নাম অনুসারেই চৌম্বক ক্ষেত্রের একক-এর নামকরণ করা হয়েছিল।

কলিন ম্যাক্লরীন
Colin Maclaurin
জন্ম—১৬৯৮ মৃত্যু—১৭৪৬
১৭৮২ সালে "A Treatise of Felaslions" নামে একটি বই প্রকাশিত করে গণিতের ক্ষেত্রে এক ধরনের নতুন, নিউটনের চেয়ে উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তন করে দেখিয়েছিলেন। তাঁর নামে প্রচলিত একটি উপপাদ্যর তিনি উন্নতি বিধান করেছিলেন, যা টেলরের উপপাদ্য থেকে প্রমাণ করা যায়।

জিন লে রঁদ ডি আলেমবার্ট
Jean Le Rond D' Alembert
জন্ম—নভেম্বর, ১৭১৭ প্যারিস মৃত্যু—২৯শে অক্টোবর, ১৭৮৩
ছোটবেলায় একজন গরীব কাচ লাগাবার মিস্ত্রীর কাছে মানুষ হয়েও তিনি বড় একজন গণিতজ্ঞ হয়েছিলেন। গতিবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা

করে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং আংশিক বিভেদ সম্বন্ধীয় কলন—বিদ্যার মান বিষয়ক তত্ব প্রমাণিত করেন। নিউটনের গতিতত্ব সম্বন্ধীয় সূত্রের ক্ষেত্রেও তিনি কিছু অতিরিক্ত সংযোজন করেন।

জিন রবার্ট আরগার্দ

Jean Robert Argard

জন্ম—১৭৬৮ জেনেভা মৃত্যু—১৮২২ প্যারিস

তিনি প্রথম জটিল সংখ্যা ব্যবহার করে দেখান যে সব গাণিতিক সমীকরনের বীজ আছে। তাঁর ডায়াগ্রামটিতে একটি বিন্দু দ্বারা একটি জটিল সংখ্যা নির্দেশিত হয় যেখানে বিন্দুটির x অংশ রাশিটির বাস্তব অংশের সমান এবং বিন্দুটির y অংশ রাশিটির কাল্পনিক অংশের সমান। সাধারণতঃ আমরা জানি, এটা লেখা হয় $re^{i\phi}$ যেখানে,

$$r = \sqrt{x^2+y^2} \text{ এবং } \phi = \tan^{-1}(y/x)$$

জন লেয়ার্ড নেপিয়ার

John Laird Napier

জন্ম—১৫৫০ মৃত্যু—১৬১৭

তিনি লগারিদম সৃষ্টি করার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং দশমিক চিহ্ন সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করে গিয়েছিলেন। লগারিদমের ক্ষেত্রে নিধান e-র পরিবর্তে 10 ধরে নতুন লগ তালিকা তিনি তৈরী করেছিলেন।

রেনে থিয়োফিল হায়াসিন্থ ল্যান্‌ছ

Rene Theofile Hyacinthe Laennce

জন্ম—১৭৮১ মৃত্যু—১৮২৬

প্যারিসে শিক্ষালাভ শেষ হলে তিনি ডাক্তারী শুরু করেন এবং ১৮১৬ সালে শিশুদের পরীক্ষা করার জন্য "স্টেথোস্কোপ" আবিষ্কার করেছিলেন। ১৮২২ সালে তিনি ফ্রান্সে ওষুধশাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর গবেষণা তাঁকে অনেক উঁচুস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

পদার্থবিজ্ঞানী

অ্যান্টয়নী হেন্‌রি বেক্‌রেল

Antoine Henry Bacquerel

জন্ম – ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৫২ মৃত্যু—২৫শে আগস্ট, ১৯০৮

প্যারিসে শিক্ষালাভের পর তিনি অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন এবং ১৯০৩ সালে কুরীদ্বয়-এর সঙ্গে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি একটি রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন যা ইউরেনিয়াম লবণ থেকে নির্গত হয়। চুম্বকত্ব ও আলোকের বিপরীতমুখী প্রবাহ সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন।

অসবোর্ন রেনল্ডস্‌

Osborne Reynolds

জন্ম—১৮৪২ মৃত্যু—১৯১২

কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে কারিগরীবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। "রেজিস্টমিটার" সম্বন্ধে একটি অসম্পূর্ণ সূত্র তিনি কিছুটা উন্নত করেছিলেন। ১৮০০ ফুট উঁচু একটি সেণ্টিফিউগাল পাম্প তিনি উন্নত করার চেষ্টা করেছিলেন।

অগাস্টীন জিন ফ্রেস্‌নেল

Augustin Jean Fresnel

জন্ম—১৭৮৮ মৃত্যু—১৮২৭

তিনিই প্রথম আলোকের ক্রিয়ায় উদ্ভাসিত অঞ্চলে ওর প্রকৃত কাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন যে সাদা আলো বহু সংখ্যক তরঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত যাদের দৈর্ঘ্য বর্ণালীতে লাল থেকে বেগুনীতে হ্রাস পায়। তিনি একটি দ্বি-অক্ষীয় প্রিজম্‌ আবিষ্কার করেছিলেন এবং আলোকের বিপরীতমুখী প্রবাহ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

অগাস্ট অ্যাডল্ফ এডওয়ার্ড এবারহার্ড কুঁদ্‌ট্‌

August Adolf Edward Eberhard Kundt

জন্ম— ১৮৩৯ মৃত্যু—১৮৯৪

লিপিগ ও বার্লিনে শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি বার্লিনে ১৮৮৮ সালে

অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি কঠিন ও গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে শব্দের বেগ নির্ণয় করার জন্য একটি নলের প্রবর্তন করেছিলেন যা তাঁর নামে প্রচলিত। এছাড়া তিনি কোন ধাতুর প্রতিসরাঙ্ক ও আপেক্ষিক তাড়িতিক রোধের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

অ্যালবার্ট আব্রাহাম মিকেলসন

Albert Abraham Michelson

জন্ম—১৮৫২ মৃত্যু—১৯৩১

পড়াশুনা শেষ করে ১৮৯২ সালে তিনি চিকাগোতে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৯০৭ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি আলোর বেগ সম্বন্ধে গবেষণা করে বলেছিলেন যে তার মান ৩০,০০০ মিটার প্রতি সেকেন্ডে। তিনি একটি লাল ক্যাডমিয়ামের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিমাপ করেছিলেন এবং একটি ইনটারফেরোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন।

অ্যান্ডারস্ জোনাস অ্যাংস্ট্রম

Anders Jonas Angstrom

জন্ম—১৩ই আগস্ট, ১৮১৪ মৃত্যু—২১শে জুন, ১৮৭৪

১৮৫৮ সালে তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের কাজ পান এবং স্পেকট্রোস্কোপি (আলো দেখে বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করার পদ্ধতি) নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে বর্ণালীর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একক নির্ধারণ করা হয় যার মান 10^{-8} *Cm.*। অর্থাৎ 1. A. U. $= 10^{-8}$ *Cm.* সৌরমণ্ডলে হাইড্রোজেন আবিষ্কার করে তিনি সাধারণ সৌরবর্ণালী সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত মানচিত্র প্রকাশ করেছিলেন।

আলেকজান্ডার এড্মন্ড বেক্রেল

Alexander Edmond Bacqreel

জন্ম—২৪শে মার্চ, ১৮২০ মৃত্যু—১১ই মে, ১৮৯১

তিনি সৌরবিকিরণের আলো—রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন সালফাইড ও ইউরেনিয়াম যৌগের যারা অন্ধকারে জ্বলনশীল, তাদের সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেন। এই বিষয়ে একটি প্রস্ফুরক যন্ত্র তৈরী করেন। তিনি দ্বি-চুম্বকত্ব ও প্যারা চুম্বকত্ব সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করেছিলেন।

আর্কিমিদিস
Archimedes

জন্ম—খ্রীস্টপূর্ব ২৮৭ মৃত্যু—খ্রীস্টপূর্ব ২১২

আলেকজান্দ্রিয়াতে শিক্ষালাভের পর তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে "কোন নিমজ্জিত বস্তুর আপাত ওজন হ্রাস অপসৃত জলের ওজনের সমান" যা তাঁর নাম অনুসারেই আর্কিমিদিস সূত্র নামে পরিচিত। প্রচলিত আছে যে, রাজার মুকুটে যে সোনা আছে তা কতটা খাঁটি তা প্রমাণ করার উপায় বের করার জন্য তিনি গবেষণাকালে স্নান করতে করতে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছে যান এবং ঐ অবস্থাতেই চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে পড়েন। বৃত্তের ক্ষেত্রফল, পরিসীমা ও ব্যাসের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করার জন্য তিনি কিছুদিন গবেষণা করেছিলেন।

আর্নস্ট অ্যাবে
Arnost Aba

জন্ম—২৩শে জানুয়ারী, ১৮৪০, মৃত্যু—১৪ই জানুয়ারী, ১৯০৫,

তিনি "Optical works of Carlzeiss"র একজন অংশীদার ছিলেন। আলোক-বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করে তিনি "অ্যাবের সমগোত্রীয় অভিভূতি" নামে একটি পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন যাতে বস্তু ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের অব্জেকটিভের নিম্নভাগটি নিমগ্ন হয়ে লেন্সের সমান প্রতিসরাঙ্ক হয়। এটি থেকে খুব উঁচু পর্যায়ের বিবর্ধন পাওয়া যায়।

আর্থার হোলি কম্পটন
Arthur Holly Compton

জন্ম—১৮৯২ মৃত্যু—১৯৫৪

১৯২৫ সালে উইলসনের সঙ্গে একত্রে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পারমাণবিক বিজ্ঞানের উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল এবং নির্উক্লিয় শক্তির উন্নতি ও কস্‌মিক রশ্মি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অনুসন্ধান করেছিলেন। এক্ষরে সম্বন্ধীয় বহু বই লিখে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন।

আমেদিও কোতেদি কোয়ারেজ্না অ্যাভোগাড্রো
Amedeo Coutedi Quaregna Avogadro

জন্ম—৯ই আগস্ট, ১৭৭৬ মৃত্যু—৯ই জুলাই, ১৮৫৬

তুরিনে তিনি গাণিতিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর নাম

অনুসারে যে সূত্রটি প্রচলিত আছে অর্থাৎ 'সম আয়তন সকল গ্যাস সমান চাপ ও তাপমাত্রায় সমসংখ্যক অণু ধারণ করে' এই আবিষ্কারের জন্যই তিনি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। ১৮১৪ সালে অ্যামপীয়র একটি এই ধরনের সূত্রের কথা বললেও অ্যাভোগাড্রোর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাঁর সূত্রটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু পরে এর সত্যতা স্বীকার করা হয়।

আর্নেস্ট ফ্লোরেন ফ্রেডরিক চ্যাডনি

Ernest Floren Freidrich Chladni

জন্ম – ৩০শে নভেম্বর, ১৭৫৬ মৃত্যু – ৩রা এপ্রিল, ১৮২৭

তিনি ইউফোনিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন এবং পরে তারের অণুদৈর্ঘ্য কম্পন অনুসারে বালির সাথে কতকগুলি প্লেট বর্ষণে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান। তাঁকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে শ্রুতিবিদ্যার জনক বলা হয়ে থাকে।

আলেক্সিস থারেস পেটিট

Alexis Tharese Petit

জন্ম—১৭৯১ মৃত্যু—১৮২০

পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এই পেটিট ডুলং-এর সঙ্গে একত্রে নিজের নাম অনুসারে "পেটিট সূত্র" আবিষ্কার করেছিলেন, যেখানে বলা হয়েছিল "সব পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব ও আপেক্ষিক তাপের গুণফল সমান অর্থাৎ ধ্রুবক এবং এর মান সাধারণতঃ 6·4 (প্রায়) হয়। তিনি তাপের প্রসারণ ও কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন।

আর্নেস্ট ম্যাক

Ernest Mach

জন্ম—১৮৩৮ মৃত্যু—১৯১৬

ভিয়েনাতে শিক্ষালাভের পর তিনি ১৮৬৪ সালে প্রথমে অঙ্ক ও পরে পদার্থবিদ্যা শাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৮৭ সালে প্রাস ও ঘন কালো কঠিন খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে স্মরণীয় মন্তব্য ও গবেষণা করেছিলেন। তিনি ম্যাক অ্যাঙ্গেল (**Angle**) বর্ণনা করেন, প্রাস ও তরঙ্গের মাঝখানে উৎপন্ন দুটি অক্ষ বরাবর যার মান নির্ণয় করা হয়েছিল

$V/\omega = \sin \alpha$ এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে, যেখানে V = শব্দের বেগ ও ω = প্রাসের বেগ।

আলেকজান্ডার স্টীপ্যানভোভিচ্ পোপভ্
Alexander Stepanvovitch Popov

জন্ম— ১৮৫৯ মৃত্যু—১৯০৫

রেডিওটেলিগ্রাফির অগ্রদূত এই পোপভ্ প্রথম এরিয়াল হিসাবে একটি তার ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়াও তিনি এক ধরনের কোহিয়ার (Cohere) আবিষ্কার করেছিলেন তারবিহীন তরঙ্গ আবিষ্কারের জন্য। তারবিহীন টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের একজন দাবীদার হিসাবে তাঁকে ধরা যেতে পারে।

স্যার উইলিয়াম ফ্লেচার ব্যারেট
Sir William Fletcher Barrett

জন্ম—১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৪ মৃত্যু—২৬শে মে, ১৯২৫

তিনি ১৮৭৩—১৯১০ পর্যন্ত দুবলিনে অধ্যাপনার কাজ করেন। তিনিই প্রথম টেলিপ্যাথি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও তিনি স্টালয় ও অন্যান্য চৌম্বক অ্যালয় নিয়ে মূল্যবান অনুসন্ধান করেন।

স্যার উইলিয়ম হেনরি ব্রাগ
Sir William Henry Bragg

জন্ম ২রা জুলাই, ১৮৬২ মৃত্যু—১২ই মার্চ, ১৯৪২

১৯১৫ সালে তিনি উইলিয়াম লরেন্সের সাথে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এক্স-রে স্পেকট্রোমিটারের উন্নতিসাধনে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। এছাড়াও কতগুলি বই লিখে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যা "The World of Sound", "Concerning the nature of things" নামে পরিচিত।

উইলিয়াম এডওয়ার্ড এয়ারটন
William Edward Ayrton

জন্ম—১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭ মৃত্যু—৮ই নভেম্বর, ১৯০৮

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার পর তিনি ১৮৭৯ সালে দক্ষিণ কেন্সিটেন-এ ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পেরী কুরীর সাথে যুগ্মভাবে তিনি ভোল্টামিটার ও অ্যাম্মিটার আবিষ্কার করেছিলেন।

উইলিয়ম নিকলসন
William Nicholson

জন্ম—১৭৫৩ মৃত্যু—১৮১৫

ছন্নছাড়া জীবন থেকে তিনি বিজ্ঞান জগতে এসেছিলেন এবং আবিষ্কার করেছিলেন, যা তাঁর নাম অনুসারে পরিচিত "হাইড্রোমিটার"। তিনি একটি পাত্রে ঘটনাক্রমে কয়েক ফোঁটা জল ফেলে লক্ষ্য করেছিলেন যে তাড়িতের সাহায্যে জলের বিশ্লেষণ সম্ভব এবং তিনিই ঐ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

উইলিয়াম নিকল
William Nicol

জন্ম—১৭৬৮ মৃত্যু—১৮৫১

প্রথম দিকে প্রাকৃতিক দর্শন বিষয়ে শিক্ষালাভ করলেও তিনি নিজেকে বিজ্ঞানের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চেরা কাঠ তৈরী করার উন্নত মান আবিষ্কার করেছিলেন। 'বিভিন্ন কোষ' সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করার জন্য, ১৮২৮ সালে আলোকের বিপরীত প্রবাহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য, তিনি একটি প্রিজম তৈরী করেছিলেন যা "নিকল প্রিজম" নামে পরিচিত।

লর্ড উইলিয়াম থমসন কেলভিন
Lord William Thomson Kelvin

জন্ম—১৮২৪ মৃত্যু—১৯০৭

তিনি দর্পণ গ্যালভানোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন বাইরের খবর সংগ্রহ করার জন্য। এছাড়া সূক্ষ্মতম তাড়িতিক বিভব পার্থক্য সূক্ষভাবে মাপার জন্য কোয়াড্রান্ট ইলেকট্রোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি প্রথম পরম শূন্য তাপমাত্রা নির্দিষ্ট করার জন্য একটি থার্মোমিটার তৈরী করেছিলেন যাতে 100°c থেকে 200°c পর্যন্ত তাপমাত্রা নির্ণয় করা যেত। তিনি র‍্যালের আলোক তরঙ্গ সূত্রটি কিছুটা পরিবর্তন সাধন করেছিলেন এবং সূর্যের উপরি-তলের বিকিরিত শক্তি গণনা করেছিলেন যার মান 7000 অশ্ব-ক্ষমতা, প্রতি বর্গফুটে।

উইলহেম কোনার্ড রনটজেন

Wilhelm Konard Rontgen

জন্ম—১৮৪৫ মৃত্যু—১৯২৩

হল্যান্ড ও জুরিখে শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯৩ ও ১৯০১ সালে তিনি যথাক্রমে পদার্থবিদ্যায় বামফোর্ড মেডেল ও নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে তিনি একটি রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন যা ক্যাথোড রশ্মির মতই (অনেকাংশে) নলের প্রাচীর ভেদ করে এসে পড়ে। নাম না জানা ঐ রশ্মির তিনি নাম দিয়েছিলেন "এক্স রশ্মি" যা রন্‌জন রশ্মি নামে পরিচিত।

উইলিয়াম হিড উসটন

William Hyde Woaston

জন্ম—১৭৬৬ মৃত্যু—১৮২৮

প্লাটিনাম তৈরীর একটি উন্নত পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করেছিলেন এবং প্লাটিনাম তার তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন যার ব্যাস 1/30,000 ইঞ্চি। ১৮০১ সালে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে ঘর্ষণজনিত তড়িৎ এবং বৈদ্যুতিক তড়িৎ উভয়ই সমান। ১৮০৩ ও ১৮০৪ সালে তিনি যথাক্রমে প্যালাডিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন। এছাড়াও তিনি কেলাসের কোণপরিমাপের জন্য প্রতিফলিত গণোস্‌মিটার আবিষ্কার করেছিলেন।

উইলহেম এডওয়ার্ড ওয়েবার

Wilhelm Edward Weber

জন্ম—১৮০৪ মৃত্যু—১৮৯১

পদার্থবিদ্যার এই অধ্যাপক তড়িৎ বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। গসের সঙ্গে তিনি পদার্থের চুম্বকত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন এবং হীরের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করার জন্য বুনসেনের বরফ ক্যালরিমিটার ব্যবহার করেছিলেন। চৌম্বক প্রবাহের ব্যবহারিক একক, তাঁর নাম অনুসারেই "ওয়েবার" বলা হয়ে থাকে।

এটিন লুইস ম্যালাস

Etienne Lowis Malus

জন্ম—১৭৭৫ মৃত্যু—১৮১২

তিনি প্রতিফলনের সাহায্যে আলোকের বিপরীতমুখী প্রবাহ এবং একটি

সূত্র, যা তাঁর নাম অনুসারে সর্বজনবিদিত, আবিষ্কার করেছিলেন। সেখানে বলা হয়েছিল "কোন বিশেষ আলোর ক্ষেত্রে সূর্যের পরিবর্তিত রশ্মির প্রাবল্য সূর্যের স্বাভাবিক প্রাবল্যের সমান।" তিনি কেলাসের দ্বি-প্রতিসরণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

ওলিভার হেভিসাইড
Oliver Heavyside

জন্ম—১৮৫০ মৃত্যু—১৯২৫

তাড়িতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে আয়নীয় গ্যাসীয় স্তর প্রতিফলিত তেজস্ক্রিয় তরঙ্গ ধারণে অক্ষম। তিনি তরঙ্গ প্রসারণ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ভেক্টর বিশ্লেষণ, কলনবিদ্যা ও আবেশ-পূর্ণ অবিকৃত সারকিট (circuit), টেলিফোন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

স্যার ওলিভার জোসেফ লগ্
Sir Oliver Joseph Lodge

জন্ম—১৮৫১ মৃত্যু—১৯৪০

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি লিভারপুলে প্রথম পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তড়িৎ সম্বন্ধে ও তারবিহীন টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ ও ইথারের আকর্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন এবং মার্কনীর আগেই তার-বিহিন টেলিগ্রাফের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন।

ওটো আর লুমার
Otto R Lumar

জন্ম—১৮৬০ মৃত্যু—১৯২৫

ব্রেসলু-র এই অধ্যাপক ব্রোধানের সঙ্গে ১৭৭৮ সালে একটি ফটোমিটার তৈরী করেছিলেন প্রিজমের সজ্জাবিন্যাসের জন্য এবং অ্যারণের সঙ্গে একটি পারদপূর্ণ বাষ্পীয় বাতি তৈরী করেছিলেন মনোক্রোমাটিক দীপ্তিমিত পাওয়ার জন্য। বিকিরিত শক্তি সম্বন্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন এবং কোয়ান্টাম-

তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে "ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন" সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করেছিলেন।

ক্রিস্তিয়াঁ বার্কেল্যান্ড

Khristiaan Birkeland

জন্ম—১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৬৭ মৃত্যু—১৮ই জুন, ১৯১৭

একটি শূন্য নলে তিনি পৃথিবীর একটি চুম্বকীয় প্রতিরূপ গঠন করেছিলেন যার সাহায্যে তিনি ক্যাথোড রশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছিলেন এবং উজ্জ্বল তাড়িতিক প্রভাবে দুই প্রান্ত থেকে উজ্জ্বল আলোক প্রভা পেয়েছিলেন।

ক্রিশ্চিয়ান হুডগেন্স—

Christiaan Hudgens

জন্ম—১৬২৭ মৃত্যু—১৬৯৫

তিনি একটি সাধারণ দোলকের ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন। প্রথম এটা ঘড়ির রেগুলেটর রূপে ব্যবহার করেন এবং মহাকর্ষীয় ত্বরণ নির্ণয় করার জন্য তা ব্যবহার করেছিলেন। তিনি প্রথম সমগ্র শনিগ্রহের বলয়-গুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। ১৫৭১ সালে তিনি শনিগ্রহের একটি উপগ্রহ, "আইপেটাস" এবং ১৫৭১ সালে আলোক-তরঙ্গ সূত্র প্রবর্তন করেন।

ক্লাউড সারভাইস ম্যাথিওস পাউলেট

Claude Servais Matthios Pouellet)

জন্ম—১৭৯০ মৃত্যু—১৮৬৮

প্যারিসের পদার্থবিদ্যার এই অধ্যাপক ১৮৩৯ সালে সাইন ও ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার এবং একটি পাইরিলিমিটার (pyrhelimeter) আবিষ্কার করেছিলেন।

গ্যাব্রিয়েল লিপম্যান

Gabriel Lippmann

জন্ম—১৮৪৫ মৃত্যু—১৯২১

প্যারিস ও জার্মানীতে শিক্ষালাভের পর তিনি ১৮৮৬ সালে সোরবোন-এ গাণিতিক পদার্থবিদ্যা শাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯০৮ সালে তিনি

নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কৈশিক ইলেকট্রোমিটার (তাঁর নামেই এটা প্রচলিত) আবিষ্কার করেছিলেন এবং প্রথম বর্ণালীতে প্রথম রঙীন চিত্র তৈরী করেছিলেন। তিনি পিরী কুরী বর্ণিত পিজো-তড়িতের পদ্ধতি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছিলেন।

চার্লস অগাস্টীন দি কলম্বো

Charles Augustin De Coulombo

জন্ম—১৭৩৬ মৃত্যু—১৮০৬

তড়িৎ ও চুম্বক নিয়ে গবেষণা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং টরসন তুলা আবিষ্কার করে যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে প্রযুক্ত বল দুটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব ও তাদের আধানের উপর নির্ভরশীল।

স্যার চার্লস ভেরন বয়স্

Sir Charles Veron Boys

জন্ম—১৫ই মার্চ, ১৮৫৫ মৃত্যু—৩০শে মার্চ, ১৯৪৪

তিনি রেডিও মাইক্রোমিটার আবিস্কার করেন যা তাপযুগল ও পাতলা কুণ্ডলী বিশিষ্ট গ্যালভানোমিটারের সমন্বয়। এর সাহায্যে তিনি চাঁদ ও গ্রহের তাপ বিকিরণ মাপতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন বৃহস্পতি গ্রহের উপরিভাগের তাপমাত্রা 100°c-র কম। কোল গ্যাসের তাপীয় ক্ষমতা মাপবার জন্যও তিনি একটি ক্যালরিমিটার নতুনভাবে তৈরী করেছিলেন।

চার্লস কাগনিয়ার্ড ডি লা ট্যুর

Charles Cagniard de la Tour

জন্ম—৩১শে মার্চ, ১৭৭৭ মৃত্যু—৫ই জুলাই, ১৮৫৯

ইনি ছিলেন সাইরেনের আবিষ্কারক যা সাধারণতঃ তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে কম্পন মাপার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। কোন তরলের সংকট উচ্চতা নির্ণয় করার একটি যন্ত্রও তিনি তৈরী করেছিলেন।

জন এইটকেন

John Aitken

জন্ম— ১৮৩৯ মৃত্যু—১৩ই নভেম্বর, ১৯১৯

বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণা করে ইনি এর আয়তন মাপবার একটি সহজ

উপায় বের করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যদি ধূলিকণা সহ আবদ্ধ বায়ু হঠাৎ প্রসারিত হয় তবে মেঘ সৃষ্টি হয় এবং ধূলিকণাগুলি নিউ-ক্লিয়াসের মত ব্যবহার করে। তিনি আরও দেখিয়েছিলেন যে গ্যাসীয় পদার্থ-গুলিও নিউক্লিয়াসের মত ব্যবহার করতে পারে।

জিন ব্যাপটিস্টে বায়ট

Jean Baptiste Biot

জন্ম—২১শে এপ্রিল, ১৭৭৪ মৃত্যু—৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৬২

আলোর প্রতিফলনের সাহায্যে মেরুর অভিমুখীকরণ দেখানর জন্য তিনি একটি পোলারিস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন যার সাহায্যে তিনি আলোকবৃত্তীয় বিপরীত প্রবাহ (তড়িত যন্ত্রে) আমাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮০৪ সালে গে-লুসাকের সঙ্গে ইনি বেলুনের সাহায্যে উপরে উঠেছিলেন বায়ুমন্ডল ও চুম্বক পরিধি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য।

জন ফ্রেডারিক ড্যানিয়েল

John Friedrich Daniell

জন্ম—১২ই মার্চ, ১৭৯০ মৃত্যু—১৩ই মার্চ, ১৮৪৫

মেটেরলজি সম্বন্ধে প্রচুর মূল্যবান গবেষণা করেন এবং একটি নতুন হাইগ্রোমিটার আবিষ্কারের পর তিনি লন্ডনের কিংস কলেজে ১৮৩১ সালে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানেই তিনি বিখ্যাত "ড্যানিয়েল কোষ" নির্মাণ করেছিলেন।

জোহান জেকব বালমার

Johann Jakab Balmer

জন্ম—১লা মে, ১৮২৫ মৃত্যু—১২ই মার্চ, ১৮৯৮

বাস্‌লি (Basle)-তে শিক্ষালাভের পর ১৮৬৫-১৮৯০ পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার ছিলেন। ১৮৮৫ সালে তিনি একটি সূত্র আবিষ্কার করেন যেখানে দৃশ্যমান বর্ণালীতে হাইড্রোজেনের কম্পাঙ্ক অন্তভূর্ক্ত করা হয়। তাঁর সূত্রটি ছিল, $V = R\,1/2^2 \ldots\ldots 1/m^2)$, $m = 3, 4, \cdots\cdots$,

যেখানে V কম্পাঙ্ক এবং $R \rightarrow$ রিদ্‌বার্গ

ধ্রুবক $R_H = 1096.7{\cdot}6\ cm$

জন ক্যান্টন

John Canton

জন্ম—৩১শে জুলাই, ১৭১৮ মৃত্যু—২২শে মার্চ, ১৭৭২

১৭৫১ সালে তিনি কোপ্লে (Copley) মেডেল লাভ করেন। তিনিই প্রথম ক্ষমতাসম্পন্ন কৃত্রিম চুম্বক তৈরী করেন এবং বায়ুর তড়িৎ-শক্তিতে সঞ্চারণ দেখিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে জল সংকুচিত হতে পারে।

জ্যাকস্ আলেকজান্দ্রি সীজার চার্লস

Jacques Alexandre Cesar Charles

জন্ম—১২ই নভেম্বর, ১৭৪৬ মৃত্যু—৭ই এপ্রিল, ১৮২৩

তিনি একটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন যা তাঁর নামেই প্রচলিত এবং যেখানে বলা হয় "চাপ অপরিবর্তিত থাকলে পরম তাপমাত্রার সঙ্গে গ্যাসের আয়তন সমানুপাতিক।" গ্যাস নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য তিনিও একটি বেলুন উপরে তুলেছিলেন। তিনিই প্রথম বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরেছিলেন।

জোহান উইলহেম রীটার

Johann Wilhelm Ritter

জন্ম—১৭৭৬ মৃত্যু—১৮১০

১৮০২ সালে তিনি বর্ণালীর অতিবেগুনী রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন। ১৮০০ সালে তড়িৎ বিশ্লেষণ ক্রিয়ায় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন আলাদা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৮০৩ সালে তিনি অ্যাক্যুমুলেটর-এর নীতি আবিষ্কার করেন। জেনা ও মিউনিখে তিনি কিছুদিন গবেষণা করেছিলেন।

জিন অ্যান্টয়নি অ্যাব নোলেট

Jean Antoine Abbe Nollet

জন্ম—১৭০০ মৃত্যু—১৭৭০

শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি ১৭৩৮ সালে প্যারিসে অধ্যাপনা শুরু করেন পদার্থবিদ্যা শাস্ত্রে। ১৭৪৮ সালে তিনি "অস্মোসিস" প্রক্রিয়া আবিষ্কার

করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে জল শূকরের একটুকরো ব্লাডারের মধ্য দিয়ে মদপূর্ণ বোতলে প্রবেশ করতে পারে। তিনি একটি ইলেকট্রোস্কোপও আবিষ্কার করেছিলেন।

জর্জ সিমন ওহম্

George Simon Ohme

জন্ম—১৭৮৭ মৃত্যু—১৮৫৪

শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি ১৮৪৯ সালে মিউনিখে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি একটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন "তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে তারের দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ তার রোধের সমানুপাতিক"। তাড়িতিক রোধের ব্যবহারিক একক তাঁর নাম অনুসারেই "ওহম" বলা হয়ে থাকে। ১৮৪১ সালে তিনি কোপলে মেডেল পেয়েছিলেন।

জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

James Clerk Maxwell

জন্ম—১৮৩১ মৃত্যু—১৮৭৯

তিনি তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্রের গাণিতিক প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং ১৮৬৫ সালে আলোকের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের সাহায্যে তড়িৎ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন যে আলোকের পরিচিত বেগ ও তরঙ্গের বেগ সমান এবং উভয়েই তির্যক। তাপ, গ্যাসের গতিতত্ত্ব ও দৃশ্যমান রঙীন আলো সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন।

জুলিয়াস রবার্ট ভন মেয়ার

Julius Robert Von Mayer

জন্ম—১৮১৪ মৃত্যু—১৮৭৮

তাপ—গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র হিসাবে স্বীকৃত "শক্তির নিত্যতা সূত্র" আবিষ্কার করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে তিনি বহু সূত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি প্রথমে ওষুধশাস্ত্র অধ্যয়ন

করে ডাক্তারী শুরু করলেও পরে পদার্থবিদ্যার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করেন।

জর্জ ফিট্‌জ্‌গিলড
George Fitzgeald

জন্ম—১৮৫৩ মৃত্যু—১৯০১

তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন যে চৌম্বকক্ষেত্রের ভিতর কোন পদার্থ ঘুরতে থাকলে সেটা তার নির্দিষ্ট গতি বরাবর একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ সৃষ্টি করবে। তিনি প্রথম বলেছিলেন যে ধূমকেতুর উপরিভাগ বড় পাথর ও নিম্নভাগ ছোট পাথর দিয়ে গঠিত এবং এই জন্যই সূর্য থেকে আলো বিকিরণের ফলে ধূমকেতুর নিম্নভাগে বিকর্ষণ হয়। তিনি তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন।

স্যার জন অ্যামব্রোস ফ্লেমিং
Sir John Ambrose Flemming

জন্ম—১৮৪৯ মৃত্যু—১৯৪৫

লন্ডন ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভের পর তিনি লন্ডনে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি থার্মোআয়নিক ভাল্‌ভ আবিষ্কার করেছিলেন। তাড়িতিক বাতি ও তাড়িতিক আলো সম্বন্ধে, তাদের উন্নতির জন্য কিছু গবেষণা করেছিলেন। তিনি দিবারের সঙ্গে কম তাপমাত্রায় তাড়িতিক রোধ সম্বন্ধে গবেষণা করে কিছু বইও প্রকাশ করেন।

জেম্‌স্‌ ডেভিড ফোরবেস্‌
James Devid Forbes

জন্ম—১৮০৯ মৃত্যু—১৮৬৮

এডিনবরাতে শিক্ষালাভ শেষ করে প্রথমে আইন ব্যবসা শুরু করেন, পরে প্রাকৃতিক দর্শন নিয়ে সেখানেই অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি খনিজ কেলাস দ্বারা বিকির্ণ তাপের, মেরুর অভিমুখীকরণ বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। বরফঢাকা স্থানগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করে প্রমাণ করেছিলেন যে বরফ সাধারণতঃ ভাসমান জলীয় পদার্থের মত ঘোরাফেরা করে থাকে।

জনুলিয়াস এলস্টার

Julius Elster

জন্ম—১৮৫৪ মৃত্যু—১৯২০

বার্লিনে শিক্ষালাভ শেষ করেই তিনি গীটেলের সঙ্গে একত্রে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে গবেষণায় মন দেন। তাঁরা উভয়েই ফটো-তড়িৎ-কোষ, ফটো-তড়িৎ-ফটোমিটার এবং তেস্‌লা ট্রান্সফর্মার তৈরী করেছিলেন। ১৮৯৯ সালে তাঁরা প্রথম বৃষ্টির জল থেকে তড়িৎ আধান নির্ণয় করেছিলেন এবং গ্যাসীয় পদার্থের তড়িৎ-আবেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন।

স্যার জেমস্ হপউড্ জিনস্

Sir James Hopwood Jeans

জন্ম—১৮৭৭ মৃত্যু—১৯৪৬

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় লেখক এই জিনস প্রথমে গ্যাসের গতিতত্ত্ব এবং সৌর-গতিবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন, বিভিন্ন গ্রহের উৎপত্তি সম্বন্ধেও তিনি খুব উঁচু ধারণা পোষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ছোট তারাগুলি খুব দ্রুত এবং বড় তারাগুলি খুব আস্তে আস্তে ঘোরা-ফেরা করে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে ইউরেনিয়ামের বিকিরণের ফলে ৫৮০০ মিলিয়ন °C তাপমাত্রা উৎপন্ন হয়।

জেমস্ প্রেসকট জনুল

James Prescott Joule

জন্ম—১৮১৮ মৃত্যু—১৮৮৯

তিনি একটি তড়িতাবেশ কুণ্ডলীর সাহায্যে একটি সূত্র (তাপীয়) আবিষ্কার করেছিলেন যেখানে বলা হয়েছিল "তড়িৎ প্রভাবের ফলে উৎপন্ন তাপ তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের বর্গ, ওর রোধ ও মোট সময়ের গুণফলের সমানুপাতিক।" তিনি বলেছিলেন যে, "গ্যাসের শক্তি ওর তাপমাত্রার অপেক্ষক" এবং "কঠিন পদার্থের আণবিক তাপ ঐ পদার্থের পারমাণবিক তাপের সমান।" তাঁর নাম অনুসারেই তাপের একক ব্যবহার করা হয় যার মান $4{\cdot}18 \times 10^7$ আর্গ / °C

স্যার জন লেসলি

Sir John Leslie

জন্ম—১৭৬৬ মৃত্যু—১৮৩২

অ্যান্দ্রিউস ও এডিনবার্গে শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি ১৮১৯ সালে এডিনবার্গে প্রাকৃতিক দর্শন বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি একটি অবতল বায়ু থার্মোমিটার তৈরী করেছিলেন যার সাহায্যে হাইগ্রোমিতি ও বিকিরণ বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা করতে যথেষ্ট সুবিধা হতো। এই বিষয়ে তিনি কতগুলি বইও লিখেছিলেন।

জুলস্ অ্যান্টয়নি লিসাজোস

Jules Antoine Lissajous

জন্ম—১৮২২ মৃত্যু—১৮৮০

প্যারিসের সেন্ট লুইস কলেজের অধ্যাপক এই লিসাজোস ১৮৫৭ সালে "কম্পমান অণুবীক্ষণ যন্ত্র" আবিষ্কার করেছিলেন যা দেখায় যে দুটি সরল দোলন গতির লব্ধি পরস্পর সমকোণে নত থাকে। এ ছাড়াও আলোক এবং শব্দবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

জন কানিংহাম ম্যাকলীনান

John Kunningham Mclennan

জন্ম—১৮৬৭ মৃত্যু—১৯৩৫

টোরোন্টোতে ১৯০৭—১৯৩১ পর্যন্ত অধ্যাপনারত এই ম্যাকলীণান ধারকত্বের সংস্পর্শে তড়িৎ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন এবং ১৯৩২ সালে তিনি হিলিয়ামকে তরল করতে পেরেছিলেন। অক্সিজেনের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহিত করে উল্কাপিণ্ডের মত একটি বর্ণালী তিনি পেয়েছিলেন।

জিন চার্লস আর্থেনেস পেল্টিয়ার

Jean Charles Arthanese Pelttier

জন্ম—১৭৮৫ মৃত্যু—১৮৪৫

প্যারিসে একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে কাজ করার পর তিনি বিজ্ঞান-জগতে প্রবেশ করেন এবং তাপমাত্রার তাপ-তড়িৎ বিজারণ সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন যা "পেলটীয়ার এফেক্ট" নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে লেঞ্জ জলের হিমাঙ্ক সম্বন্ধে গবেষণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জন হেনরি পয়েন্টিং

John Henry Poyenting

জন্ম—১৮৫২ মৃত্যু—১৯১৪

ম্যাঞ্চেস্টার ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করে তিনি বার্মিংহামে ১৮৮০ সালে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯৩ সালে পরীক্ষার সাহায্যে তিনি "মহাকর্ষীয় ধ্রুবক" নির্ণয় করেছিলেন। টমসনের সঙ্গে তিনি "A Text book of Physics" নামে একটি বই লিখেছিলেন।

টরবার্ণ উল্‌ফ্‌ বার্গম্যান

Torbern Wolf Bergman

জন্ম ২০শে মার্চ, ১৭৩৫ মৃত্যু—৮ই জুলাই, ১৭৮৪

লিনিয়াসের অধীনে শিক্ষালাভের পর তিনি ১৭৬৭ সালে প্রথম অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং এরিয়োল অ্যাসিড পেয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি হাইড্রোজেন সালফাইড আবিষ্কার ও কৃত্রিম উপায়ে খনিজ জল প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ডেভিড অল্টার

David Alter

জন্ম—১৮০১ মৃত্যু—১৮৮১

তিনি ছিলেন বর্ণালীর প্রাচীনতম আবিষ্কারকদের মধ্যে একজন। ১৮৫৪ সালে তিনি দেখান যে প্রতিটি মৌলের নিজ নিজ বর্ণালী আছে। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রে স্পেকট্রোস্কোপের ব্যবহার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

ডমিনিক্ ফ্রান্সিস জিন আরাগো

Dominiquc Franeis Jean Arago

জন্ম—২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৬ মৃত্যু—২রা অক্টোবর, ১৮৫৩

পদার্থবিদ্যার বহু শাখাকে কেন্দ্র করে তিনি বিভিন্নরকম গবেষণা করেছিলেন এবং ১৮৩৪ সালে একটি উপায় বের করেছিলেন যার সাহায্যে একটি ঘূর্ণায়মান আয়না আলোর বেগ স্থির করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। তিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যে লোহা ছাড়াও অন্যান্য পদার্থের চৌম্বক ধর্ম

বর্তমান এবং ১৮২৫ সালে এজন্য তিনি কোপলে মেডেল লাভ করেন। ১৮১৮-১৮২২ সাল পর্যন্ত শব্দের বেগ বিষয়ে গবেষণার পর তিনি তড়িতের সাহায্যে চৌম্বকত্ব উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করেন।

স্যার ডেভিড ব্রিসটার

Sir David Breuester

জন্ম—১১ই ডিসেম্বর, ১৭৮১ মৃত্যু—১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৮

তিনি এডিনবার্গ এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার প্রকাশক ছিলেন এবং ১৮১৫ সালে রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। ১৮১১ সলে একটি সূত্র আবিষ্কার করে তিনি বলেন যে কোন প্রতিফলন মাধ্যমের প্রতিসরন ও স্পর্শক বরাবর মেরুর অভিমুখী কোণের মান সমান। ১৮৩৫ সালে তিনি পলিজোনিয়াল লেন্স আবিষ্কার করেছিলেন।

ডেনিস প্যাপিন

Denis Papin

জন্ম—১৬৪৭ মৃত্যু—১৭১২

হুগেনের অধীনে শিক্ষালাভ করে তিনি ১৬৮৭ সালে মারবার্গে অঙ্কের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৬৭৯ সালে বয়েলের সঙ্গে তিনি একত্রে একটি "প্যাপিনের ডাইজেসটার" নামে যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যার সাহায্যে জলের তাপমাত্রা **200°c** উষ্ণতা পর্যন্ত উঠানো যায়, ১৬ বায়ুমন্ডলীর চাপে। তিনি প্রথম বায়ু-চাপকে মোটিভশক্তির উৎসরূপে বর্ণনা করেন।

পিরী কুরী

Pierre Curie

জন্ম—১৫মে, ১৮৫৯ মৃত্যু—১৯শে এপ্রিল, ১৯০৬

প্যারিসে শিক্ষালাভের পর তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন এবং কেলাসের বৃদ্ধি, পিজো-তড়িৎ সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন ; আবার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং এমন একটি উষ্ণতা নির্দেশ করেছিলেন যাতে সব পদার্থ তাদের চৌম্বকধর্ম পরিবর্তন করে, যা "কুরী পয়েন্ট" নামে পরিচিত।

পিটার ভ্যান মুস্‌চেন-ব্রোক

Peter van Musschenbroek

লিভেনে শিক্ষালাভ শেষ করে পদার্থবিদ্যা-শাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি "পাইরোমিটার" আবিষ্কার করলেও "লিডেনজার" আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। উটরেক্ট' বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন।

ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাস্টন

Franceis William Aston

জন্ম – ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭, মৃত্যু—২০শে নভেম্বর, ১৯৪৫

বার্মিংহাম ও কেম্ব্রিজে পড়াশুনা করার পর ১৯৩৫ সালে তিনি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। আইসোটোপ সম্বন্ধে গবেষণা করে ১৯২২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৯ সালে তিনি ভর নির্ণায়ক যন্ত্র প্রবর্তন করে সীসার আটটি আইসোটোপের উপস্থিতি প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন।

ফিলিপ ই, এ, ভন লেনার্ড

Phillip E A Von Lenard

জন্ম—১৮৬২ মৃত্যু—১৯৪৭

বুনসেনের অধীনে শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৯০৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি এক্সরশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা করে প্রচুর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন এবং এই গবেষণা-কাজের জন্য একটি শূন্য-নলে তিনি একটি ছোট অ্যালুমিনিয়াম জানালা তৈরী করেছিলেন এবং এইভাবে বায়ুমন্ডলে ক্যাথোড রশ্মির প্রবেশ ঘটে। ফস-ফরাসের ন্যায় অন্ধকারে আলোক ঢোকার কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি গবেষণা করেছিলেন।

বার্ট্রাম বোর্ডেন বোল্টউড

Bertram Borden Boltwood

জন্ম—১৮৭০ মৃত্যু—১৯২৭

মিউনিক, লিপিট, ম্যাঞ্চেস্টার ও নিউ হ্যাভেনে শিক্ষালাভের পর তিনি

অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। তিনি আইনিয়াম আবিষ্কার করেন এবং ১৯০৫ সালে প্রথম সীসাকে তেজস্ক্রিয়তার শেষ অবস্থা হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। রাদারফোর্ডের সূত্রানুযায়ী তিনি খনিজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন।

ম্যাক্স কার্ল আর্নস্ট লুইগ প্লাঙ্ক

Max Karl Ernst Lueig Plank

জন্ম – ১৮৫৮ মৃত্যু—১৯৫৭

পদার্থবিদ্যার এই অধ্যাপক কোয়ান্টম তত্ব প্রবর্তন করে পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আপেক্ষিকতার আলোকে তিনি আলোক ও বিকিরণ সম্বন্ধে এবং তাপগতিবিদ্যা ও কণা গতিবিদ্যা সম্বন্ধে আলাদাভাবে গবেষণা করেছিলেন। কৌণিক ভরবেগের একককে "প্লাঙ্ক ধ্রুবক" বলা হয়।

ম্যাসিডোনিও মেলোনি

Macedonio Melloni

জন্ম—১৭৯৮ মৃত্যু—১৮৫৪

পার্মা-র পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এই মেলোনি বিকিরিত তাপ আবিষ্কারের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাপীয় বিকিরণের প্রতিফলন সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তিনি বিভিন্ন যন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন এবং একটি গালভানোমিটার ও বিকিরিত তাপ পরিমাপের জন্য "থার্মোপাইল" ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছিলেন।

যোসেফ আন্টয়নি ফার্দিনান্দ প্লাটিউ

Joseph Antoine Ferdinand plateau

জন্ম—১৮০১ মৃত্যু— ১৮৮৩

পদার্থবিদ্যার এই অধ্যাপক আবিষ্কার করেছিলেন যে কোন তরলের উপর জলের একটি ফোঁটা পড়লে ঠিক তার পরেই আর একটি ফোঁটা প্রথমটির অনুযায়ী ঐ তলে পড়ে। আণবিক পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সূর্যের দিকে ক্রমাগত 20 সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মেরী কুরী

Mary Courie

জন্ম—৭ই নভেম্বর, ১৮৬৭　　　মৃত্যু—৪ঠা জুলাই, ১৯৩৪

পিরী কুরীর সাথে যুগ্মভাবে তিনি রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। ১৮৯৮ সালে ইউরেনিয়াম আকরিকগুলি নিয়ে পরীক্ষা করার সময় তিনি প্রথম পোলোনিয়াম পৃথক করেন। ১৯১১ সালে রসায়নশাস্ত্রে এবং ১৯০৩ সালে পিরী কুরী বেকরেলের সঙ্গে একত্রে পদার্থবিদ্যায় অর্থাৎ দুবার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তেজস্ক্রিয় সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে একগ্রাম রেডিয়ামকে এক কুরী বলা হয়ে থাকে।

যোসেফ ভন ফ্রনহোফার

Joseph von Fraunhofer

জন্ম—১৭৮৭　　　মৃত্যু—১৮২৬

তিনি খুব সুন্দর এবং সূক্ষ্ম লেন্স এবং প্রতিসরক তৈরী করতে পারতেন। তিনি সৌর-বর্ণালী সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন এবং অন্যান্য উপরস্থ বর্ণালী সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি একটি হিলিভমিটার ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ণায়ক ডিফ্র্যাকশন গ্র্যাটিং আবিষ্কার করেছিলেন।

যোসিয়া উইলার্ড গীবস্

Josiah Willard Gibbs

জন্ম—১৮৮৯　　　মৃত্যু—১৯০৩

ইয়েল, প্যারিস, বার্লিন ও হিদেলবার্গ-এ শিক্ষালাভ শেষ করে ইনি অধ্যাপনা শুরু করেন এবং অঙ্কে (ভেক্টর বিশ্লেষণ সম্বন্ধে) বহু গবেষণা করেছিলেন। তাঁকে ভৌত-রসায়নের জনক বলা হয়ে থাকে। তিনি ফেজ নীতি সম্বন্ধে গবেষণা করে এবং বিপরীতধর্মী বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে সাম্যতা সম্বন্ধে কাজ করে প্রচুর সম্মান ও কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি কোপলে মেডেল পেয়েছিলেন।

যোসেফ হেনরি

Joseph Henry

জন্ম—১৭৯৭　　　মৃত্যু—১৮৭৮

প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপক হেনরি তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ, শ্রবণ-ইন্দ্রিয় এবং

ধাতববিদ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করে প্রচুর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। আবেশের একক তাঁর নাম অনুসারেই ধরা হয়ে থাকে। ১৮২৯ সালে তিনি তড়িৎ-চুম্বকীয় মোটর তৈরী করেছিলেন এবং ১৮৪২ সালে দেখিয়েছিলেন যে তড়িৎ আধানগুলি দোলনে সক্ষম।

যোসেফ স্টীফেন

Joseph stefan

জন্ম ১৮৩৫ মৃত্যু – ১৮৯৩

ভিয়েনার পদার্থবিদ্যার এই অধ্যাপক একটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন যা "স্টীফেন সূত্র" নামে পরিচিত ; যেখানে বলা হয়েছিল "একটি ব্ল্যাক বডি থেকে যে পরিমাণ শক্তি বিকিরিত হয় তা পরম তাপমাত্রার চার গুণের সমানুপাতিক"। গ্যাসের গতিতত্ত্ব, তড়িৎ, জলকণা গতিবিদ্যা সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছিলেন।

রোনাল্ড ব্যারন ভন ইত্‌ভস্‌

Ronald Baron von Etvos

জন্ম—১৮৪৮ মৃত্যু—১৯১৯

বুদাপেস্ট ও হিদেলবার্গ-এ শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি মহাকর্ষ, কৈশিকতা ও পার্থিব চুম্বকত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন এবং তরল পদার্থের তাপমাত্রা ও উপরিতলের প্রসারণ-এর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। "মোচন তুলা"—যা স্থানীয় মহাকর্ষীয় ভেদ ও মাটির নীচের বস্তু সম্পর্কে গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হয়—তা তৈরী করে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

রবার্ট অ্যান্দ্রিউস মিলিকন

Robert Andreues Millikan

জন্ম ১৮৬৮ মৃত্যু—১৯৫৩

১৯২৩ সালে ইলেকট্রনের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি তড়িৎ সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন যার সাহায্যে নির্দিষ্ট চাপে, একক আয়তন গ্যাসের অণুসংখ্যা নির্দিষ্ট করা যেত

এবং ইলেকট্রনের আধানের মান বের করা গিয়েছিল। তিনি এক্সরশ্মি, কস্মিকরশ্মি, প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক ও অতি বেগুনী বর্ণালী সম্বন্ধেও স্মরণীয় অনুসন্ধান ও মন্তব্য করে গেছেন।

লুডিগ বোল্জম্যান

Luduig Boltzmann

জন্ম—১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৪ মৃত্যু—৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬

লিজ ও ভিয়েনাতে শিক্ষালাভের পর ইনি ১৮৯৫ সালে ভিয়েনাতে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গ্যাসের গতিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ম্যাক্সওয়েল-এর তড়িৎ-চুম্বকীয় সূত্রের ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। তাপের গতি-সূত্রের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল। কোন অণুর মোট গড় শক্তি এবং তার পরম উষ্ণতার অণুপাতকে বলা হয় বোল্জম্যান ধ্রুবক যার মান $1{\cdot}380 \times 10^{-16}$ আর্গ /°।

লর্ড আর্নেস্ট রাদারফোর্ড

Lord Ernest Rutherford

জন্ম—১৮৭১ মৃত্যু—১৯৩৭

ইনি ১৯০৮ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি তেজস্ক্রিয় লবণ থেকে নিঃসৃত আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন এবং ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন যে কিছু তেজস্ক্রিয় মৌল হিলিয়াম উৎপন্ন করে।

স্যামুয়েল পিয়ারপোঁত ল্যাঙ্গলী

Samuel Pierpont Langley

জন্ম—১৮৩৪ মৃত্যু—১৯০৬

তিনি পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অধ্যাপনা করেছিলেন। বিকিরণের সৌর-ধ্রুবক ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের দ্বারা তাপশক্তি শোষণ সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশুনা করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে তিনি একটি ছোট্ট বিমান তৈরী করেছিলেন যা প্রায় আধঘন্টা উড়েছিল। তিনি সৌরবর্ণালীকে তিনটি অষ্টক থেকে পাঁচটি অষ্টকে বৃদ্ধি করেছিলেন।

হাগ লঙবোর্ণ ক্যালেন্ডার

Hugh Longbourne Callender

জন্ম—১৮৬৩ মৃত্যু—২১শে জানুয়ারী, ১৯৩০

স্টীম-ইঞ্জিন সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুদিন গবেষণা করেছিলেন এবং ১৮৯৯ সালে বার্ণসের সঙ্গে জলের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করার জন্য অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান। তিনি স্থির-চাপে একটি বায়ু থার্মোমিটারের কথা বলেন যার সাহায্যে 450°C পর্যন্ত মাপা যায়।

হেনরি আগাস্টাস রোল্যান্ড

Henry Augustus Rowland

পদার্থবিদ্যার এই অধ্যাপক প্রমাণ করেছিলেন যে গতিশীল অবস্থায় একটি আয়ণীয় বস্তু তড়িতের সমান চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন করে। তিনি ১৮৭৯ সালে জুলের প্রবর্তিত তাপের তুল্যাঙ্কগতি সূত্রটির কিছু সংশোধন করেছিলেন এবং বলেছিলেন 0°C থেকে 100°C পর্যন্ত জলের আপেক্ষিক তাপ ধ্রুবক নয়।

হ্যানস ফ্রেডরিক গীটেল

Hans Friedrich Geitel

জন্ম—১৮৫৫ মৃত্যু—১৯২৩

তিনি প্রথম এলস্টারের সঙ্গে ফটো-তড়িৎ-কোষ, ফটো-মিটার ও একটি তেনলা ট্রান্সফর্মার আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা একত্রে তড়িতাবেশ ও গ্যাসীয় পদার্থের আয়নীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেছিলেন। তড়িতের উপর তিনি অনেক বই লিখেছেন। তাঁরা প্রথম বৃষ্টির জল থেকে তড়িৎ আধান নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলেন।

হেনরিক রুডল্ফ হার্জ

Henrich Rudalf Hertz

জন্ম—১৮৫৭ মৃত্যু—১৮৯৪

তিনি ম্যাক্সওয়েলের বচন অনুযায়ী ইথারের তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ ও হার্জিয়াম তরঙ্গ আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি দেখিয়ে-

ছিলেন যে প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও পোলারাইজেশনের অনুসারী এই তরঙ্গগুলি আলোকের মতই আচরণ করে।

হেনরি ক্যাটার

Henry Kater

জন্ম -- ১৭৭৭ মৃত্যু—১৮৩৫

সৈন্যদলের একজন সামান্য পর্যবেক্ষক হয়েও তিনি দোলকের একটি উন্নতমান প্রবর্তন করেছিলেন যা তাঁর নামে প্রচলিত। কোনো বস্তুর পরিমাণ বের করার জন্য তিনি একটি যন্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন, এর সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে ওজন পরিমাপের সুবিধা হতো। ১৮১৭ সালে তিনি কোপলে মেডেল পেয়েছিলেন।

হারম্যান লুডিং ফার্দিনান্দ ভন হেলমোজ

Hermann Luduing Ferdinand Von Helmhotz

জন্ম—১৮২৯ মৃত্যু—১৮৯৪

তিনি ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার-এর উন্নতমান হিসাবে একটি অনুনাদ যন্ত্র আবিস্কার করেছিলেন। শক্তির নিত্যতা সূত্র সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করেছিলেন। তিনি ফ্যাকোস্কোপ এবং চোখের রেটিনা পরীক্ষা করার জন্য অপ্‌থ্যাল্‌মোস্কোপ আবিষ্কার করেন। সূর্যের স্হায়িত্বকাল মোটামুটিভাবে নির্ণয় করেছিলেন এবং প্রতি সেকেন্ডে স্নায়বিক স্পন্দনের গতি (১২০ মিটার / সে) নির্ণয় করেন।

হেনড্রিক ফেড্‌রিক এমিল লেন্‌ক্স

Hendrich Friedrich Emil Lenx

জন্ম —১৮০৪ মৃত্যু—১৮৬৫

পিটসবার্গে অধ্যাপনাকালে তিনি বিভিন্ন ধাতুর ধারকত্ব সম্বন্ধে এবং তাপমাত্রার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য গবেষণা করেছিলেন। তাপ ও তড়িৎ সম্পর্কিত একটি সূত্র তিনি আবিষ্কার করেন যা বর্তমানে জুলের সূত্র নামে পরিচিত। আবিষ্ট তড়িৎ সম্পর্কিত তাঁর সূত্রটি তড়িৎ প্রবাহের অন্যতম একটি আবিষ্কার।

হেনড্রিক অ্যান্টুন লোরেঁজ

Hendrik Antoon Lorentz

জন্ম—১৮৫৩ মৃত্যু—১৯২৮

লেডেনে শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি সেখানেই গাণিতিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। "কোয়ান্টা মতত্ব" আবিষ্কার করেছিলেন এবং পরে তড়িৎ চৌম্বকীয় গবেষণা, আপেক্ষিকতার সূত্র আবিষ্কারের পথ সুগম করে। তিনি ১৯০২ সালে জীক্ষলের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং গতিশক্তি, মহাকর্ষ, তাপ-গতিবিদ্যা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন।

হেনরি গুইন জেফস্রেস মোজলে

Henry Gwyn Jefsreys Moseley

জন্ম—১৮৮১ মৃত্যু—১৯১১

অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে লেকচারার পদ গ্রহণ করলেও কিছুদিন বাদে তা গবেষণার জন্য পরিত্যাগ করেন। পারমাণবিক সংখ্যা ও এক্স-রশ্মি বর্ণালীর মধ্যে একটি সম্পর্ক স্হাপন তাঁর স্মরণীয় আবিষ্কার। অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যুর ফলে বিজ্ঞান-জগতে অপূরনীয় ক্ষতি হয়।

হিক ক্যামারলিং ওনস্

Heike Kamerlingh Onnes

হিদেলবার্গে শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি ১৮৮২ সালে লিডেনে পরীক্ষণীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি লিডেনের ক্রায়োজেনিক পরীক্ষাগারের স্হাপক। তিনিই প্রথম ১৯০৮ সালে কঠিন পদ্ধতিতে হিলিয়ামকে তরলে পরিণত করেছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি তাঁর পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন প্রথম তরলে পরিণত করেন।

হেনরি ক্যাভেনডিস

Henry Cavendish

জন্ম – ১৭৩১ মৃত্যু—১৮১০

তিনি কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেছিলেন। ১৭৬৬ সালে হাইড্রোজেনের ধর্ম আবিষ্কার করেন। বিশ্বাস করতেন যে কণাগুলির আভ্যন্তরীণ গতির ফলে তাপ সৃষ্টি হয়। ১৭৯৭ সালে প্রথম নিউটনের মহাকর্ষীয় ধ্রুবক আবিষ্কার করেন টরসন্ ব্যালান্সের সাহায্যে।

জীববিদ

অ্যাডল্ফ এঙ্গলার

Adolf Engler

জন্ম—১৮৪৪ মৃত্যু—১৯৩০

১৮৮৯ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যায় অধ্যাপনা শুরু করেন এবং সেখানেই বোটানিক্যাল গার্ডেন ও যাদুঘরের ডিরেক্টর পদ লাভ করেন। তিনি উদ্ভিদের প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস ও উদ্ভিদ ভূ-বিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। আফ্রিকার উদ্ভিদকুল সম্বন্ধে পড়াশুনা ও অনুসন্ধান করেছিলেন।

স্যার অ্যাস্টলে প্যাস্টন কুপার

Sir Astley Paston Cooper

জন্ম—২৩শে আগষ্ট, ১৭৬৮ মৃত্যু—১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪১

এডিনবার্গে ও সেন্ট টমাস হাসপাতালে শিক্ষালাভের পর তিনি অ্যানাটমীতে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮১৩ সালে রয়্যাল কলেজে সার্জেন হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৮১১ সালে তিনি একটি ধমনী অপারেশন করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। কারণ তখন অ্যান্টিসেপটিক চিকিৎসা-বিদ্যা আবিষ্কৃত হয়নি।

অগাস্টিন পাইরোম দি ক্যানডোল

Augustin pyrome de Candolle

জন্ম—৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৮ মৃত্যু ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪১

জেনেভাতে শিক্ষালাভের পর তিনি উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন এবং শ্রেণীবিন্যাসে হিনিয়াম পদ্ধতির ঠিক উল্টো একটি উপায় আবিষ্কার করেন। ফ্রান্সে একটি উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধীয় সার্ভের পর তিনি প্রাকৃতিক ইতিহাসে অধ্যাপনা করতেন।

আন্দ্রিয়া সেসালপিনি

Andrea Cesalpine

জন্ম—১৫১৯ মৃত্যু – ১৬০৩

তিনিই প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস করতে চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন উদ্ভিদকে তাদের ফল ও ফুলের বিভেদ অনুসারে সাজিয়ে তিনি একটি শ্রেণীবিন্যাস গঠন করেছিলেন যা ১৫৮৩ সালে "De plantis" নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

আলেক্সিস ক্যারেল

Alexis Carrel

জন্ম—২৮শে জুন, ১৮৭৩ মৃত্যু—৫ই নভেম্বর, ১৯৪৪

লায়নস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর তিনি সেখানে ও চিশালো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেছিলেন। শারীরবিদ্যা ও ওষুধ নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি ১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন যার সাহায্যে রক্ত-নালিকাগুলি জোড়া দিয়ে ধমনী পরিবর্তন করা সম্ভব হত। কোষের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্যও তিনি প্রচুর গবেষণা করেছিলেন যার জন্য একটি মুরগীর জীবন তিনি অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

উইলিয়াম বেটসন

William Bateson

জন্ম – ৮ই আগষ্ট, ১৮৬১ মৃত্যু—৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬

রাগবি ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভের পর ১৯০৮ সালে তিনি কেম্ব্রিজে জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সালে তিনি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি মেন্ডেলের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। অভিব্যক্তির ঘটনা তিনি গ্রহণ করলেও প্রজাতির অগ্রগামী ভেদ বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন।

এমিল অ্যাডল্ফ ভ্যান বেরিং

Emil Adolf Van Behring

জন্ম—১৫ই মে, ১৮৫৪ মৃত্যু—৩১শে মে, ১৯১৭

১৮৯০ সালে কিটাসাটোর সঙ্গে গবেষণার সময় তিনি আবিষ্কার করেছিলেন

যে টিটেনাস ও ডিপথেরিয়া থেকে মুক্তিলাভ করা যায় যদি একটি প্রাণী থেকে সিরাম সংগ্রহ করে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করানো হয়। ১৯০১ সালে তিনি প্রথম ওষুধশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ক্যাসিমির যোসেফ দেভেইন

Casimir Joseph Devaine

জন্ম—১৮১২ মৃত্যু—১৮৮২

ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি অ্যানথ্রাক্স রোগ সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ব্যাকটেরিয়াগুলি রক্তে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে এক মিলিয়ণের একভাগ জীবাণু রোগ ছড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

কার্ল আর্নস্ট ভন বেয়ার

Karl Ernst Von Baer

জন্ম—২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯২ মৃত্যু—২৮শে নভেম্বর, ১৮৭৬

শিক্ষালাভের পর তিনি ১৮৩৪ সালে পিটস্‌বার্গ-এ অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। স্তন্যপায়ী জীবের ভ্রূণ আবিষ্কার করে তিনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ভ্রূণতত্ব নিয়ে গবেষণার সময় তিনি একটি সাধারণ সূত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন।

গিয়োভ্যানি কোয়াটিস্টা অ্যামিছি

Giovanni Qattista Amici

জন্ম—২৫শে মার্চ, ১৭৮৬ মৃত্যু—১৩ই এপ্রিল, ১৮৬৩

ইনি একজন জ্যোতির্বিদও ছিলেন এবং ১৮৪০ সালে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের একটি নিমজ্জন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বিভিন্ন যৌন চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বিস্তর গবেষণা করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির প্রচলন করেন। প্রতিফলিত টেলিস্কোপের আয়নার উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ ক্রিয়াশীল ছিলেন।

গেরার্ড পল ডেশোইয়েস

Gerard paul Deshoyes

জন্ম—১৭৯৫ মৃত্যু—১৮৭৫

প্রথমে ওষুধশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করলেও তিনি পরে প্রাণী-বিদ্যা ও শঙ্খবিদ্যা

সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে শঙ্খবিদ্যা সম্বন্ধে অধ্যাপনা শুরু করেন প্যারিসে। তিনি জীবাশ্ম সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন এবং প্রায় ৪০ হাজার বিভিন্ন প্রজাতি সংগ্রহ করেছিলেন।

জর্জ বেন্থাম

George Bentham

জন্ম—২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮০০ মৃত্যু—১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪

উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছিলেন এবং উচ্চ পর্যায়ের "Genera plantarum" নামে বই লিখে জোসেফ হুকার সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রচুর সম্মান পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সামান্য একজন শিল্প-সংগ্রাহক।

জন জ্যাকব অ্যাবেল

John Jacob Abel

জন্ম— ১৮৫৭ মৃত্যু—২৬শে মে, ১৯৩৮

তিনি ইউরোপে ডাক্তারী সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছিলেন। তিনি প্রাণীকোষের সুপ্রারেনাল গ্রন্থি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তিনি এপিনেফ্রিন পৃথক করেছিলেন যা ব্লাডপ্রেসার বা রক্তচাপ বৃদ্ধির কারন।

জেমস কোজার ইছির্ট

James Cossar Eceart

জন্ম—১৮৫১ মৃত্যু—১৯৩৩

ওষুধশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা শেষ করে তিনি এডিনবার্গে প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে ১৮৭৮ সালে অধ্যাপনা শুরু করেন। মৎস্যচাষ বিষয়ে তিনি খুব কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ঘোড়া ও জেব্রার দ্বিশংকর জনন সম্পর্কে বহু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন "টেলিগনি" সম্পর্কে পূর্ব ধারণা বিলীন করে দেওয়াব জন্য।

থিওডোর বভারি

Theodor Boveri

জন্ম—১২ অক্টোবর, ১৮৬২ মৃত্যু—১৫ই অক্টোবর, ১৯১৫

১৮৮৮ সালে তিনি প্রাণীকোষের স্থায়ী অঙ্গ হিসাবে সেন্ট্রোসোম কথাটি

প্রথম ব্যবহার করেন। ১৮৯২ সালে তিনি স্পারমাটোজেনেসিস সম্বন্ধে একটি সচিত্র বর্ণনা তৈরী করেছিলেন যা এখনও ব্যবহৃত হয়।

ফার্দিনান্দ জুলিয়াস কন

Ferdinand Julius Chon

জন্ম—২৪শে জানুয়ারী, ১৮২৮ মৃত্যু—২৫শে জুন, ১৮৯৮

ব্রেসলু ও বার্লিনে শিক্ষালাভের পর তিনি সেখানেই উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম ব্যাকটেরিয়লজি আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের একটি আলাদা শাখা হিসাবে ব্যক্ত করেন। তিনি উদ্ভিদ-শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করে এবং প্যারাসাইটিক উদ্ভিদ সম্বন্ধে পড়াশুনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ব্যাকটেরিয়া একটি উদ্ভিদ।

ফ্রেডরিক অর্পন বাওয়ার

Friedrich Orpon Bower

জন্ম—১৮৫৫ মৃত্যু—১৯৪৮

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন-এ তিনি সভাপতি ছিলেন এবং অভিব্যক্তি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। তাঁর বিখ্যাত বইটির নাম "The Botany of the Living plant" (১৯১৯ সালে লিখিত)।

রুডল্ফ জেকব ক্যামেরারিয়াস

Rudolf Jacob Camerarius

জন্ম—১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৬৫ মৃত্যু—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৭২১

তিনি তুবিনগেন-এ বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডিরেক্টর ছিলেন এবং প্রথম উদ্ভিদের যৌন-ধারণা ব্যক্ত করেন। ১৬৯৪ সালে তিনি "De Sex plantarum epistota" নামে একটি বই প্রকাশ করেন, যা ছিল পরীক্ষণীয় প্রমাণ-ভিত্তিক।

রবার্ট ব্রাউন

Robert Brown

জন্ম—২১শে ডিসেম্বর, ১৭৭১ মৃত্যু—১০ই জুন, ১৮৫৯

এডিনবার্গে ওষুধ-শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভের পর তিনি ৪০০০ উদ্ভিদ প্রজাতি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ফিরে আসেন। তিনিই প্রথম প্রাকৃতিক নিয়মে

উদ্ভিদের শ্রেনীবিন্যাস গঠন করেন। ১৮৩৮ সালে তিনি কোপলে মেডেল লাভ করেন। কলয়েড দ্রবণে বিভিন্ন কণার গতি সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন।

রোণাল্ড বীফেন

Ronald Biffen

জন্ম—১৮৭৪ মৃত্যু—১৪ই জুলাই, ১৯৪৯

১৮৯৬ সালে কেম্ব্রিজ ত্যাগ করে ব্রাজিলে যান এবং ১৯০০ সালে সেখানে প্রজনন নিয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। ১৯০৮ সালে তিনি প্রথম কেম্ব্রিজে কৃষিবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২০ ও ১৯২৫ সালে তিনি যথাক্রমে ডারউইন মেডেল ও নাইট উপাধি লাভ করেন।

লুইস চার্লস অ্যাডিলেইড চ্যামীনও

Lauis Charles Adelaide Chamnio

জন্ম—১৭৮১ মৃত্যু—২১শে আগষ্ট, ১৮৩৯

তিনি একটি বিখ্যাত গল্প লিখেছিলেন যেখানে একটি মানুষ তার ছায়া বিক্রি করত। তিনিই প্রথম ১৮১৯ সালে বিভিন্ন প্রাণীর অদ্ভুতত্ব আবিষ্কার করেছিলেন যা "পরিবর্তিত বংশগতি" নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে তিনি দুই বা ততোধিক রকমের জীবন চক্র প্রবর্তন করেন।

লুথার বারব্যাঙ্ক

Luther Burbank

জন্ম—৭ই মার্চ, ১৮৪৯ মৃত্যু—১১ই অক্টোবর, ১৯২৬

ল্যাংকাস্টার অ্যাকাডেমীতে শিক্ষালাভের পর তিনি একজন বিভিন্ন উদ্ভিদ উৎপাদক রূপে খ্যাতিলাভ করেন। অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি টম্যাটো, শস্য, ফুল ও অন্যান্য ফল বিশেষের উন্নত ফলন উৎপাদনে সফল হয়েছিলেন।

হিউজ দি ভ্রিস

Huge de Vries

জন্ম—১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৮ মৃত্যু—২১শে মে, ১৯৩৫

১৮৭৮ সালে তিনি আমস্টারডাম-এ অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি অভিব্যক্তি সম্বন্ধে পরীক্ষণীয়ভাবে পড়াশুনা করেছিলেন এবং "মিউটেশন" আবিষ্কার করেছিলেন। অস্মোসিস সম্বন্ধেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন।

ভূতত্ত্ববিদ

আওয়ার্স পিরী আরমাঁদ পেটিট ডুফ্রেনে

Ours Peirre Armand Petit Dufrenay

জন্ম—১৭৯২ মৃত্যু—১৮৫৭

তিনি ফ্রান্সের একটি ভূ-তত্ত্বীয় মানচিত্র তৈরী করেছিলেন। খনিজ-বিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিলেন এবং কেলাসনের ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাসের এক নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি একটি খনিজ ভিত্তিক স্কুলের ডিরেক্টর ছিলেন।

গিয়োভানি আর্দুইনো

Giovanne Ardwno

জন্ম—১৭১৩ মৃত্যু—১৭৯৫

তিনি পাদুয়াতে খনিজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। ১৭৬০ সালে তিনি প্রথম বিভিন্ন শিলাকে প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টার্সিয়ারী এই তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন যে ধারণার কিছু অংশ মাত্র এখন পরিবর্তিত ও মার্জিত করা হয়েছে।

ভারতীয় বিজ্ঞানী

চিকিৎসক

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

Upendranath Brahmachari

জন্ম—১৮৭৫ মৃত্যু—১৯৪৬

কালাজ্বরের ওষুধ 'ইউরিয়া স্টিবামিন' তিনিই আবিষ্কার করেন। আগে এই জ্বরে আমাদের দেশে অনেকেই মারা যেত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানারোগের ওষুধ বের করার উপরে তিনি গবেষণা চালিয়ে গেছেন।

চরক

Charak

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানে চরকের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে। "চরক সংহিতা" নামক অমূল্য গ্রন্থটির তিনি রচয়িতা। তিনি কুষাণরাজ কনিষ্কের খাসবৈদ্য ছিলেন।

নীলরতন সরকার

Nilratan Sarkar

জন্ম—১৮৬১ মৃত্যু ১৯৪৩

ইনি কলকাতা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। ২৪-পরগনা জেলার দক্ষিণ ন্যাতড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ১৯১৯-১৯২১ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল বর্তমানে কলেজে উন্নীত হয়ে তাঁর নাম ও স্মৃতি বহন করছে।

বিধান চন্দ্র রায়

Bidhan Chandra Roy

জন্ম—১৮৮২ মৃত্যু—১৯৬২

তিনি ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং চিকিৎসা-বিদ্যায় অসাধারণ

দক্ষতার জন্য দেশ-বিদেশে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ছিলেন ও সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্ব-পূর্ণ অংশগ্রহণ করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁকে নতুন পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা বলা হয়। এক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন।

রসায়নবিদ

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

Gyan Chandra Ghosh

জন্ম – ১৮৯৪ মৃত্যু—১৯৫৯

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পুরুলিয়াতে জন্ম। গাঢ় দ্রবণের মধ্যে লবণের অণুগুলি কিভাবে আয়নিত হয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে এই বিষয়ে গবেষণা করে তিনি "ঘোষের আয়নবাদ" তত্ত্বের প্রকাশ করেন। আলোক রসায়নের উপর তাঁর গবেষণাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ গ্যাস থেকে ফিসার—টপস পদ্ধতিতে অনুঘটকের সাহায্যে তরল উৎপাদনে তাঁর পদ্ধতি দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। ভারতের প্রায় সমস্ত বিজ্ঞান পরিষদ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে বৃটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর লোকান্তর ঘটে ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে।

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

Prafulla Chandra Roy

জন্ম—১৮৬১ মৃত্যু—১৯৪৪

ভারতবর্ষে রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপনা ও গবেষণার এবং রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় প্রবর্তক প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১ খৃস্টাব্দে। ১৯১১ খৃস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সি-আই-ই এবং ১৯২০ খৃস্টাব্দে নাইট উপাধি দান করেন। মিউনিক শহরের 'ডয়েটস অ্যাকাদেমি' এবং লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি তাঁকে সম্মানিত সদস্যরূপে নির্বাচিত

করে। ভারতে রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতের প্রথম কারখানা 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হন। বাংলাদেশে বিবিধ শিল্পোন্নতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচেষ্টায় সব সময়ই তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে তাঁর তিরোধান ঘটে।

পদার্থবিদ

ক্যারিয়ামানিক্যম শ্রীনিবাসকৃষ্ণণ

Caryamanikym Srinibaskrishnan

জন্ম—১৮৯৮ মৃত্যু—১৯৬১

প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী। দক্ষিণ ভারতের ওয়াটব্যাপে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে জন্ম। বিজ্ঞানী সি, ভি, রমনের সঙ্গে একযোগে গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলেন। আলোক বিজ্ঞান এবং কেলাসে চৌম্বকত্বের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৪০ খৃস্টাব্দে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর অন্যান্য গবেষণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কেলাসের আলোকধর্ম ও তার উপর এক্সরের প্রভাব সম্বন্ধীয় গবেষণা প্রভৃতি। তাঁর মনীষার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৯৬১ সালে তিনি দিল্লীতে পরলোকগমন করেন।

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ

Chandrashekhar Venkat Raman

জন্ম—৭ই নভেম্বর, ১৮৮৮ মৃত্যু—২১শে নভেম্বর, ১৯৭০

তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানে গবেষণা করে তিনি ডি. এস. সি ডিগ্রী লাভ করেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন 'রমণ এফেক্ট' আবিষ্কারের জন্য।

মেঘনাদ সাহা

Meghnad Saha

জন্ম—৬ই অক্টোবর, ১৮৯৩ মৃত্যু—১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬

'থিয়োরী অব থারমাল আয়োনাইজেশন' তার জীবনের সেরা আবিষ্কার। এছাড়াও তিনি পদার্থবিদ্যায় অনেক উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। তাপ-যান্ত্রিক শক্তির ভেতরে সম্বন্ধ ও তিনি বার করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি অনেক জনহিতকর কাজও করে গিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

Satyendranath Basu

জন্ম—১লা জানুয়ারী, ১৮৯৪ মৃত্যু—৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪

তাঁর 'বসু আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিক্স' বিশ্ববিখ্যাত। এর সাহায্যে খুব ছোট ছোট কণিকারা কোন নিয়ম মেনে চলে তা বলে দেওয়া যায়। তাঁর সম্মানার্থে এ ধরনের কিছু ছোট পদার্থের নামকরণ হয়েছে 'বোসন'। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের পরিপূরক কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও বের করেন।

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

Homi Jahangir Bhaba

জন্ম—৩০শে অক্টোবর, ১৯০৯ মৃত্যু—২৪শে জানুয়ারী, ১৯৬৬

পরমাণু-শক্তির উপর তার গবেষণা উল্লেখযোগ্য। ভারতে পরমাণু-শক্তির পথিকৃৎ হিসাবে তাঁকে ধরে নেওয়া যায়। ট্রম্বেতে 'ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার' তার হাতেই তৈরী হয়। পরমাণু গবেষণায় তিনি ভারতকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ১৯৬৬ সালের ২৪ শে জানুয়ারী এক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান।

মনোবিজ্ঞানী

গিরীন্দ্র শেখর বসু

Girindra Shekhar Basu

জন্ম—১৮৮৭ মৃত্যু—১৯৫৩

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। জীবনে ছিলেন সৌখিন যাদুকর। তাঁকে ভারতের

প্রথম মনোচিকিৎসক বলা হয়। তাঁর চেষ্টাতেই লুম্বিনী নামক মানসিক চিকিৎসার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়।

পরিসংখ্যানবিদ

প্রশান্ত মহলানাবীশ

Prasanta Mohalanabish

জন্ম—১৮৯৩ মৃত্যু—২৮শে জুন, ১৯৭২

পরিসংখ্যানের উপর তিনি আলোচনা করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই।

গণিতজ্ঞ

শ্রীনিবাস রামানুজম আয়েঙ্গার

Srinibas Ramanujam Ayangar

জন্ম—২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৭ মৃত্যু—১৯২০

বিষুবরেখার দৈর্ঘ্য অঙ্ক করে বের করেছিলেন। গণিতের উপর অসাধারণ গবেষণা করে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে যক্ষ্মারোগে তিনি মারা যান।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী

।। পদার্থবিদ্যা ।।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯০১	ভিলহেলম কনরাডরনটগেন। ছিলেন জার্মান।	তিনি এক্স-রশ্মি আবিষ্কার করেন।
১৯০২	পিটার জিখাস। ছিলেন ডাচ। হেলর্ডারিক আনতুম লোরেঞ্জ। ছিলেন ডাচ।	বিকিরণের উপর চৌম্বকের প্রভাব আবিষ্কার করেন।
১৯০৩	আঁতোন হেনরি বেকুয়েরেল। ফান্সের নাগরিক।	স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন।
	পিয়েরে কুরি। ছিলেন ফ্রান্সের নাগরিক।	তেজস্ক্রিয়তার উপর গবেষণা করেন।
	মেরী স্ক্লডেয়াস্কা কুরী। ছিলেন ফ্রান্সের নাগরিক। জন্ম হয়েছিল পোলান্ডে।	রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম আবিষ্কার করেন।
১৯০৪	জন উইলিয়াম স্ট্রুট। ছিলেন বৃটেনের নাগরিক।	গ্যাসের ঘনত্ব এবং আর্গন আবিষ্কার করেন।
১৯০৫	ফিলিপ লেনাদ। ছিলেন জার্মান। জন্ম হয়েছিল হাঙ্গেরীতে।	ক্যাথোড রশ্মির উপর গবেষণা করেন।
১৯০৬	স্যার জোসেফ। জন টমসম। ছিলেন বৃটেনের নাগরিক।	বস্তুর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা আবিষ্কার করেন।
১৯০৭	অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন। ছিলেন মার্কিন নাগরিক। জন্ম হয়েছিল জার্মানিতে।	আবহাওয়া-বিজ্ঞান এবং বর্ণালী-বীক্ষণ বিষয়ক যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯০৮	গাব্রিয়েল স্পিমান। ছিলেন ফরাসী, জন্ম হয়েছিল লুক্সেমবার্গে।	ইনটারসায়েন্সের সাহায্যে রঙিন ফটোগ্রাফ আবিষ্কার করেন।
১৯০৯	গুগলিয়েলমো মার্কনি। ছিলেন ইটালিয়ান। কার্ল ফার্দিনান্দ-ব্রাউন। ছিলেন জার্মান।	বেতার টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন।
১৯১০	জোহান্‌শ ডিডেরিক ভ্যানডার ওয়ালস্। ছিলেন ডাচ্।	গ্যাস এবং তরলের দশার সমীকরণ আবিষ্কার করেন।
১৯১১	ভিল হেলম কার্ল ভার্নার অটো ফ্রানজ ভিয়েন। ছিলেন জার্মান।	তাপের বিকিরণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।
১৯১২	নিলস গুস্তাফডালে। ছিলেন সুইডেনের।	লাইট হাউস এবং বয়ার নিয়ন্ত্রক আলোক-ব্যবস্থা আবিষ্কার করেন।
১৯১৩	হাইক কামেরলিং ওন্‌নেস। ছিলেন ডাচ্।	নিম্নতাপ পদার্থবিদ্যা, তরল হিলিয়াম প্রস্তুতকরণ আবিষ্কার করেন।
১৯১৪	ম্যাকস্‌থিএফর ফেলিকস্‌ফন লাউ। ছিলেন জার্মান।	কেলাসের দ্বারা এক্স-রশ্মির ডিফ্র্যাকশন আবিষ্কার করেন।
১৯১৫	স্যার উলিয়াম হেনরী ব্রাগ। ছিলেন বৃটেনের। স্যার উইলিয়াম লরেন্স। ছিলেন বৃটেনের।	এক্স-রশ্মির দ্বারা কেলাসের গঠন বিশ্লেষণ আবিষ্কার করেন।
১৯১৬	পুরস্কার দেওয়া হয় নি।	
১৯১৭	চার্লস গ্লোভার বার্কলা। ছিলেন বৃটেনের।	মৌল পদার্থের এক্স-রশ্মি-চরিত্র আবিষ্কার করেন।
১৯১৮	ম্যাক্স কার্ল অন্যান্ট লুদভিগ প্লাঙ্ক। ছিলেন জার্মান।	শক্তির কোয়ান্টা আবিষ্কার করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯১৯	জোহান্স স্টার্ক। ছিলেন জার্মান।	'ক্যাথোড' রশ্মির পেগ্লার এফেক্ট এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে বর্ণালীরেখার বিস্তৃতি-করণ আবিষ্কার করেন।
১৯২০	চার্লস এজেয়ার্ত গুইলাউম। ছিলেন ফ্রান্সের নাগরিক।	নিকেল ইস্পাত সঙ্কর ধাতুর সমস্যাবলী-সূত্র আবিষ্কার করেন।
১৯২১	অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। ছিলেন জার্মান।	গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে অবদান। ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট-এর সূত্রের আবিষ্কার করেন। 'আপেক্ষিকতা-বাদ' তাঁরই আবিষ্কার।
১৯২২	নীলন হেন্ডরিক ডেভিড বোর। ছিলেন ডেনমার্কের নাগরিক।	'পারমাণবিক গঠন এবং বিকিরণ' আবিষ্কার করেন।
১৯২৩	রবার্ট অ্যান্ড্রুজ মিলিকান। ছিলেন মার্কিন।	ইলেকট্রনের আধানের মান নির্ণয় এবং ফটো-ইলেকট্রিক আবিষ্কার করেন।
১৯২৪	কার্ল মালে জর্জ মিগবন। ছিলেন সুইডেনের।	এক্স-রশ্মি— বর্ণালীবীক্ষণ আবিষ্কার করেন।
১৯২৫	জেমন ফ্রাঙ্ক। ছিলেন জার্মান।	পরমাণু এবং ইলেকট্রনের পারস্পরিক ক্রিয়া আবিষ্কার করেন।
	গুস্তফ লুডভিগ হের্টজ। ছিলেন জার্মান।	সংঘাতসূত্র আবিষ্কার করেন।
১৯২৬	জিন বাপটিমটে পেরিণ। ছিলেন ফ্রান্সের নাগরিক।	ব্রাউনীয় গতি এবং অধঃক্ষেপ-স্থিতিস্থাপকতা আবিষ্কার করেন।
১৯২৭	পার্থার হীল কম্পটন। ছিলেন মার্কিন।	'কম্টন এফেক্ট অর্থাৎ মুক্ত ইলেকট্রনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় ফোটনের শক্তি হ্রাস আবিষ্কার করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
	চার্লস টমসন রীজ উইলসন। ছিলেন বৃটেনের।	বাষ্পীয় রেখা বা 'ভেপার ট্রেইল'-এর সাহায্যে আহিত কণার গতিপথ নির্ণয় করেন।
১৯২৮	স্যার-ওয়েন উইলানস্ রিচার্ডসন। ছিলেন বৃটেনের।	তাপ-আয়ন ঘটনাবলী-রিচার্ড-সনের সূত্র আবিষ্কার করেন।
১৯২৯	লুই-ভিকতর পিয়েরে রেমন্ড, প্রিন্স দ্য ব্রাগলি। ছিলেন ফ্রান্সের।	ইলেকট্রনের তরঙ্গ-চরিত্র আবিষ্কার করেন।
১৯৩০	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ। ছিলেন ভারতের নাগরিক।	আলোর বিচ্ছুরণ 'রমণ এফেক্ট' আবিষ্কার করেন।
১৯৩১	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯৩২	ভার্নার কার্ল হাইজেনবার্গ। ছিলেন জার্মান।	'কোয়ান্টাম মেকানিক্স' আবিষ্কার; হাইড্রোজেনের বহুরূপিতা আবিষ্কার করেন।
১৯৩৩	পাল আঁদ্রে ম্মরিস ডিরাক। ছিলেন বৃটেনের নাগরিক। আরউইন শ্রোতিঙ্গার। ছিলেন অস্ট্রিয়ার নাগরিক।	নব পর্যায়ে পারমাণবিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।
১৯৩৪	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯৩৫	স্যার জেমস্ চ্যাডউইক। ছিলেন বৃটেনের।	নিউট্রন আবিষ্কার করেন।
১৯৩৬	ভিকতর ফ্রানাজ হেস। ছিলেন অস্ট্রিয়ান।	মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কার করেন।
	কাল ডেভিড অ্যানডারসন। ছিলেন মার্কিন।	পজিট্রন আবিষ্কার করেন।
১৯৩৭	ক্লিনটন জোস্পে ডেভিসন। ছিলেন মার্কিন।	কেলাসের সাহায্যে এক্স-রশ্মির আবিষ্কার করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
	স্যার জর্জ প্যাজেট টমসন। ছিলেন বৃটেনের।	ডিফ্রাকশন আবিষ্কার করেন।
১৯৩৮	এনরিকো ফের্মি। ছিলেন মার্কিন। জন্ম হয়েছিল ইটালিতে।	নিউট্রনের সাহায্যে নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল সৃষ্টি; ধীর গতি নিউট্রনের সাহায্যে পারমাণবিক বিক্রিয়া আবিষ্কার করেন।
১৯৩৯	আর্নেষ্ট অর্লান্ডো লরেন্স। ছিলেন মার্কিন।	সাইক্লোট্রন তৈরী, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলের উপর গবেষণা করেন।
১৯৪০—৪২	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯৪৩	অটোস্টার্ণ। ছিলেন মার্কিন নাগরিক। জাতে ছিলেন জার্মান।	আ ণ বি ক রশ্মি-পদ্ধতিতে প্রোটনের ম্যাগনেটিকমোমেন্ট আবিষ্কার করেন।
১৯৪৪	আইসিডর আইজাক রাবি। ছিলেন মার্কিন, জাতে অস্ট্রিয়ান।	অনুবাদ পদ্ধতিতে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চৌম্বক ধর্ম নির্ধারণ করেন।
১৯৪৫	ভল্ফগ্যাং পাউলি। ছিলেন মার্কিন; জাতে ছিলেন অস্ট্রিয়ান।	পাউলির 'এক্সক্লুশন প্রিন্সিপল'-এর সূত্র আবিষ্কার করেন।
১৯৪৬	পার্সি উইলিয়ামস-ব্রিডগ-মান। ছিলেন মার্কিন।	হাই-প্রেসার ফিজিক্স-এর যন্ত্র আবিষ্কার করেন।
১৯৪৭	স্যার এডোয়ার্ড ভিক্টর অ্যাপলটন। ছিলেন বৃটিশ।	ঊর্দ্ধাকাশের বায়ুস্তরে অ্যালপটন স্তর আবিষ্কার করেন।
১৯৪৮	ব্যারণ প্যাট্রিক মেনার্ড স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকেট। ছিলেন বৃটিশ।	উইলসন ক্লাউড চেম্বারের সংস্কার এবং তার সাহায্যে পরমাণু এবং মহাজাগতিক রশ্মি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা করেন।
১৯৪৯	হিদেকি ইউকাউয়া। ছিলেন জাপানি।	তত্ত্বের সাহায্যে 'মেসন' কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৫০	সেসিল ফ্রাঙ্ক পাওয়েল। ছিলেন বৃটিশ।	ফোটোগ্রাফির সাহায্যে পারমাণবিক পদ্ধতি নির্ণয়, 'মেসন' সম্পর্কিত আবিষ্কার করেন।
১৯৫১	স্যার জন ডগলাস ককক্রফট। ছিলেন বৃটিশ। আর্নেষ্টটমাস সিনটন ওয়ালটন। ছিলেন আয়ারল্যান্ডের নাগরিক।	কৃত্রিম উপায়ে পারমাণবিক কণার সাহায্যে নতুন প্রজন্মের পারমাণবিক নিউক্লিয়াস তৈরী করেন।
১৯৫২	ফেলিকস্ ব্লক। ছিলেন মার্কিন সুইস।	পারমাণবিক চৌম্বক পরিমাপের পদ্ধতি আবিষ্কার এবং তৎসম্পর্কিত গবেষণা করেন।
১৯৫৩	ফ্রিটস জেরনিক। ছিলেন ডাচ্।	ফেজ কনট্রাস্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করেন।
১৯৫৪	ম্যাকস বর্ণ। ছিলেন বৃটিশ। জাতে ছিলেন জার্মান।	কোয়ান্টাম মেকানিকসে তরঙ্গজনিত ঘটনার পরিসংখ্যানীয় ব্যাখ্যা করেন।
	ওয়ালটার ভিলহেলম্ জর্জ বোথে। ছিলেন জার্মান।	কয়েনসিডেন্স মেথড অব্-কাউন্টিং, পারমাণবিক এবং মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ক গবেষণা করেন।
১৯৫৫	উইলিস ইউজিন ল্যাম্ব জুনিয়ার। ছিলেন মার্কিন।	হাইড্রোজেন বর্ণালীতে ল্যাম্বের সরণ সম্পর্কে আবিষ্কার করেন।
	পলিকার্প কুশ। ছিলেন মার্কিন; জাতে জার্মান।	ইলেকট্রনের 'ম্যাগনেটিক মোমেন্ট নির্ণয় করেন।
১৯৫৬	জন বার্ডিন। ছিলেন মার্কিন। ওয়ালটার হাউসার ব্রাটেইন। ছিলেন মার্কিন।	সেমি কনডাকটার বিষয়ক গবেষণা করেন; ট্রানজিসটার এফেক্ট আবিষ্কার করেন।
১৯৫৭	চেনিং ইয়াং। ছিলেন মার্কিন। জন্ম হয়েছিল	দুর্বল পারমাণবিক বিক্রিয়ায় পারিটি সূত্রের লঙ্ঘনের কারণ

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
	চীনেতে। যাং দাতলী ছিলেন মার্কিন, জন্ম হয়েছিল চীনেতে।	আবিষ্কার করেন।
১৯৫৮	লাভেল আলেকসিভিচ্ চেরেনকভ। ছিলেন রাশিয়ান। ইলিয়ামিহ্ইলো ভিচ ফ্রাঙ্ক। ছিলেন রাশিয়ান। আইগর ইউসেনিভিচ টাম। ছিলেন রাশিয়ান।	চেরেনকভ এফেক্ট-এর আবিষ্কার এবং ব্যাখ্যা করেন।
১৯৫৯	ওয়ে চেম্বারলিম। ছিলেন মার্কিন। এমিলিও গিনো মেগরি। ছিলেন মার্কিন; জাতে ছিলেন ইটালিয়ান।	অ্যান্টি প্রোটন আবিষ্কার করেন।
১৯৬০	ডোনাল্ড আর্থার গ্লেসার। ছিলেন মার্কিন।	বাবল্ চেম্বার বিষয়ক আবিষ্কার করেন।
১৯৬১	রবার্ট হফ সটাডটার। ছিলেন মার্কিন।	ইলেকট্রন স্ক্যাটারিং-এর সাহায্যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের গঠন আবিষ্কার করেন।
১৯৬২	লেভ ডেভিডোভিচ্ ল্যানডাউ। ছিলেন রাশিয়ান।	ঘনীভূত বস্তু সম্পর্কিত তত্ত্ব; বিশেষ করে তরল হিলিয়াম আবিষ্কার করেন।
১৯৬৩	ইউজিন পল ভিগনার। ছিলেন মার্কিন; জাতে ছিলেন হাঙ্গেরীয়ান।	'সিমেট্রি প্রিনসিপল'এর আবিষ্কার এবং প্রয়োগ করে পরমাণুর নিউক্লিয়াস এবং পারমাণবিক কণা বিষয়ক তত্ত্ব দাঁড় করান।
	মারিয়া জিওর্পাট মায়ার। ছিলেন মার্কিন; জাতে ছিলেন জার্মান। জোহানস্ ডি জেন সেন। ছিলেন জার্মান।	নিউক্লিয়ার কোন মডেল-এর সংস্কার সাধন করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৬৪	চার্লস হার্ড টাউনসন ছিলেন মার্কিন। নিকোলাই গেনাদাই ভিচ্ বাসোভ। ছিলেন রাশিয়ান।	কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিকসের সাহায্যে লেসার নীতির উপর নির্ভর করে অসমিলেটারস্ এবং অ্যামপ্লিফায়ারস তৈরীতে সাহায্যে করেন।
১৯৬৫	রিচার্ড ফিলিপস ফাইনম্যান। ছিলেন মার্কিন। জুলিয়ান ফেইমার শুইংগার। ছিলেন মার্কিন। সিম ইতিরো। ছিলেন জাপানি।	কোয়ান্টাম ইলেকট্রো-ডায়নামিকস-এর উপর গবেষণার সাহায্যে উচ্চশক্তি সম্পন্ন পারমাণরিক কণার চরিত্র বিশ্লেষণ করেন।
১৯৬৬	অ্যালফ্রেড কাসটলার। ছিলেন ফরাসী।	আলোকবিজ্ঞানের সাহায্যে পরমাণুর মধ্যে হার্টজীয় অনুবাদ বিষয়ক গবেষণা করেন।
১৯৬৭	আলথ, অ্যালেব্রা খট বেদে। ছিলেন মার্কিন; জাতে ছিলেন জার্মান।	পারমাণবিক বিক্রিয়ার তত্ব, নক্ষত্রে শক্তির উৎপাদন রহস্য—আবিষ্কার করেন।
১৯৬৮	লুই ওয়ালটার অ্যালিভারেজ। ছিলেন মার্কিন।	বাবল্ চেম্বারের সংস্কার এবং ওই সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন।
১৯৬৯	অধ্যাপক মারে গেলমান। আমেরিকার অধিবাসী ছিলেন।	বিভিন্ন পারমাণবিক কণার শ্রেণীবিভাগ, তাদের প্রতিক্রিয়া ও সম্পর্কের উপর গবেষণা করেছেন।
১৯৭০	অ্যালয়ভেন এবং লুইনে। অ্যালয়ভেন ছিলেন স্টকহোমের অধিবাসী। লুইনের জন্ম লিয়ঁ শহরে। গবেষণা কারেন স্টাসবোর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।	অ্যালয়ভেন ম্যাগনেটো হাইড্রোডায়নামিক্সের স্রষ্টা। লুইনে অ্যান্টিদেরো ম্যাগনেটিজমের তত্বটি প্রতিষ্ঠা করেন।
১৯৭১	অধ্যাপক ডেনিস গাবর। হাঙ্গেরীর অধিবাসী ছিলেন।	দ্বিমাত্রিক ছবির তত্বের ব্যাপারে গবেষণা করেছিলেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৭২	লিয় কুপার, জন শ্রিকার এবং জন বার্ডিণ। তিনজনই মার্কিন বিজ্ঞানী।	পদার্থের অতিপরিবাহিতার উপর গবেষণা করেন।
১৯৭৩	কেম্ব্রিজের ব্রেইন জোসেফসন, জাপানী বিজ্ঞানী লিও এসাকি এবং নরওয়ের আইভার গিয়াভার।	'ইলেকট্রন কোয়ান্টাম'-এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করেন।
১৯৭৪	ইংল্যান্ডের মার্টিন রাইল এবং কেম্ব্রিজের অ্যানোনি হেউইন।	বেতার তরঙ্গ ধরা এবং নিউট্রন নক্ষত্রের উপর গবেষণা করেন।
১৯৭৫	অ্যাগে বোর (ডেনমার্ক), বেঞ্জামিন মোটেলসন (ডেনমার্ক), জেমস্ রেইন ওয়াটার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।	১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে কণা পরমাণু বিজ্ঞান এবং পারমাণবিক গঠন সংক্রান্ত গবেষণা করেন।
১৯৭৬	সামুয়েব সি সি টিং (মাঃ যুঃ)। বার্টন রিখটার (মাঃ যুঃ)।	নতুন এক মৌলকণা সাই (PSI) আবিষ্কার।
১৯৭৭	ফ্যান স্ভক। হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গণিত ও প্রাকৃত দর্শনের অধ্যাপক। ছাত্র অ্যানডারসন এবং কেম্ব্রিজের স্যার নেভিল।	সলিড স্টেট ফিজিক্স-এর উপর গবেষণা করেন।
১৯৭৮	পেটার লিওনিদাভিচ কা পিৎসা (সোভিয়েত ইউনিয়ন)।	নিম্ন-তাপমাত্রা পদার্থবিদ্যার। উপর গবেষণা করেন।
	আরনো পেনজিয়াস (জার্মান)। রবার্ট উইলসন (মার্কিন যুঃ)।	মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য।
১৯৭৯	আবদুস সালাম (পাকিস্তান)। সিটভেন ভিনবার্গ। শেলডন এল প্ল্যাশো।	ইউনিফায়েড-ফিল্ড-থিয়োরী।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৮০	ভাল ফিচ্ (মাঃ যুঃ)। জেমস কনিস (মাঃ যুঃ)।	ল অফ সিমেট্রি এবং পারমাণবিক কণার সৃষ্টিতত্ব।
১৯৮১	কাই লিগবাহন ক্লোয়েমবার্গেন আর্থার শ্যালো।	পারমাণবিক বর্ণালীবীক্ষণ বিদ্যার ক্ষেত্রে অনবদ্য গবেষণা করেন।
১৯৮২	কেনথ সি. উইলসন (মাঃ যুঃ)।	'বস্তুর দশার পরিবর্তন' বিষয়ে গবেষণা করেন।
১৯৮৩	সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর (মাঃ যুঃ)। জন্ম ভারতে। এ ফ্রাউলার (মাঃ যুঃ)।	চন্দ্রশেখর সীমা আবিষ্কারের জন্য। নক্ষত্রের জন্ম, মৃত্যু, বিবর্তন ইত্যাদি রহস্য বুঝতে সাহায্য করে তাদের তত্ব।
১৯৮৪	কালো রুশিয়া ইটালি)। সাইমন ভ্যান ডার মিয়ার (হল্যান্ড)।	দুর্বল বলের বাহক কণার পরীক্ষামূলক অস্তিত্ব প্রমাণে সক্ষম হন।
১৯৮৫	ক্লউস ফন ক্লিট জিং (জার্মানী)।	হল এসোকট-এর উপর গবেষণা করেন।
১৯৮৬	পশ্চিম জার্মানীর এরনস্ট রসকা ও গের্ডবিনিং এবং সুইজারল্যান্ডের হাইনরিন বোহরের।	ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ এবং স্ক্যানি টানেলিং মাইক্রোস্কাপ আবিষ্কার করেন।

রসায়ন

১৯০১	জ্যাকোমবাম এইচ কনটুহক। ছিলেন স্তাব্।	কেমিক্যাল ডায়নামিকস এবং দ্রবণে অসমোটিক চাপের সূত্র আবিষ্কার করেন।
১৯০২	এমিল ফিশার। ছিলেন জার্মান।	সুগার এইং পিউরিণ সংশ্লেষণ আবিষ্কার করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯০৩	স্তাতে এ, আরহেনিয়াস। ছিলেন সুইডিস।	তড়িৎ বিশ্লেষণের আবিষ্কার করেন।
১৯০৪	স্যার উইলিয়াম র‍্যামজ। ছিলেন ব্রিটিশ।	বাতাসের নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কার এবং পিরিওডিক টেবল ও তাদের স্থান নির্ণয় করেন।
১৯০৫	জোহাণ ফণ বায়ার। ছিলেন জার্মান।	জৈব রঞ্জক এবং হাইড্রোঅ্যারোমেটিক যৌগ-এর উপর গবেষণা করেন।
১৯০৬	হেনরী ময়ঁসী। ছিলেন ফরাসী।	ফ্লুওরিন প্রস্তুত এবং এর চরিত্র বিশ্লেষণ, ময়সাঁর বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরী করেন।
১৯০৭	এডুয়ার্ত বুকনার। ছিলেন জার্মান।	জৈব-রাসায়নিক গবেষণা এবং সেলক্সি-ফারমেনটেশন পদ্ধতির আবিষ্কার করেন।
১৯০৮	আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। ছিলেন ব্রিটিশ।	মৌলিক পদার্থের অণুর চূর্ণিকরণ এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণের উপর গবেষণা করেন।
১৯০৯	ভিলহেলম ওস্ট ওয়াল্ড। ছিলেন জার্মান।	অনুঘটক সম্পর্কিত গবেষণা, রাসায়নিক স্থিতিস্থাপকতা ও বিক্রিয়ার হার সম্পর্কিত সূত্র আবিষ্কার করেন।
১৯১০	ওটো ওরালচ্‌। ছিলেন জার্মান।	অ্যালিমাইক্লিক যৌগের উপর গবেষণা করেন।
১৯১১	মেরী কুরী। ছিলেন ফরাসী। জন্ম হয়েছিল পোলান্ডে।	রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম আবিষ্কার এবং তাদের বিভিন্ন যৌগের উপর গবেষণা করেন।
১৯১২	ভিকটর গ্রিগনার্ড। ছিলেন ফরাসী। পল সাকটিকা	গ্রিগনার্ড রিএজেন্ট আবিষ্কার, সূক্ষ্ম ধাতুকণার সান্নিধ্যে জৈব

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
	ছিলেন ফরাসী।	যৌগের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটান।
১৯১৩	অ্যালফ্রেড ভারনার। ছিলেন সুইস দেশের নাগরিক। জন্ম হয়েছিল জার্মানিতে।	রাসায়নিক অণুর সঙ্গে পরমাণু সংযোগ - আবিষ্কার করেন।
১৯১৪	থিওডোর ডব্লু রিচার্ডস। ছিলেন মার্কিন।	বহু সংখ্যক মৌল পদার্থের পারমাণবিক ভর নির্ণয় করেন।
১৯১৫	রিচার্ড এম, ভিলস্টাটের। ছিলেন জার্মান।	উদ্ভিদের রাসায়নিক কণা, বিশেষত ক্লোরোফিল-এর উপর মৌলিক গবেষণা করেন।
১৯১৬	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯১৭	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯১৮	ফ্রিটজ হেবার। ছিলেন জার্মান।	হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের মধ্যে সরাসরি মিলন ঘটিয়ে (সংশ্লেষণ) অ্যামোনিয়া তৈরী করেন।
১৯১৯	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯২০	ওয়ালদের এইচ্ আর্নস্ট। ছিলেন জার্মান।	তাপ-রসায়ণের উপর গবেষণা করেন।
১৯২১	ফ্রেডরিক সাডি। ছিলেন ব্রিটিশ।	তেজস্ক্রিয় পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণের এবং আইসোটোপ বা সমস্থানিক পদার্থের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি বিষয়ক গবেষণা করেন।
১৯২২	ফ্রান্সিস ডব্লু অ্যাসটম। ছিলেন ব্রিটিশ।	নিজের তৈরী মাস-স্পেকট্রোগ্রাফারের সাহায্যে একাধিক অ-তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আবিষ্কার করেন।
১৯২৩	ফ্রিটজ প্রেগাল। ছিলেন অষ্ট্রিয়।	জৈব-যৌগের 'মাইক্রো-অ্যানালিসিস' পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
১৯২৪	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯২৫	রিচার্ড এ জিগমন্ডি। ছিলেন জার্মান, জন্ম হয়েছিল অস্ট্রিয়ায়।	'কলয়েড দ্রবণের অসমসাত্তিক' ধর্ম পরীক্ষার দ্বারা প্রদর্শন করেন।
১৯২৬	থিওডোর স্ভেডবার্গ। ছিলেন সুইডিস।	'ডিসপারসন সিসটেম' এবং কলয়েড রসায়ণ আবিষ্কার করেন।
১৯২৭	হাইনরিখ ও ভিল্যান্ড। ছিলেন জার্মান।	বাইল 'অ্যাসিডস্' বা পিত্তসংক্রান্ত অম্ল এবং সেই সংক্রান্ত বস্তুর উপর গবেষণা করেন।
১৯২৮	অ্যাললফ্ ও আর ভিনডাউস। ছিলেন জার্মান।	মেটরাল যৌগের উপর গবেষণা এবং ভিটামিনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করেন।
১৯২৯	আর্থার হার্ডেন। ছিলেন ব্রিটিশ। হামস ফণওয়েলার চেলপিন। ছিলেন সুইডিস, জন্ম হয়েছিল জার্মানিতে।	সুগারের ফারমেনটেশন এবং ফারমেন্টকারী এনজাইম আবিষ্কার করেন।
১৯৩০	হামস্ ফিসার। ছিলেন জার্মান।	হেমিন এবং ক্লোরোফিল গঠন বিষয়ক গবেষণা করেন।
১৯৩১	ফ্রায়েডরিখ বারগিয়াস। ছিলেন জার্মান।	কেমিক্যাল হাইপ্রেসার পদ্ধতির আবিষ্কার এবং সংস্কার করেন।
১৯৩২	আর্ভি ল্যাংমুইর। ছিলেন মার্কিন।	সারফেস কেমিস্ট্রির (বস্তুর বহির্তলের রাসায়নিক চরিত্রাবলী বিষয়ক বিজ্ঞান) উপর গবেষণা করেন।
১৯৩৩	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯৩৪	হ্যারল্ড মিউরে। ছিলেন মার্কিন।	ভারী হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন।
১৯৩৫	ফ্রেডরিক জোলি ও কুরী। ছিলেন ফরাসী। আইরিস জোলিও কুরী। ছিলেন ফরাসী।	নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের সংশ্লেষণ করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৩৬	পিটার জে ডব্লুদ্‌বাই। ছিলেন ডাচ্।	ডাই-পোল মোমেন্টের গঠন সম্পর্কিত গবেষণা, এক্সরে-ডিফ্রাকশন এবং ইলেকট্রন গ্যাস বিষয়ক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।
১৯৩৭	ওয়ালটার এন হ্যাওয়ার্থ। ছিলেন ব্রিটিশ।	কার্বোহাইড্রেটস্ এবং ভিটামিন সি-এর উপর গবেষণা করেন।
	পলকারের। ছিলেন সুইস। সোভিয়েত দেশে জন্ম।	ক্যারোটেনয়েডস্, ভিটামিন এ এবং বি-এর উপর গবেষণা করেন।
১৯৩৮	রিচার্ড কুইন। ছিলেন জার্মান।	ক্যারোটেনয়েডস এবং ভিটামিন। (পুরস্কার গ্রহণ করেন নি।)
১৯৩৯	অ্যাডলফ অফ জে বুটেনানউট। ছিলেন জার্মান।	মেকস্ হরমোন আবিষ্কার করেন (রাজনৈতিক চাপে পুরস্কার গ্রহণ করেন নি)।
১৯৪০	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯৪১	পুরস্কার দেওরা হয়নি।	
১৯৪২	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯৪৩	জর্জ দ্য হেভসি। ছিলেন হাঙ্গেরীয়।	রসায়ণে ট্রেমার বা অনুসন্ধায়ক হিসেবে আইসোটোপের ব্যবহার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
১৯৪৪	অটোহম। ছিলেন জার্মান।	ভারী নিউক্লিয়াসের বিভাজন আবিষ্কার করেন।
১৯৪৫	আব তুরি আই ভিরতাণু। ছিলেন ফরাসী।	কৃষি এবং পুষ্টি-বিজ্ঞানে গবেষণা এবং আবিষ্কার করেন।
১৯৪৬	জেমস্ বি-সামলার। ছিলেন মার্কিন।	'এনজাইম যে কেলাসে পরিণত করা যায়' তা আবিষ্কার করেন।
	জন এইচ নর্থ রোপ। ছিলেন মার্কিন। ভেনডেল এম স্ট্যানলি।	এনজাইম এবং বিশুদ্ধ ভাইরাস প্রোটিন তৈরী করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৪৭	স্যার রবার্ট রবিনসন। ছিলেন ব্রিটিশ।	জৈবিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জৈব-রাসায়ণিক যৌগের উপর গবেষণা করেন।
১৯৪৮	আর্নে উল্‌হুকে টিসেলিয়ান। জন্ম হয়েছিল সুইডেনে।	ইলেকট্রোফোরেসিস্ এবং অ্যাবজর-শন বিষয়ক বিশ্লেষণ করেন।
১৯৪৯	উইলিয়াম এফ গিয়াক। ছিলেন মার্কিন।	রাসায়ণিক বলবিদ্যা বা কেমিক্যাল থারমোডায়নামিকস্, বিশেষ করে নিম্ন তাপমাত্রায় পদার্থের আচরণ আবিষ্কার করেন।
১৯৫০	কুর্ট অলডের। ছিলেন জার্মান।	'ডায়েম' সংশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
১৯৫১	এডুইন এম, ম্যাকমিলান। ছিলেন মার্কিন। গ্লেন টি শিসের্গ। ছিলেন মার্কিন।	ইউরেনিয়াম উত্তর বা ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌলের রাসায়নিক ধর্মাবলীর উপর গবেষণা করেন।
১৯৫২	আর্চার জেপি মার্টিন। ছিলেন ব্রিটিশ। রিচার্ড এল এম লাইঙ্গ। ছিলেন ব্রিটিশ।	পার্টিশান ক্রোমোটোগ্রাফি আবিষ্কার এবং মিশ্রণের বিশ্লেষণ বিষয়ক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।
১৯৫৩	থারমান স্টাউডিলার। ছিলেন জার্মান।	অতিকায় অণু বা ম্যাক্রোম লেকিউলার রসায়ণ বিষয়ক আবিষ্কার করেন।
১৯৫৪	লাইনাস সি পাউলিং। ছিলেন মার্কিন।	কেমিক্যাল বন্ড বিষয়ক গবেষণা, এবং তার প্রয়োগ করেন।
১৯৫৫	ভিন সেন্ট দ্যু ভিগানিউড। ছিলেন মার্কিন।	জীবরসায়ণের গুরুত্বপূর্ণ সালফার ঘটিত যৌগের উপর গবেষণা, পলিপোপটাইডর হরমোনের প্রথম সংশ্লেষণ।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৫৬	স্যার মিরিল এনহিন শোউড । ছিলেন ব্রিটিশ । নিকোলাই এন সেমেনভ । সোভিয়েত রাশিয়া ।	রাসায়ণিক বিক্রিয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ।
১৯৫৭	লর্ড টড (আলেকজান্ডার আর টড) । ছিলেন ব্রিটিশ ।	নিউ ক্লিওটাইডস এবং নিউক্লীওটাইড কোএনজাইমের উপর গবেষণা করেন ।
১৯৫৮	ফ্রেডরিক স্যালার । ছিলেন ব্রিটিশ ।	প্রোটিনের অণুর গঠন বিশেষ করে ইনসুলিনের উপর গবেষণা করেন ।
১৯৫৯	জা রোম্লাভ হাইরভস্কি । ছিলেন চেক দেশের নাগরিক ।	পোলারোগ্রাফিক পদ্ধতিতে রাসায়ণিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার এবং সেই পদ্ধতির উন্নয়ন করেন ।
১৯৬০	উইলিয়াম এক, লিবি । ছিলেন মার্কিন ।	তেজস্ক্রিয় কার্বন ১৪ আইসোটোপের ব্যবহার, পুরাতত্ব, ভূতত্ব, ভূ-পদার্থ, বিজ্ঞান এবং আরও বিভিন্ন বিষয়ের আবিষ্কার করেন ।
১৯৬১	মেলডিন কোলডিন । ছিলেন মার্কিন ।	উদ্ভিদের কার্বনডাইঅকসাইড আত্মীকরণ পদ্ধতির উপর গবেষণা করেন ।
১৯৬২	স্যার জেন সি কেনড্র । ছিলেন ব্রিটিশ । ম্যাকস্ এক্ পেরুটজ । ছিলেন ব্রিটিশ, জন্ম হয়েছিল অস্ট্রিয়ায় ।	গ্লবিউলার প্রোটিন অণুর গঠন বিষয়ক গবেষণা করেন ।
১৯৬৩	গিউলিও নাত্তা । ছিলেন ইতালিয় ।	হাই-পলিমার বিষয়ক রসায়ণ এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আবিষ্কার করেন ।
১৯৬৪	ডরোথি ক্রোফুট হজ্কিন (ব্রিটিশ) ।	তিনি গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক অণুর গঠন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এক্স-রশ্মি পদ্ধতির প্রয়োগ করেন ।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৬৫	রবার্ট বি. উডওয়ার্ড (মার্কিন)।	তিনি মলিক্যুলার জটিল রাসায়ণিক যৌগের সংশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
১৯৬৬	রবার্ট এস মল্লিকেন (মার্কিন)।	তিনি মলিক্যুলার অরবিট্যাল পদ্ধতির সাহায্যে রাসায়নিক বন্ড এবং অণুর ইলেকট্রনীয় গঠন বিষয়ক গবেষণা করেন।
১৯৬৭	ম্যান ফ্রেড আইগেন (জার্মান)। রোনাল্ডজি. ডব্লু নারিশ (ব্রিটিশ)।	তিনি তাৎক্ষণিক শক্তির (পাল্স অভ্এনার্জি) প্রয়োগ অতিদ্রুত ঘটে এমন রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা করেন।
১৯৬৮	লার্সওনসাগের (মার্কিন, নরওয়েতে জন্ম)	তিনি'থার্মোডায়নামিকস্ অব্ ইররিভারসিবল্ প্রসেস'-এর উপর মৌলিক আবিষ্কার করেন।
১৯৬৯	ডেরেক এইচ আর বার্টন (ব্রিটেন)। অড্ হাৎসেল (নরওয়ে)।	কনফারমেশনাল থিওরী।
১৯৭০	লুই লেলোয়া (ফ্রান্স)।	সুগার নিউক্লিওটাইড।
১৯৭১	গেরহার্ড হার্জবার্গ (ডেনমার্ক)।	ইলেকট্রনীয় গঠন ও অণুর জ্যামিতিক বর্ণনা যোগানের ব্যাপারে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন।
১৯৭২	ক্রিশ্চিয়ান বি. অ্যানফিনসেন। স্ট্যান্ডফোর্ড মুর উইলিয়াম। এইচ. স্টাইন।	ষাঁড়ের দেহ থেকে সংগৃহীত বিশেষ এক ধরনের এনজাইম রাইবো নিউক্লিয়েজের গঠন বৈচিত্র্য আবিষ্কার এবং বিভিন্ন ধরনের জীবরাসায়ণিক বিক্রিয়ায় এর কাজের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত গবেষণা করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৭৩	জিওফ্রে উইলকিনসন (ব্রিটেন)। আর্নস্ট ফিশার (জার্মানী)।	মেটাল স্যান্ডউইচ।
১৯৭৪	পল জে ফ্লোরি (মার্কিন যুঃ)।	মাক্রোমলিকিউল সম্পর্কিত মৌলিক গবেষণা।
১৯৭৫	জনভারকুপ কনফোর্থ (অস্ট্রেলিয়া)। ভ্ল্যাদিমির প্রেলগ (জার্মান)।	সির্টারিও কেমিস্ট্রি ও এনজাইম জনিত অনুঘটকের উপর গবেষণার জন্য।
১৯৭৬	উইলিয়াম এন লিপসকমব।	বোরন হাইড্রাইডস্-এর উপর গবেষণার জন্য।
১৯৭৭	ইলিয়া প্রিগোগিন (মাঃ যু)।	ডিসিপেটিভ স্ট্রাকচারস-এর উপর গবেষণার জন্য।
১৯৭৮	ইংল্যান্ডের ডঃ পিটার মিচেল।	জীবকোষের কাজকর্ম চালাবার শক্তি জীবকোষ কিভাবে অর্জন করে তার উপর তত্ব দেন।
১৯৭৯	জর্জ ভিটিগ এবং হারবার্ট ব্রাউন। জন্ম ইংল্যান্ডে।	ভিষ্টগের তত্বের উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত রাসায়নিক টোন এ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে ফসলের উৎপাদন তাদের সাহায্যে অনেক বাড়ান যায়। ব্রাউন আবিষ্কার করেছেন রাসায়নিক বিক্রিয়ার বোরন্সের ভূমিকা বিজারক হিসাব অসামান্য।
১৯৮০	স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পলবার্গ, হার্ভাডের ওয়াল্টার গিলবার্ট, ইংল্যান্ডের ফ্রেডরিক অ্যাংগার।	পলবার্গ জিন প্রযুক্তির উপর গবেষণা করেন।
১৯৮১	কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রোলান্ড হফম্যান এফ্ আপানের কেনিচি।	কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং পরিসংখ্যান বলবিদ্যা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক নতুন যৌগের সন্ধান দিয়েছেন এঁরা।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৮২	ডঃ আরোম ক্লুগ। জন্ম লিথুয়ানিয়ায়। শিক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকায়।	নিউট্রন স্ক্যাটারিং এবং ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ পদ্ধতির উপর গবেষণা করেছেন।
১৯৮৩	স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হেনরি টাউরে।	এঁর তত্ত্বের সাহায্যে রাসায়ণিক বিক্রিয়ার সময় বিভিন্ন অণুর মধ্যে ইলেকট্রনের কিভাবে স্থানান্তর ঘটে—তা বোঝা যায়।
১৯৮৪	রকফেলার ইন্স্টিটিউট এর মেডিকেল রিসার্চ'র ওয়ালদার এক গোয়েবেল। জন্ম টেক্সাসে।	তাঁর আবিষ্কার অবলম্বন করে তৈরী হচ্ছে মেটিল প্রোটিন যা নানারকমের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
১৯৮৫	হারবার্ট হাউপটমান এবং বজরম কার্লে। আমেরিকার অধিবাসী ছিলেন।	অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন নির্ণয়ের অভিনব গাণিতিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
১৯৮৬	আমেরিকার ডাড্লে হারশ্বাক, ইয়াংসেলী এবং টরোন্টো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন পোলামি।	বিক্রিয়ার গতিবিষয়ক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন।

শারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯০১	এমিল এ. ফন বেহ্রিং (জার্মান)।	তিনি সিরাম বিষয়ক চিকিৎসা, বিশেষ করে ডিফথেরিয়ার প্রতিরোধ করেন।
১৯০২	স্যার রোনাল্ড রস (ব্রিটিশ)।	তিনি মানবদেহে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের সংক্রমণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯০৩	নিলস আর ফিনসেন (ডেনিশ)।	তিনি উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে ত্বকের টিউবার-কিউলোসিস চিকিৎসা, বিশেষ করে লিউপাস ভালগারিস রোগ চিকিৎসা করেন।
১৯০৪	আইভান পি. প্যাভলভ সোভিয়েত রাশিয়া।	তিনি পরিপাক পদ্ধতিতে শারীর-বৃত্তীয় ঘটনা সম্পর্কে গবেষণা করেন।
১৯০৫	রবার্ট কস্ (জার্মান)।	তিনি টিউবার-কিউলোসিস সম্পর্কিত গবেষণা এবং আবিষ্কার করেন।
১৯০৬	কামিল্লো গলগি (ইটালীয়)। সানতিয়ালো র‍্যামোঁওয়াই কাজাল (স্প্যানিস)।	তিনি স্নায়ুতন্ত্রের গঠন পর্যবেক্ষণ করেন।
১৯০৭	চার্লস এল. এ লাভেরাঁ (ফ্রান্স)।	তিনি রোগের ব্যাপারে প্রোটো-জোয়ার ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করেন।
১৯০৮	পল এহ্রলিশ (জার্মান)। এলি মেচ্নিকফ্ (ফরাসী, সোভিয়েত দেশে জন্ম)।	তিনি রোগ প্রতিরোধের উপর গবেষণা করেন।
১৯০৯	এমিল টি কচার (সুইস)।	তিনি থাইরয়েড গ্লান্ড সম্পর্কিত শারীরবৃত্ত, রোগ এবং শল্য চিকিৎসা করেন।
১৯১০	অ্যালব্রেখ্ট কোৎসেল (জার্মান)।	তিনি কোষ-রসায়ণ, প্রোটিন এবং নির্উক্লিয় বস্তু সামগ্রীর সাহায্যে বিশেষ এই বিজ্ঞানের প্রসার করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯১১	অ্যালভার গুলস্ট্রান্ড (সুইডেণ)।	তিনি চোখের 'ডাইসপট্রিকস' বিষয়ক গবেষণা করেন।
১৯১২	আলোকস কারেল (মার্কিন)।	তিনি ক্ষতস্থান সেলাই, রক্ত-নালিকা এবং দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের প্রতিস্থাপনের উপর গবেষণা করেন।
১৯১৩	চার্লস আর রিচেত্ (ফরাসী)।	তিনি ওষুধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করেন।
১৯১৪	রবার্ট বারানি (হাঙ্গেরীয়)।	তিনি অন্তকর্ণের শারীরবৃত্ত এবং রোগ সম্পর্কে গবেষণা করেন।
১৯১৫-১৮	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯১৯	জুলেবোর্দে বেলজিয়ান)।	তিনি রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক আবিষ্কার করেন।
১৯২০	শাক এ এফক্রঘ (ডেনিশ)।	তিনি ক্যাপিলারি মোটররেগু-লেটিং পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
১৯২১	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯২২	আকিবল্ড ডি. হিল (ব্রিটিশ)। অটো এক মায়ার হফ্ (জার্মান)।	তিনি পেশীতে তাপ সঞ্চারের কারণ আবিষ্কার ও পেশীতে অক্সিজেন এবং ল্যাকটিক অ্যাসিডের পারস্পরিক বিক্রিয়া সম্পর্কে আবিষ্কার করেন।
১৯২৩	ফ্রেডারিক জি বান্টিং (ক্যানাডিয়ান)। জন জে আর ম্যাকলিঅড (ঐ)।	তিনি ইনসুলিন আবিষ্কার করেন।
১৯২৪	ভিলেম আইনটোভেন (ডাচ্)।	তিনি ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রামের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
১৯২৫	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯২৬	জোহানেস এ. জি ফিবিশর (ড্যানিস)।	তিনি ইঁদুরের ক্যানসারের অনুরূপ রোগ সৃষ্টি করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯২৭	জুলিয়াস ভ্যাগনার জাউবেগ (আস্ট্রিয়ান)।	তিনি সিফিলিস সম্পর্কিত মানসিক রোগ এবং পক্ষাঘাত চিকিৎসার ইন্‌জেকশন আবিষ্কার করেন।
১৯২৮	চার্লস জে. এইচ নিকোন (ফরাসী)।	তিনি টাইফাস রোগের উপর গবেষণা করেন।
১৯২৯	গ্রিশ্চিয়ান আইসম্যান (ডাচ্)। স্যার ফ্রেডারিক জি হপকিনস (ব্রিটিশ)।	তিনি ভিটামিন বি-এর অভাবে শরীরের ক্ষতি ; দেহের বৃদ্ধিকারী ভিটামিন আবিষ্কার করেন।
১৯৩০	কার্লল্যান্ড স্টাইনার (মার্কিন)।	তিনি মানবরক্তের শ্রেণী বিভাগ করেন।
১৯৩১	অটো এইচ, ভারবুর্গ (জার্মান)।	তিনি শ্বাসকার্যে সাহায্যকারী এনজাইম সমূহের প্রকৃতি এবং কার্যাবলীর উপর গবেষণা করেন।
১৯৩২	এডগার ডি আদ্রেঁ (ব্রিটিশ)। স্যার চার্লস এস. শেরিংটন (ব্রিটিশ)।	তিনি স্নায়ু-কোষের কার্যাবলী সম্পর্কিত আবিষ্কার করেন।
১৯৩৩	টমাস এইচ মরগ্যান (মার্কিন)।	তিনি বংশগতির ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের ভূমিকা আবিষ্কার করেন।
১৯৩৪	জর্জ আর মিনোট (মার্কিন)। উইলিয়াম পি. মারফি (মার্কিন)। জর্জ এইচ. হুইপ্‌ল (মার্কিন)।	তিনি রক্তাল্পতা রোগ চিকিৎসায় লিভারের ব্যবহার করেন।
১৯৩৫	হানস্ স্পেমান (জার্মান)।	তিনি ভ্রূণের বিকাশ সাধনে অরগ্যানাইজার এফেক্ট আবিষ্কার করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৩৬	স্যার হেনরি এইচ.ডেল অটো লোয়েভি (মার্কিন)। অস্ট্রিয়ায় জন্ম।	তিনি স্নায়ুর স্পন্দন পরিবাহিতায় রাসায়নিক অণুর ভূমিকা আবিষ্কার করেন।
১৯৩৭	অ্যালবার্ট জেন্ট-গিওরগি ফন্ নাগিরাপলট্ (মার্কিন)।	তিনি শরীরের বিপাকীয় কাজে ভিটামিন-সি এবং কিউমারিক অ্যাসিডের ভূমিকা আবিষ্কার করেন।
১৯৩৮	কর্নেল্লে জে, এফ, হেমানস (বেলজিয়ান)।	তিনি শ্বাসকার্য পরিচালনায় সাইনাস' এবং আত্তরটিক'-এর কার্যাবলী আবিষ্কার করেন।
১৯৩৯	গেরহার্ড ডোমাগক (জার্মান)।	তিনি ব্যাকটেরিয়া-ঘটিত রোগ নিরাময়ে 'প্রণটোসিল' নামক ওষুধের ভূমিকা আবিষ্কার করেন। (রাজনৈতিক চাপে পুরস্কার নেননি)
১৯৪০-৪২	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯৪৩	হেনরিক সি.পি ডাম (ডেনিশ)। এডোয়াডএ. ডয় সি (মার্কিন)।	তিনি ভিটামিন 'কে' আবিষ্কার করেন। ভিটামিন কে-র রাসায়নিক ধর্ম আবিষ্কার করেন।
১৯৪৪	জোসেফ্ আর ল্যাঙ্গার (মার্কিন)। হার্বার্ট এস. গ্যাসার (ঐ)।	তিনি একক স্নায়ুতন্তুর বিশদ্ধ কার্যাবলী আবিষ্কার করেন।
১৯৪৫	স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং (ব্রিটিশ)। আর্নস্টার চেইন (ব্রিটিশ, জার্মানিতে জন্ম)। স্যাক হাওয়ার্ড ডব্লু ক্লোরি (ব্রিটিশ, অস্ট্রিয়ায় জন্ম)।	তিনি পেনিসিলিন এবং বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে তার ভূমিকা আবিষ্কার করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৪৬	হারম্যান জে. মুলার (আমেরিকান)।	তিনি এক্স-রশ্মির সাহায্যে 'মিউ-টেশন' আবিষ্কার করেন।
১৯৪৭	কার্ল এফ. কোরি (মার্কিন চেক্ বংশ)। গোটি টি. কোরি (ঐ)। বাংলাদো এ. হাউসে (আর্জেনটাইন)।	তিনি অনুঘটকপদ্ধতিতে গ্লাই-কোজেনের রূপান্তর করেন।
১৯৪৮	পল এইচ মুলার (সুইস্)।	তিনি কীটনাশক হিসেবে ডিডিটির ক্ষমতা আবিষ্কার করেন।
১৯৪৯	ওয়ালটার আরহেস (সুইস্)।	তিনি শরীরের অন্তর্বর্তী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্ম চালানর ব্যাপারে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ভূমিকা আবিষ্কার করেন।
১৯৫০	ফিলিপ এস. হেম্চ (মার্কিন)। এডোয়ার্ড সি. কেনডল (ঐ)। টাডিউস রাইখস্টাইন (সুইস্, পোল্যান্ডে জন্ম)।	তিনি 'অ্যাড্রিনাল করটেক্স' সম্পর্কিত হরমোন আবিষ্কার এবং তাদের রাসায়নিক গঠন ও জৈবিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করেন।
১৯৫১	ম্যাক্স থেলার (মার্কিন, দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম)।	তিনি পীতজ্বর সম্পর্কিত আবিষ্কার এবং তার নিরাময় করেন।
১৯৫২	সেলম্যান এ. ওয়াকসমান (মার্কিন)।	তিনি স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কার, টিবি-র প্রথম অ্যান্টিবাইওটিক ওষুধ আবিষ্কার করেন।
১৯৫৩	হানস এ. ক্রেবস (ব্রিটিশ, জার্মানীতে জন্ম)।	তিনি সাইট্রিক অ্যাসিড-চক্র আবিষ্কার করেন।
	ফ্রিটজ এ. লিপমান (মার্কিন, জার্মানীতে জন্ম)।	তিনি কো এনজাইম-এর আবিষ্কার, বিপাকীয় কাজকর্মে তার ভূমিকা আবিষ্কার করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৫৪	জন এফ. এনডারস (মার্কিন)। টমাস এইচ. ওয়েলার (মার্কিন)। ফ্রেডারিক সি. রবিনস (মার্কিন)।	তিনি গবেষণাগারে বিভিন্ন কোষ-কলার কালচার-এ 'পোলিও-মাইয়েলাইটিস'এ ভাইরাস-এর বংশবৃদ্ধি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
১৯৫৫	অ্যালক্স এইচ. টি. থিওরেল (সুইডিস)।	তিনি অক্সিডেশন একজাইম বিষয়ক আবিষ্কার করেন।
১৯৫৬	আঁদ্রে এফ, কোরনাদ (মার্কিন, ফ্রান্সে জন্ম)। ভারনার ফরৎসম্যান (জার্মান)। ডিকিনসন ডব্লু রিচার্ডস জুনিয়ার (মার্কিন)।	তিনি হৃদপিণ্ডের চিকিৎসায় 'ক্যাথেটার'-এর ব্যবহার এবং রক্ত সঞ্চালনের রোগ সংক্রান্ত পরিবর্তন (প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জেস আবিষ্কার করেন।
১৯৫৭	দানিয়েল বভেত (ইটালিয়ান, সুইস বংশ)।	তিনি কয়েকটি রাসায়নিক যৌগের সংশ্লেষণ যা শরীরে কোন কোন বস্তু উৎপাদনে বাধা দেয়—তার আবিষ্কার করেন।
১৯৫৮	জর্জ ডব্লু বিঠল্ (মার্কিন)। এডোয়ার্ড এল. টাটুন (মার্কিন)। জোহুয়া লেডার ব্যার্গ (মার্কিন)।	তিনি শরীরে নির্দিষ্ট রাসায়নিক কাজকর্ম চালনার ব্যাপারে 'জিন'-এর নির্দিষ্ট ভূমিকা আবিষ্কার করেন।
১৯৫৯	আর্থার কর্নবাগ (মার্কিন)। সিভেরো ওকোয়া (মার্কিন, স্পেনে জন্ম)।	তিনি জৈব পদ্ধতিতে 'আর এন এ' এবং 'ডি এন এ'র সংশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
১৯৬০	স্যার এফ, ম্যাকফারলেন বর্নেট (অস্ট্রেলিয়ান), পিটার বি, মেডওয়ার (ব্রিটিশ, ব্রাজিলে জন্ম)।	তিনি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আয়তকরণ কী ভাবে ঘটে তার উপর গবেষণা করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৬১	জর্জ ফন বেকেসি (মার্কিন, হাঙ্গেরীতে জন্ম) ।	তিনি অন্তঃকর্ণের 'কর্কলিয়া' কী ভাবে উদ্দীপ্ত হয় এবং কাজ করে তার উপর আবিষ্কার করেন ।
১৯৬২	ফ্রান্সিস এইচ. সি. ক্রিক (ব্রিটিশ), জেমসসিডি, ওয়াটসন (মার্কিন), মরিস এইচ. এফ উইলকিনস (ব্রিটিশ) ।	তিনি নিউক্লিয়ার অ্যাসিডের আণবিক গঠন আবিষ্কার ও জীবদেহে জৈবিক বার্তা সরবরাহের ব্যাপারে তার তাৎপর্য কী সে সম্পর্কে আবিষ্কার করেন ।
১৯৬৩	স্যার জন সি এক কলস (অস্ট্রেলিয়ান), অ্যালান এল. হর্জকিন (ব্রিটিশ), অ্যানড্রু, এফ হাক্সলে (ব্রিটিশ) ।	তিনি স্নায়ুকোষের আবরণ সংক্রান্ত আবিষ্কার করেন ।
১৯৬৪	কিনার্ড এ. ব্লক (মার্কিন) । কিওডোর লিনেন (জার্মান) ।	তিনি কোলেস্টোরেল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড সম্পর্কিত বিপাকীয় কাজকর্ম কী ভাবে চলে তার উপর গবেষণা করেন ।
১৯৬৫	ফ্রাঙ্কোইস জেকব (ফরাসী) । আঁদ্রে লাউফ (ফরাসী) । জাকুয়েস মনদ (ফরাসী) ।	তিনি জীবকোষের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন, যা এনজাইম এবং ভাইরাস সংশ্লেষণে 'জিন'-র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বুঝে নিতে সাহায্য করেছে ।
১৯৬৬	চার্লস বি. হাগিনস্ (মার্কিন) । ফ্রান্স পেটন রাউস (মার্কিন) ।	তিনি হরমোনের সাহায্যে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের ক্যানসার চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, মুরগির দেহে টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাসের উপর গবেষণা করে ।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৬৭	রাগনারগ্রানিট (সুইডিস, ফিনল্যান্ডে জন্ম)। হলডেন মার্কিন)।	তিনি রাসায়নিক বস্তু এবং দৃষ্টির ব্যাপারে শারীর-বৃত্তীয় ঘটনাবলীর সম্পর্ক আবিষ্কার করেন।
১৯৬৮	রবার্ট ডব্লু হোলি (মার্কিন)। হরগোবিন্দ খোরানা (মার্কিন, ভারতীয় বংশধর)। মার্শাল ডব্লু নিরেনবার্গ (মার্কিন)।	তিনি 'জেনেটিক কোড'-এর ব্যাখ্যা করে জীবকোষের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করেন।
১৯৬৯	সার্কম বিজ্ঞানী ডেলব্রক, ইংল্যান্ডের থারলে এবং ইটালির সালভাসের লুরিয়া।	ব্যাকটেরিয়া কোষের অভ্যন্তরে জেনেটিক কোডের ভূমিকার উপর কাজ করেন।
১৯৭০	মেরিল্যান্ডের বুলিয়াম অ্যাকসেলরড, লন্ডনের বানারিড কটেজ, সুইডেনের উলপ ফন অয়লার।	মানসিক রোগের চিকিৎসার উপরে গবেষণা করেন।
১৯৭১	ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞানী সুইজারল্যান্ড।	হরমোন সম্পর্কীয় কার্যকলাপের উপর গবেষণা করেন।
১৯৭২	আমেরিকার ও জেরাল্ড মরিস এডেলম্যান এবং অক্স-ফোর্ডের রোডনি পোর্টার।	প্রাণীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মূলরহস্য আবিষ্কার করেন।
১৯৭৩	কনরাড লোরেঞ্জ ; নিকোলাম টিনবারগেনও কার্লফন ফ্রিন। লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, লন্ডনে তারা কাজকর্ম করেন।	বিভিন্ন প্রাণীর বংশগতির উপর গবেষণা করেন।
১৯৭৪	অ্যালবার্ট ক্লড, ডঃ ক্রিশ্চিয়াম ও ডঃ দুভে। প্রথমজন ব্রুসেলের আর শেষের দুজন আমেরিকার অধিবাসী।	কোষের গঠন ও বিভিন্ন উপাদানের উপর গবেষণা করেন।

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
১৯৭৫	দলবেক্‌কো, বালটিমোর এবং টেমিন। আমেরিকার বিজ্ঞানী।	ভাইরাসের উপর গবেষণা করেন।
১৯৭৬	পেনসিলভেনিয়ার বারুচ এস ব্লমবার্গ এবং মেরিল্যান্ডের করেলটন আজডিউনেক।	কয়েকটি বিশেষ ধরনের আক্রামক রোগের সূত্র, তাদের শারীরবৃত্তীয় কার্যকারণের উপর গবেষণা করেন।
১৯৭৭	হরমেলিন ইয়েলো, গিলেসিন এফ্‌ স্যালি। প্রথমজন দক্ষিণ ব্রনকষের অধিবাসী ছিলেন ছোট-বেলায়। দ্বিতীয় ক্যালিফোর্নিয়ার এবং তৃতীয়জন অর্লিয়েন্সের অধিবাসী।	'সন্তান পেটে থাকার সময় কি অবস্থায় আছে' এবং হরমোনের উপর গবেষণা করেন।
১৯৭৮	আমেরিকার নাথানস এফ্‌ আরবের স্মিথ।	এদের কাজের সাহায্যে ডি-এন-এর ম্যাপ তৈরি সম্ভব হয়েছে।
১৯৭৯	শ্রী সডফ্রে নিউবোল্ড হাউনসফিল্ড এবং অ্যালেন ম্যাকলিল্ড কাম্যাক। শেষেরজনের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়।	টমোগ্র্যাফি নামে একধরনের টেকনোলজির উপর গবেষণা করেন।
১৯৮০	হার্ভার্ডের বেনেসেবাষ, জ্যাকসন ল্যবরেটরির জর্জ স্নে এবং প্যারিসের জেন দথে।	'জেনেটিক্যাল ডিটারমিনড স্ট্রাকচার অন দ্য সেল সারফেস দ্যাট রেগুলেট ইমিওনোলজিক্যাল রিঅ্যাকসনস' বের করেছেন।
১৯৮১	রমার ডব্লু স্পেরি, ডেভিভ হিউবেল এবং টরয়টেম ভিজেল। আমেরিকার বিজ্ঞানী।	মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করেন।
১৯৮২	ইংল্যান্ডের জন আর ভানে, ডঃ সুনে কে বার্গস্ট্রাম ও তার	প্রস্ট্রাগ্লামডিন বিষয়ক গবেষণার পথিকৃৎ বার্গস্ট্রাম। পেনিসিলিনের

সাল	বিজ্ঞানী	বিষয়
	ছাত্র ডঃ বেঁট। বার্গস্ট্রম নোবেল বোর্ডের চেয়ারম্যান।	পর এটাই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার।
১৯৮৩	ডঃ বারগরা ম্যাক্‌ক্লিনটক। হার্টফোর্ডে-জন্ম। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন।	উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করেন।
১৯৮৪	সিজার মিলস্টাইনও ওর্জে'স কুব্‌লার। ইংল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন। এছাড়া আছেন নিলম জ্জার্ন। ডেনমার্কের অধিবাসী।	অ্যান্টিবডি তৈরী করেছেন। রোগ চিকিৎসায় খুব সাহায্য করবে।
১৯৮৫	মাইকেল এম.ব্রাউন এবং জোসেফ এল গোল্ডস্টাইন।	এদের আবিষ্কার শরীরে কোলেষ্টারলের বিপাক এবং রক্তে অতিরিক্ত কোলেষ্টারল জমার দরুন যে সব হৃদরোগ হয় সে ব্যাপারে যুগান্তকারী জ্ঞানভান্ডার খুলে দিয়েছে।
১৯৮৬	লেভি-ঘনতালকিনি এবং আমেরিকার স্ট্যানলি কোহেন।	'গ্রোথ ফ্যাকটরস্' প্রোটিন যৌগ আবিষ্কার করেন।

॥ শেষ ॥